মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান

তারীখে ইলমে হাদীস

হাদীস চর্চার ইতিহাস

অনুবাদ

লোকমান আহমদ আমীমী

তারীখে ইলমে হাদীস

হাদীস চর্চার ইতিহাস

মূল

মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান

অনুবাদ

লোকমান আহমদ আমীমী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

কুরআনমজীদ-এর সাথে হাদীসের সংমিশ্রণ হয়ে যাওয়ার আশংকায় নবী করীম (সা)-এর সময় হাদীস লিখে রাখা হতো না। অন্যদিকে কুরআন মজীদ নাযিলের সাথে সাথেই লিখে রাখা হতো, হিফ্য বা মুখস্থ করা হতো। নবীজীর জীবদ্দশাতেই সমগ্র কুরআনুল করীম পূর্ণাঙ্গভাবে সংরক্ষিত রূপ লাভ করে।

তবে নবী করীম (সা) যুগে সাহাবীগণ প্রত্যেকেই হাদীস চর্চা করতেন। তাঁরা এগুলো মুখস্থ করতেন এবং অন্যকেও মুখস্থ করে রাখার তালিম দিতেন। এভাবে খোলাফায়ে রাশেদা ও সাহাবায়ে কেরামগণের যুগ পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নবী করীম (সা)-এর প্রতিটি হাদীস অসংখ্য ব্যক্তি কর্তৃক কণ্ঠস্থ করে রাখার নিয়ম চলে আসে। অবশেষে তাবেঈগণের যুগে এসে হাদীস গ্রন্থনার কাজ শুরু হয়। হিফ্য বা মুখস্ত পর্যায়ে থেকে হাদীস গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এর রয়েছে সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক ইতিহাস। এই নিয়মানুক্রমে হাদীস লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াই হচ্ছে ইল্‌মুল হাদীস।

পবিত্র কুরআনের পরই হাদীসের স্থান। তাই হাদীস চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে যেমন গবেষকগণের জানা উচিত তেমনি জানা উচিত মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রত্যেক সদস্যেরই। ইল্‌মুল হাদীসের ধারাবাহিক ইতিহাস, সংগ্রহ পদ্ধতি, লিপিবদ্ধকরণে সতর্কতা ও যাচাই-বাছাইয়ে অনুসৃত পদ্ধতি, হাদীসের সূত্র ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে মুফতি সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত 'তারীখ ইলমে হাদীস' নামক গ্রন্থটিতে।

মুফতি সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান ছিলেন এ উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় একজন মুহাদ্দিস। তিনি ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মওলানা ছিলেন। তিনি ছিলেন বায়তুল মুকাররম মসজিদেরও প্রথম খতীব। এই মহান জ্ঞানসাধক সারাজীবন কুরআন ও হাদীসের অনুশীলন ও গবেষনা করেছেন, তালিম দিয়েছেন অসংখ্য ছাত্রকে। আরবী ও উর্দু ভাষায় তিনি সত্তরটির অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এসব গ্রন্থ মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠক্রমভুক্ত হয়েছে। এই মনীষীর কলম থেকে নিঃসৃত 'তারীখে ইল্‌মুল হাদীস' নামক অনন্য গ্রন্থটি প্রঞ্জল

ভাষায় মূলানুগ অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক মাওলানা লোকমান আহমদ আমীমী।

আমরা আশা করি 'তারীখে ইল্‌মুল হাদীস' গ্রন্থটি থেকে ছাত্র, গবেষক ও জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু পাঠক ব্যাপক উপকৃত হবেন। এ মূল্যবান গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশনতেকে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

আশা করি পাঠক সমাজে বইটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। আর সাইয়িদুল মুরসালিন, তাঁর পরিজন, তাঁর সাহাবী ও প্রকৃত অনুসারীদের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি জগতে মানবজাতিকে বিবেক ও বুদ্ধিতে অন্য সকলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। তিনি মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন এবং আদম সন্তানদেরকে সম্মান ও মর্যাদার আসন দান করেছেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি।"

আল্লাহ্ তা'আলা বিবেক ও বুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী তাদের প্রতি ঈমান ও আমলে সালিহ-র পাবন্দিকেও অপরিহার্য করে দিয়েছেন। আবার বিশেষ অনুগ্রহে মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করেছেন, তাঁদেরকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবুওয়তের এই ধারাকে পূর্ণতা দান করেছেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মদকে (সা) রাসূল হিসেবে প্রেরণ করে।

পাঁচশত একাত্তর খৃষ্টাব্দের বাইশে এপ্রিল/বারই রবিউল আউয়াল সোমবার বসন্তের এক মনোরম পরিবেশে এ পৃথিবীর অঙ্গনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাব ঘটে। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়ত লাভ করেন। অতঃপর দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে তিনি মানবজাতিকে সত্যের পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে থাকেন। মানব চরিত্রের সুন্দর ও পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য তাঁর প্রতি কুরআনুল করীমের আয়াত নাযিল হতে থাকে। দশম হিজরী সনে, রাসূলুল্লাহ্‌র বয়স যখন তেষট্টি বছর, আল্লাহ্ তা'আলা দীনের পরিপূর্ণতা দান করে ঘোষণা করলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আল ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"—আল মায়িদাহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের অর্থাৎ এগার হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের কিছুদিন আগে কুরআনুল করীমের নাযিল সমাপ্ত হয়। আল কুরআনের আলোকে জীবন অতিবাহিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চরিত্র ও আমলের উন্নততম উদাহরণ রেখে গেছেন দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য। সেই সম্পর্কেই মহান আল্লাহ্

বলেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে উসওয়াতুন হাসানাহ বা সর্বোত্তম নমুনা।"

আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদীন এবং সাহাবীগণ তাঁর উপস্থাপিত দীনের দাওয়াত চালিয়ে যান। তাঁরা নবী করীম (সা)-এর বিভিন্নমুখী শিক্ষার সংরক্ষণ ও উপস্থাপনকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। তাবেঈগণ সাহাবায়ে কিরামের স্থলাভিষিক্ত হয়ে অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেন।

সন্দেহাতীতভাবেই আল কুরআন সুরক্ষিত কিতাব। হাদীস ও সুন্নাহ্ তা-ই যাতে রয়েছে নবী করীম (সা)-এর বাণীসমূহ, জীবনাচার ও কর্মপদ্ধতির বিবরণ। কুরআন মজীদ নবী জীবনের শেষ ভাগেই পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত রূপ লাভ করে। প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধ এবং তাবেঈনদের মধ্যযুগ পর্যন্ত হাদীসগুলো কণ্ঠ পরম্পরায় চলে আসছিলো। শিক্ষা আদান-প্রদানও মুখে মুখেই হতো। এরপর তা কাগজে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। ফলে তা চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যায়। এভাবে নিয়ম মাফিক লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এর নাম হয় ইলমুল হাদীস।

ইলমুল হাদীস

দীনের মৌলিকত্বের নিরিখে আল কুরআনের পরই হাদীসে নববীর স্থান। যে পবিত্র মুখ থেকে হিদায়াতের মূল উৎস কুরআনে হাকীম উচ্চারিত হয়েছে, সেই মুখ থেকেই নিঃসরিত হয়েছে আল হাদীস। পার্থক্য এখানে যে, কুরআন মজীদ প্রকাশ্য ওহী আর হাদীসে নববী অপ্রকাশ্য ওহী যা প্রকাশ্য ওহীর ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

আল্লাহ্র কিতাব এই দু'টো দিক "আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন" এই বাণীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। মহান আল্লাহ্ আল কুরআন অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর।" অনুরূপভাবে তিনি এই নির্দেশও দিয়েছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে রয়েছে উসওয়াতুন হাসানা"; "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করলো", এবং "তোমরা আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।" শেষোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা নবী (সা)-এর শিক্ষাকে অনুসরণ করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ জন্যই সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা আল্লাহ্র কালামের সংরক্ষণ ও উপস্থাপনে তৎপর ছিলেন এবং নবী করীমের হাদীসসমূহের তালাশ ও প্রচারে চেষ্টারত থাকতেন। তাদের সম্পর্কে উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন, "তাঁরা দীনের শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজের মাল ও জান উৎসর্গ করেছিলেন।"

নবী করীম (সা)-এর যামানায় কুরআন মজীদের পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষণ সাহাবায়ে কিরামের লিখন ও স্মরণশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিলো। অনুরূপভাবে হাদীসসমূহ সংরক্ষণের ব্যাপারটিও তাঁদের স্মরণশক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিলো।

আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর শাসনামলে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক কুরআনের হাফিজ শহীদ হওয়ার কারণে কুরআন মজীদ সংরক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। কুরআন মজীদের মূলকপি যা সহীফাকারে সংরক্ষিত ছিলো, কমই পাওয়া যেতো। সেই সময় কুরআন সংরক্ষণ মূলত কণ্ঠস্থ রাখার ওপর নির্ভরশীল ছিলো। খুলাফায়ে রাশিদীন এবং সাহাবায়ে কিরামের প্রারম্ভিক যুগে বিশেষ তত্ত্বাবধানে তাঁরা কুরআনে হাকীম লিপিবদ্ধ করার মহান কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষ দিকে এবং শীর্ষস্থানীয় তাবেঈদের যুগে উমাইয়া খলিফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের অন্তরে নবী করীম (সা)-এর হাদীসসমূহ সংরক্ষণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তিনি সারাদেশে হাদীস সংগ্রহের নির্দেশ জারি করেন। এই নির্দেশের ফলে ইসলামী দুনিয়ায় হাদীস সংগ্রহ ও হাদীস সংকলনের ধারা সৃষ্টি হয়। ক্রমশই তা সমৃদ্ধ হতে থাকে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বহু হাদীসগ্রন্থ প্রণীত হয়ে যায়।

তাবেঈদের যুগেই হাদীস গ্রন্থনার কাজ শুরু হয়। যেহেতু সুন্নাহ্ ও হাদীসসমূহ বিভিন্ন সূত্রে তাঁদের নিকট পৌঁছেছিলো সেজন্য হাদীস সংগ্রহের মাধ্যমসমূহ বর্ণনা ও লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। মাধ্যম সম্পর্কিত বিষয় হলো ইলমুল আসনাদ। কালক্রমে ইলমুল আসনাদ-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও হাদীস সংকলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তা আরো উন্নতি লাভ করে। আসমাউর রিজাল নামক বিষয়টিও বিকাশ লাভ করে।

হাদীসসমূহের বেশির ভাগ শুধু এক একজন কিংবা দু' দু'জন সাহাবীর মাধ্যমে তাবেঈরা লাভ করেন। আবার তাবে' তাবেঈরা তাবেঈদের এক একজন বা দু' দু'জন থেকে লাভ করেন। এ কারণে হাদীসসমূহের মধ্যে খুব কম সংখ্যক হাদীসই অকাট্যের মর্যাদা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে গোটা কুরআন মজীদই মুতাওয়াতের পন্থায় (তিন যুগেই অসংখ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত) প্রমাণিত বলে তা গোটাটাই অকাট্য।

বর্ণনার নিয়ম ও বর্ণনাকারীর অবস্থাদির বৈচিত্র্য অনুসারে হাদীসসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত ঃ মকবুল ও গাইরে মকবুল। মকবুল (গ্রহণীয়) হাদীসসমূহকে গাইরে মকবুল (গ্রহণের অযোগ্য) হাদীসসমূহ থেকে পৃথক করার জন্য একটা সঠিক মাপকাঠি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ জন্যই হাদীসবেত্তাগণকে ইলমে হাদীসে মৌলিক রীতিসমূহের দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। এ কারণে ইলমে হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতাধিক। আর ইলমুল হাদীস একটি ব্যাপক ইসলামী বিষয়ে

পরিণত হয়েছে। আলফিয়ায়ে সুউতীতে ইলমুল হাদীসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “ইলমে হাদীস দু'টি নিয়মের অধীন, এর দ্বারা হাদীসের মতন ও সনদের অবস্থা জানা যায়।”

যেহেতু ইলমে হাদীসের বিষয়বস্তু সনদ ও মতন সেজন্য সনদ সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়সমূহের নাম ইলমে রাওয়াতিল হাদীস; আর মতন সম্পর্কে আলোচিত বিষয়কে ইলমে দিরাইয়াতিল হাদীস বলা হয়।

ইলমুল হাদীসের ইতিহাস

হাদীসের ইতিহাস বলতে হাদীসের প্রচার, প্রসার ও হাদীসশাস্ত্র প্রণয়নের বিভিন্ন যুগকেই বোঝায় যা নবী করীম (সা)-এর যামানা থেকে এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এসব যুগের বিভিন্নতার ভিত্তিতে আমরা হাদীসশাস্ত্রের ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করতে পারি।

প্রথম যুগ

এই যুগে হাদীসবেত্তাগণ হাদীসসমূহকে কাগজে লিপিবদ্ধ করার চাইতে স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করতেন বেশি। তাঁরা হাদীসসমূহের মৌখিক প্রচার-প্রসারে ব্যস্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় যুগ

এই যুগ থেকেই হাদীসসমূহ সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। এরপর থেকেই হাদীসশাস্ত্র যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

তৃতীয় যুগ

এই যুগে হাদীসের কিতাবসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে চরম উন্নতি সাধিত হয়। এতে হাদীস ও হাদীসশাস্ত্রের পৃথক পৃথক বিষয় সম্বলিত কিতাবাদি প্রণীত হতে থাকে। সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলন করার দিকে মুহাদ্দিসগণ মনোযোগ দেন। দুর্বল হাদীস ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপিত হতে থাকে।

চতুর্থ যুগ

এই যুগে হাদীসসমূহকে সুবিন্যস্ত করা, মার্জিত রূপ দান করা এবং হাদীস ব্যাখ্যা করার কাজ শুরু হয়।

উল্লেখ্য যে, এসব যুগে ইলমে আসমাউর রিজাল (চরিত অভিধান), ইলমে উসূলে হাদীস (হাদীসের মূলনীতি) এবং ইলমুল হাদীসের অন্যান্য কিতাব প্রণীত হয়।

হাদীস চর্চার প্রথম যুগ

এই যুগে কিতাবাদি লেখার চেয়ে স্মৃতিশক্তি দ্বারা হাদীস ধরে রাখা হতো বেশি। এই যুগের সূচনা হয় নবী করীম (সা)-এর যামানাতেই। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রাক-ইসলাম যুগে আরবদের নিয়ম ছিলো, তারা তাদের পূর্বপুরুষ ও মহান ব্যক্তিদের কৃতিত্ব এবং ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ কণ্ঠস্থ করতো। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তারা প্রাচীনকালের ঘটনাবলীর বিবরণের পরিবর্তে সাধারণত রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ও কাজের বিবরণ সজীব রাখার প্রয়াস পায়। এটাই হাদীসশাস্ত্রের গোড়ার কথা।

নবী করীম (সা) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যামানায় কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ ও কপি করার কাজকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হতো। সাধারণভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রচলন তখনো শুরু হয়নি। অবশ্য সাহাবায়ে কিরামের স্মৃতিতে নবী করীম (সা)-এর হাদীসসমূহ সংরক্ষিত ছিলো। শুধু সংরক্ষণই নয়, এর প্রচার-প্রসারেও তাঁরা আত্মনিয়োগ করতেন। আল-কুরআন এবং আল-হাদীসের আলোকেই তাঁরা ফাতওয়া দিতেন।

সাহাবায়ে কিরামের হাদীস হিফ্য করা

হযরত আলী (রা) তাঁর শিষ্যদেরকে উপদেশ দিতেন, "তোমরা হাদীস চর্চা করতে থাক....." ।—আল মুস্তাদরাক, পৃ. ৯৫

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এই কাজের তাকিদ নিয়ে বলেন, "তোমরা হাদীস চর্চা করতে থাক। কেননা হাদীস স্মরণ ও চর্চার অপর নাম জীবন।"—আল-মুস্তাদরাক। একদিন তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা যখন একত্রে বস তখন হাদীস চর্চা কর কি?" ছাত্রগণ জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। আমরা তো এটাকে এতোই গুরুত্ব দিই যে, আমাদের কোন সাথী যদি কখনো না আসে আমরা গিয়ে তার সাথে মিলিত হই, যদিও সে কুফার শেষ প্রান্তে থাকে।" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের এই নেক আমলের সুফল সর্বদা ভোগ করতে থাকবে।"—দারেমী, পৃ. ৭৯। হযরত আবূ সাঈদ (রা) হাদীস চর্চার জন্য তাকিদ দিতেন।—দারেমী। বরং যখনই তাঁর কোন ছাত্র হাদীস লিখে দেয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন পেশ করতো তিনি তা অস্বীকার করতেন আর বলতেন, "আমরা যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে হাদীস শুনে মুখস্থ করেছি তোমরাও সেভাবে মুখস্থ কর।"—দারেমী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, "তোমরা হাদীস চর্চা করতে থাক। যদি এগুলো মুখস্থ না কর তাহলে এগুলো বিস্মৃত হতে থাকবে।"—দারেমী। এমনকি নিজের অনুসৃত নিয়ম সম্পর্কে তিনি বলতেন, "আমরা নিজেরাও হাদীস মুখস্থ করতাম।"—সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০

হযরত আনাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস শুনতাম, যখন তিনি মজলিস থেকে উঠে যেতেন আমরা সেগুলো পরস্পর পর্যালোচনা করতাম। অতঃপর আমরা যখন মজলিস থেকে উঠতাম সেগুলো আমাদের মুখস্থ হয়ে যেতো এমনভাবে যে, যেন সেগুলো আমাদের মনে রোপিত হয়ে গেছে।"—আল মাজমা, পৃ. ১৬১

হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, "আমি একদিন নবী (সা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, মসজিদে কয়েকজন লোক বসা ছিলো, নবী (সা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি জন্য বসেছো?' তারা বললো, 'আমরা ফরয নামায আদায় করেছি। অতঃপর আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে বসেছি।" নবী (সা) বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যখন কোন বিষয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, তার স্মরণ-পর্যালোচনাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়।"—আল মুস্তাদরাক, পৃ. ৯৪

হাদীস সংগ্রহে সাহাবায়ে কিরামের তৎপরতা বিস্ময়কর। তাঁরা একটিমাত্র হাদীস শুনার জন্য কয়েক হাজার মাইল দূরের পথ সফর করতেন। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সহীহুল বুখারীর ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা) থেকে একটিমাত্র হাদীস শুনার জন্য তিনি একমাসের পথ সফর করেছিলেন।

"জামিউ বায়ানিল ইলম" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) একটি মাত্র হাদীস শুনার জন্য মদীনা থেকে মিসর পর্যন্ত সফর করেছিলেন।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে শুধু যে হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে অসাধারণ উৎসাহ ছিলো তা-ই নয়, হাদীসের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও তাঁদের তৎপরতা ছিলো অসাধারণ। তাঁদের এই আগ্রহের উৎস ছিলো নবী (সা)-এর একটি উক্তি। রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আর সুরে বলেছিলেন, "আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির চেহারা সর্বদা খোশহাল রাখুন, যে আমার কথাগুলো শুনেছে, স্মৃতিতে গেঁথে নিয়েছে এবং অবিকল তা অপরাপর মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছে।"

প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম হাদীসের প্রচার ও প্রসার কাজকে নিজেদের জন্য ফরয করে নিয়েছিলেন। ফলে শুধু কুফাতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় চার হাজারে—যাঁরা তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন, শিখেছেন।

হাদীস সংগ্রহে সাহাবায়ে কিরামের উদ্যম ও সতর্কতা

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। নবী (সা)-এর একটি সাবধানবাণীর কারণে ভীত সন্ত্রস্ত থেকেই এ কাজ করতেন। নবী (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্দিষ্ট করে নেয়।" সাহাবীগণ চরমভাবে সচেষ্ট ছিলেন যাতে কোন ভুল উদ্ধৃতি করা না হয়।

হযরত আনাস (রা)-এর নিয়ম ছিলো, যে কোন হাদীস সম্পর্কে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র খটকা লাগলে তিনি তা বর্ণনাই করতেন না এবং বলতেন, ভুল হওয়ার আশংকা না থাকলে অবশ্যই হাদীস বর্ণনা করতাম।—দারেমী

কোন কোন সাহাবী এমনও ছিলেন যে, তাঁদের বর্ণনায় ভুলক্রমে হ্রাস বা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে তাঁরা খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করতেন।

সহীহুল বুখারীর ২১ পৃষ্ঠায় হযরত যুবায়র (রা)-এর ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) এই কারণেই হাদীস কম বর্ণনা করার তাকিদ দিতেন। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নিয়ম ছিলো, কেউ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি সাক্ষ্য তলব করতেন। হযরত আলী (রা) বর্ণনাকারীর শপথ নিতেন। তাঁদের খিলাফতকালে এই ধরনের বিভিন্ন শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ ছিলো। এর মূল কারণ ছিলো, যাতে কোন ভুল উক্তি নবী করীম (সা)-এর ওপর আরোপিত হয়ে না যায়। এই হলো খুলাফায়ে রাশিদীনের সতর্কতা অবলম্বনের নমুনা।

খুলাফায়ে রাশিদীনের যামানা শেষে প্রথম পর্যায়ের তাবেঈগণের যুগ শুরু হয়। তাঁদের যামানায় হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পাবন্দি কিছুটা কমে যায় এবং হাদীস বর্ণনা আগের চেয়ে অনেক বেশি হতে থাকে। অবশ্য হাদীস শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যায়। হাদীস পর্যালোচনার কাজ ব্যাপকতা লাভ করে।

একথা অনস্বীকার্য যে, সাহাবায়ে কিরাম ও শীর্ষস্থানীয় তাবেঈগণের অস্বাভাবিক স্মরণশক্তি ছিলো। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, "নবী (সা)-এর বর্ণিত হাদীসের একটি বিন্দুবিসর্গও আমি ভুলতাম না।"—তাযকিরাতুল হুফফায, পৃ. ৩৩

তাবেঈগণের মধ্যে হযরত কাতাদাহ, হযরত শায়াবী, ইমাম জুহরী প্রমুখ ব্যক্তির অসাধারণ স্মরণশক্তির কথাও 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটকথা, নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের স্বর্ণযুগে মুখস্থ রাখা, পর্যালোচনা করা, হাদীস শিক্ষার প্রতি অদম্য আগ্রহ এবং হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন অসাধারণ পর্যায়ের ছিলো বিধায় আল কুরআনের মতো আল হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তখন অনুভূত হয়নি।

তাছাড়া নবী করীম (সা)-এর যামানা আল কুরআন নাযিলের যামানা ছিলো। তখন আল-কুরআন লিখা ও লিখানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো। কিছু কিছু হাদীসও লিখা হতো। তবে আল কুরআন ও আল হাদীস পরস্পর মিশে যেতে পারে এই আশংকায় নবী করীম (সা) সাধারণভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। সহীহ মুসলিম-এর ৮ম খণ্ডের ২২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে, নবী (সা) বলেছেন, "আমার হাদীসগুলো লিখো না। কুরআন মজীদ ছাড়া কেউ আমার হাদীস লিখে থাকলে তা মুছে ফেলা হোক। অবশ্য আমার হাদীস বর্ণনা করতে কোন আপত্তি নেই।"

কিন্তু নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ সেকালের এক বিশেষ প্রয়োজনের পরিপেক্ষিতে ছিলো। শারীয়াহর কোন স্থায়ী নির্দেশ হিসেবে নবী (সা) এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেন নি। নবী (সা) ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-কে হাদীস লিপিবদ্ধ করার বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি লিখিত হাদীসগুলো নিজের জন্য সংরক্ষণ করতেন। এতে তাঁর নিকট হাদীসের বিরাট সম্পদ জমেছিলো। তিনি এই সংকলনের নাম রেখেছিলেন 'সাদিকাহ'।—সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২; তাহাবী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৪; সুনানু আবী দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭; দারেমী, পৃ. ৬৭; তাবাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮; তাহযীব ও ইসবাহ ইত্যাদি।

এভাবে, নবী করীম (সা) হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।—আল মাজমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২

আরো কিছু সংখ্যক সাহাবীকেও এই অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। জামিউত তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১, কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৫, মাজমা।

সহীহুল বুখারীতে উল্লেখ আছে যে, আবূ শাহ ইয়ামানী (রা)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ লিখিয়ে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের জন্য 'কিতাবুস সাদাকাহ' (সাদাকাহ-যাকাত সংক্রান্ত মাসায়েল) ও অন্যান্য ফরমান লিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন। গোত্র-প্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের নামেও লিখিত চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

হযরত আলী (রা)ও সে যুগে কিছুসংখ্যক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন।—সহীহুল বুখারী ও তাহাবী।

মোটকথা, গবেষণা ও গভীর পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা)-এর যামানাতেই হাদীস, চিঠিপত্র ইত্যাদির একটি সম্ভার মওজুদ ছিলো। প্রথম পর্যায়ের তাবেঈগণের যুগেও হাদীস লিপিবদ্ধ করার নিয়ম ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) ইলমুল ফারায়েয-এর ওপর একখানা গ্রন্থ

প্রণয়ন করেছিলেন।—তাওজীহ, পৃ. ৮; এরই একাংশ সুনানে বাইহাকীতে (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৮) বিদ্যমান।

ইবনে নাদীম ফিরিস্ত-এ লিখেছেন যে, হযরত হাসান (রা), হযরত হুসাইন (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর লিখিত পুস্তকাদি তিনি দেখেছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)ও পাঁচ শত হাদীস সম্বলিত একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তা বিনষ্ট করে ফেলেছিলেন।—তাযকিরাহ, পৃ. ৫, কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত আবূ রাফে (রা), হযরত আবূ মূসা আল আশআরী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত সাদ ইবনে আবী উবাদাহ (রা), হযরত কায়েস ইবনে সাদ (রা), হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রা), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা), হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা), হযরত ওয়াসিলাহ ইবনে আসকা (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা) এবং তাবেঈগণের মধ্যে সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে ওরওয়াহ, হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনিল হানাফিয়াহ, মুজাহিদ প্রমুখ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা হাদীসগুলোকে বিষয়বস্তুর নিরিখে ভাগ করে স্বতন্ত্র কোন কিতাবের রূপ দেন নি। বরং মুখস্থ করার সুবিধার্থে এ পন্থা (লিখন) অবলম্বন করতেন। প্রকৃত কিতাব ছিলো তাঁদের বক্ষে। এগুলোর প্রচার ও প্রসারের দিকে ছিলো তাঁদের দৃষ্টি।

তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে হাদীসের হাফিযের সংখ্যা ৯২ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে ২২ জন, প্রথম দিকের তাবেঈদের মধ্যে ৪০ জন এবং মধ্যভাগের তাবেঈদের মধ্যে ৩০ জন হাদীসের হাফিয ছিলেন। পরবর্তীকালে হাদীসের হাফিযের সংখ্যা এতো বেড়ে গিয়েছিলো তা স্মরণ রাখা ও লিপিবদ্ধ করা আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিলো। ইমাম যাহাবী তাঁর গ্রন্থ তাযকিরাতুল হুফফাযে তাঁর যামানা পর্যন্ত অধিকাংশ হাফিযের কথা উল্লেখ করেছেন।

হাদীস রেওয়ায়েতের সংখ্যানুসারে সাহাবীদের বিভিন্ন শ্রেণী

হাদীস রেওয়ায়েতের সংখ্যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা, (১) মুকাস্‌সিরীন, (২) মুতাওয়াস্‌সিতীন, (৩) মুকিল্লীন ও (৪) অন্যান্য মুকিল্লীন।

মুকাস্‌সিরীন

যেসব সাহাবীর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা এক হাজারের বেশি তাঁরা এই

শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁদের সংখ্যা সাত। তাঁরা হচ্ছেন, ১. আবূ হুরায়রা (রা)। তাঁর আসল নাম আবদুর রহমান। পিতার নাম সাখর আদ্ দাওসী। তিনি ৭৮ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫,৩৭৪টি। তিনি ইয়ামেনের অধিবাসী ছিলেন। আদ দাউস গোত্রের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিলো। হিজরী ৭ সনে খাইবার যুদ্ধের পর ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সান্নিধ্যে হাজির হন। ইলম হাসিলের তাকিদে সর্বদা নবী করীম (সা)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকতেন। তিনি ছিলেন আসহাবুস্ সুফ্ফার একজন। নবী (সা)-এর সান্নিধ্যে অবস্থানকালে কোন প্রকারে ক্ষুধা মেটাবার মতো খাদ্য খেতে পারলেই তিনি তুষ্ট থাকতেন। তিনি নিয়মিতভাবে নবী করীম (সা)-এর সফরসঙ্গী হতেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর খিদমতে আরয করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার মুখ নিঃসৃত অনেক কিছু শুনি, কিন্তু সবগুলো মনে রাখতে পারি না।' নবী (সা) বললেন, 'তোমার চাদর বিছিয়ে দাও'। আমি চাদর বিছিয়ে দিলাম। তিনি অনেক হাদীস বললেন। তখন থেকে তাঁর হাদীসগুলো আমি আর ভুলতাম না। বেশি সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েতকারী হচ্ছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের নিকট থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর জামাতা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েতকারী। তাঁর মাওয়ালী আ'রাজও অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীদের একজন। প্রখ্যাত আলিম ও মুফতী ইমাম আরাজ বড় ধরনের আবিদ ছিলেন। ৫৮ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। হিজরতের তিন বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৭১ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৬৬০। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাতো ভাই। উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা (রা)-এর বোন লুবাবাহ বিনতে হারিস তাঁর মাতা। উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার একজন প্রখ্যাত আলিম ও শীর্ষস্থানীয় মুফাস্সির ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। নবী (সা) হিকমাহ, ফিকহ এবং তাবীলে কুরআনের জন্য তাঁকে দু'আ করেছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন তিনি। কম বয়েসী হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমরের মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন তিনি। মুয়াম্মার বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তিনজন মহান ব্যক্তির নিকট থেকে জ্ঞান হাসিল করেন। তাঁরা হলেন উমর (রা), আলী (রা) ও উবাই ইবনে কা'ব (রা)। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, "আমি যখন শুনতাম যে অমুক ব্যক্তির নিকট হাদীস সংরক্ষিত আছে, আমি তাঁর কাছে যেতাম, তাঁর নিকট বসতাম। এমনকি যখন তিনি বের হতেন তখনও আমি হাদীস জিজ্ঞেস করতে

থাকতাম।" তাফসীর ও ফিকাহ্র ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদের ইলমের মূলে ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)। নবী করীম (সা)-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো প্রায় চৌদ্দ বছর। তাঁর মরফূ (নবী থেকে বর্ণিত) অধিকাংশ হাদীস মুরসাল, কিন্তু তা মকবুল বা গৃহীত। হিজরী ৬৮ সনে তিনি তায়েফে ইন্তিকাল করেন।

৩. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)। তিনি ৬৫ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের তিন বছর পূর্বে তাঁকে বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো সাত বছর। তিনি নবী (সা)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন ৯ বছর। তাঁর বয়স যখন ১৮ বছর তখন নবী (সা) ইন্তিকাল করেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও মহতী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের বহু ঘটনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি কবিতা চর্চাও করতেন। মুসনাদে আহমদে তাঁর রেওয়ায়েতগুলো ২৫৩ পৃষ্ঠাব্যাপী লিপিবদ্ধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহাভ্যন্তরে যা কিছু করতেন সেই সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-এর রেওয়ায়েতের ওপর বেশি নির্ভর করা হয়। সাহাবা ও তাবেঈগণ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বোনের ছেলে উরওয়াহ ইবনে যুবায়র এবং ভাইয়ের ছেলে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর থেকে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) হিজরী ৫৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)। তিনি ৮৫ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরিখার যুদ্ধে ও পরবর্তী সবক'টি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (সা)-এর শিক্ষার একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তিনি একজন উঁচুমানের আবিদ, যাহিদ ও দাতা ছিলেন। জনসাধারণের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণে আগ্রহী হন নি। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে তাবেঈগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক বর্ণনা করেছেন সালিম ও তাঁর ক্রীতদাস নাফি'। তিনি হিজরী ৭৩ সনে ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি ৬০ বছর জীবিত ছিলেন।

৫. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)। তিনি ৯৪ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৪০। তিনি ছিলেন আনসারদের সুলাইমান গোত্রের লোক। বদর ও অন্যান্য সব যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেন। রেওয়ায়েতকারীদের বেশ একটি বড় দল তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হিজরী ৭৪ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)। তিনি ১০৩ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬। তিনি দশ বছর নবী (সা)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাঁর বর্ণিত ১২৮টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। সর্বশেষ সাহাবী হিসেবে তিনি হিজরী ৯১/৯৩ সনে বসরাতে ইন্তিকাল করেন।

৭. হযরত আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা)। তিনি ৮৪ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০। তাঁর আসল নাম সাদ ইবনে মালিক আনসারী। 'আল খুদরী' উপনামে তিনি বেশি পরিচিত। তিনি হাফিযে হাদীস এবং শীর্ষস্থানীয় আলিমদের একজন ছিলেন। বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মদীনাতে ইন্তিকাল করেন।

মুতাওয়াস্‌সিতীন

এই শ্রেণীতে রয়েছেন ঐসব সাহাবী যাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা এক হাজারের কম কিন্তু পাঁচ শতের অধিক। এঁদের সংখ্যা চার।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তিনি হিজরী ৩২ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৮৪৮।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রা)। তিনি হিজরী ৬৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৭০০।

৩. হযরত আলী মুর্তাজা (রা)। তিনি অন্যতম খালীফায়ে রাশেদ। জ্ঞানের তোরণ নামেও খ্যাত। তিনি একজন ফিকাহ্‌বিদ ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি তাঁদের একজন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তিনি হিজরী ৪০ সনে শহীদ হন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৮৬।

৪. হযরত উমর ফারুক (রা)। তিনি দ্বিতীয় খলীফা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যামানায় হাদীস সংকলনকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি একজন যাহিদ সাহাবী ছিলেন। তিনি হিজরী ২৩ সনে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৯।

মুকিল্লীন

এই শ্রেণীতে রয়েছেন ঐসব সাহাবী যাঁদের রেওয়ায়েত সংখ্যা পাঁচ শতের নিচে এবং চল্লিশের উর্ধ্বে। তাঁদের সংখ্যা ৫৭। নিম্নে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হলো।

১. উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে উমাইয়া (রা)। তিনি হিজরী ৫৯ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৩৭৮।

২. হযরত আবূ মূসা আশআরী আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস (রা)। তিনি হিজরী ৫৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৩৬০।

৩. হযরত বারা ইবনে আয়েব (রা)। তিনি হিজরী ৭২ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৩০৫।

৪. হযরত আবূ যর গিফারী (রা)। তিনি হিজরী ৩২ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২৮১।

৫. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)। তিনি হিজরী ৫৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২১৫।

৬. হযরত সাহাল আনসারী (রা)। তিনি হিজরী ৯১ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৮৮।

৭. হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রা)। তিনি হিজরী ৩৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৮১।

৮. হযরত আবুদ্ দারদা উ'ওয়াইমির ইবনে আমীর (রা)। তিনি হিজরী ৩২ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৭৯।

৯. হযরত আবূ কাতাদাহ আনসারী (রা)। তিনি হিজরী ৫৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৭০।

১০. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)। তিনি হিজরী ১৯ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৪।

১১. হযরত বুরাইদাহ্ ইবনে হাসিব আল আসলামী (রা)। তিনি হিজরী ৬৩ সনে মারা যান। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৪।

১২. হযরত মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা)। তিনি হিজরী ১৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৭৫।

১৩. হযরত আবূ আইউব খালেদ ইবনে যায়েদ আনসারী (রা)। তিনি হিজরী ৫১ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৫০।

১৪. হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা)। তিনি তৃতীয় খালীফায়ে রাশেদ। তিনি হিজরী ৩৫ সনে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৪৬।

১৫. হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা)। তিনি হিজরী ৭৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৪৬।

১৬. হযরত আবূ বকর আস্ সিদ্দিক (রা)। প্রথম খালীফায়ে রাশেদ। তিনি হিজরী ১৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৪২।

১৭. হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)। তিনি হিজরী ৫০ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৩৬।

১৮. হযরত আবূ বাকরাহ্ নাদী ইবনুল হারিস (রা)। তিনি হিজরী ৪৯ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৩০।

১৯. হযরত ইমরান ইবনে হাসান (রা)। তিনি হিজরী ৫২ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৩০।

২০. হযরত মু'য়াবিয়া (রা)। তিনি হিজরী ৬০ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৩০।

২১. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা)। তিনি হিজরী ৫৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১২৮।

২২. হযরত সাওবান (রা)। তিনি হিজরী ৫৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১২৭।

২৩. হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা)। তিনি হিজরী ৬৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১২৪।

২৪. হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা)। তিনি হিজরী ৫৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১২৩।

২৫. হযরত আবূ সউদ উকবা ইবনে আমর আনসারী (রা)। তিনি হিজরী ৪০ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১০২।

২৬. হযরত জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ্ আল বাজালী (রা)। তিনি হিজরী ৫১ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১০০।

২৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা (রা)। তিনি হিজরী ৭৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৯৫।

২৮. হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত আল আনসারী (রা)। তিনি হিজরী ৪৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৯২।

২৯. হযরত আবূ তালহা যায়িদ ইবনে সাহাল আল আনসারী (রা)। তিনি হিজরী ৩৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৯০।

৩০. হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম আল আনসারী (রা)। তিনি হিজরী ৪৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৯২।

৩১. হযরত যায়িদ ইবনে খালেদ (রা)। তিনি হিজরী ৭৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৮১।

৩২. হযরত কা'ব ইবনে মালিক আল আনসারী (রা)। তিনি হিজরী ৫০ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৮০।

৩৩. হযরত রাফি' ইবনে খাদীজ (রা)। তিনি হিজরী ৭৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৭৮।

৩৪. হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা)। তিনি হিজরী ৭৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৭৭।

৩৫. হযরত আবূ রাফি' (রা)। তিনি হিজরী ৩৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৬৮।

৩৬. হযরত আউফ ইবনে মালিক (রা)। তিনি হিজরী ৭৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৬৭।

৩৭. হযরত 'আদী ইবনে হাতেম (রা)। তিনি হিজরী ৬৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৬৬।

৩৮. হযরত সালমান আল ফারেসী (রা)। তিনি হিজরী ৩৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৬৪।

৩৯. উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা)। তিনি হিজরী ৪৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৬৫।

৪০. উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)। তিনি হিজরী ৪৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৬০।

৪১. হযরত শাদ্দাদ ইবনুল আওস (রা)। তিনি হিজরী ৬০ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৬০।

৪২. হযরত 'আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা)। তিনি হিজরী ৩৭ সনে শহীদ হন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৬২।

৪৩. হযরত উয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা)। তিনি হিজরী ৮৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৬।

৪৪. হযরত যুবায়র ইবনে মুতয়াম (রা)। তিনি হিজরী ৫৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৬০।

৪৫. হযরত উকবা ইবনে আমীর আল জুহানী (রা)। তিনি হিজরী ৬০ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৫।

৪৬. হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রা)। তিনি হিজরী ৭৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৬।

৪৭. হযরত আমর ইবনে উতবাহ (রা)। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৮।

৪৮. হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ (রা)। তিনি হিজরী ৫৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫০।

৪৯. হযরত কা'ব ইবনে আমর (রা)। তিনি হিজরী ৫৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৭।

৫০. উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনাহ (রা)। তিনি হিজরী ৫১ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৬।

৫১. হযরত উম্মেহানী বিনতে আবী তালিব (রা)। তিনি হিজরী ৫০ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৬।

৫২. হযরত আবূ হুযাইফা ওহাব ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)। তিনি হিজরী ৭৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৫।

৫৩. হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রা)। তিনি হিজরী ১৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৪।

৫৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগফাল (রা)। তিনি হিজরী ৫৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৩।

৫৫. হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)। তিনি হিজরী ৩৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৩।

৫৬. উম্মে আতীয়া নাসীবা ইবনে কা'ব (রা)। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪১।

৫৭. হযরত হাকীম ইবনে হাযাম (রা)। তিনি হিজরী ৫৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪০।

অন্যান্য মুকিল্লীন

উপরোল্লিখিত সাহাবীগণের বাইরেও আরো রেওয়ায়েতকারী সাহাবী রয়েছেন যাঁদের সংখ্যা চল্লিশ বলে উল্লেখ রয়েছে। গভীরভাবে অনুসন্ধান চালালে আরো অনেকের খোঁজ পাওয়া যাবে যাঁদের জীবনী ইসাবা, উসুদুলগাবা ও আল ইসতীয়াব গ্রন্থে রয়েছে। মুসনাদে আহমদ প্রভৃতিতে তাঁদের রেওয়ায়েত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি তাঁর সন্তোষ বর্ষণ করুন। এই যুগের কয়েকজন প্রখ্যাত তাবেঈর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো। তাঁদের নামের পাশে তাদের মৃত্যু সনও উল্লেখ করা হলো।

১. আলকামা ইবনে কায়েস। হিজরী ৬২ সন।

২. আবূ মুসলিম খাওলানী। হিজরী ৬২ সন।

৩. রবী ইবনে খাইসাম। হিজরী ৬২ সন।

৪. আমর ইবনে সারজীল। হিজরী ৬৩ সন।

৫. মাসরুক ইবনুল আজরা। হিজরী ৬৩ সন।

৬. আবূ আবদুর রহমান আসলামী। হিজরী ৭৩ সন।

৭. আবূ বুরদাহ আমের ইবনে আবী মূসা। হিজরী ৭৪ সন।

৮. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ আন্‌নাখয়ী। হিজরী ৭৫ সন।
৯. আবদুর রহমান ইবনে গানাম। হিজরী ৭৮ সন।
১০. কাজী শরীহ। হিজরী ৭৯ সন।
১১. সুলাইমান ইবনে কায়েস। হিজরী ৮০ সন।
১২. আবূ ইদরীস খাওলানী। হিজরী ৮০ সন।
১৩. মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়া। হিজরী ৮১ সন।
১৪. আবূ দায়েল ইবনে সালামাহ। হিজরী ৮২ সন।
১৫. যার ইবনে জাইশ। হিজরী ৮৩ সন।
১৬. আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা। হিজরী ৮৩ সন।
১৭. কাবীসা ইবনে যুয়াইব। হিজরী ৮৬ সন।
১৮. ইবরাহীম ইবনে ইয়াযিদ আত্‌তাইলামী। হিজরী ৯২ সন।
১৯. আবুল আলীয়াহ আর রাইয়াহী। হিজরী ৯৬ সন।
২০. যয়নুল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইন। হিজরী ৯৪ সন।
২১. আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান মাখযুমী। হিজরী ৯৪ সন।
২২. আবূ সালমাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ। হিজরী ৯৪ সন।
২৩. সাঈদ ইবনে যুবায়র। হিজরী ৯৪ সন।
২৪. সাঈদ ইবনুল মুসাইব। হিজরী ৯৪ সন।
২৫. ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ নাখয়ী। হিজরী ৯৫ সন।
২৬. ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ তাইমী। হিজরী ৯৫ সন।
২৭. উরওয়াহ ইবনে যুবায়র। হিজরী ৯৪ সন।
২৮. হাসান মুসান্না ইবনে হাসান। হিজরী ৯৮ সন।
২৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা মাসউদ। হিজরী ৯৯ সন।
৩০. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবাহ। হিজরী ৯৯ সন।
৩১. হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়া। হিজরী ৯৯ সন।
৩২. আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ আননাখয়ী। হিজরী ৯৯ সন।
৩৩. খারিজাহ ইবনে যায়িদ। হিজরী ১০০ সন।
৩৪. সুলাইমান ইবনে ইয়াসার। হিজরী ১০০ সন।
৩৫. আবূ উসমান নাহ্‌দী। হিজরী ১০০ সন।

উপরোক্ত সাহাবী ও তাবেঈগণের আলোচনা রয়েছে 'ইকমাল ফী আসমায়ের রিজালিল মিশকাত' গ্রন্থে।

দ্বিতীয় যুগ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত হাদীসশাস্ত্র প্রণয়নের প্রাথমিক যুগ।

সাহাবায়ে কিরাম ও শীর্ষস্থানীয় তাবেঈগণের যুগ তখন সমাপ্তির পথে। তাবেঈদের মাঝামাঝি যুগ ছিলো এটি। দু'একজন সাহাবা জীবিত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইতোমধ্যে ইসলাম দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ফলে হাদীস রেওয়ায়েতের যে প্রকৃতি পূর্বে বিদ্যমান ছিলো তা আর রইলো না। বিভিন্ন বিদআতী গোষ্ঠী ও মনগড়া হাদীস বর্ণনাকারীর দল বের হয়। ফলে মিথ্যা হাদীস প্রচলিত হওয়া শুরু হয়। বিশুদ্ধ হাদীসও বিলীন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। ফলে হাদীসশাস্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সনদ সহকারে কিতাবাদি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ঐ সময় আল-কুরআনের সাথে আল হাদীস মিশে যাওয়ার আশংকা ছিলো না। উমাইয়া বংশের খালীফায়ে রাশেদ উমর ইবনে আবদুল আযীয হাদীসগুলোকে গ্রন্থাবদ্ধ করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। তিনি সারা মুসলিম জাহানে ফরমান জারি করলেন, "দেখ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসসমূহ সংকলন কর।"—ফাতহুল বারী, পৃ. ১৫৭। তিনি বিশেষভাবে মদীনার গভর্নর আবূ বকর ইবনে হাযামকে লিখেছিলেন, "শোন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসসমূহ সংকলন কর। কারণ ইলমুল হাদীস বিলুপ্তির ব্যাপারে আমি শংকাগ্রস্ত। অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ায় আমি আশংকাবোধ করছি। শুধু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসই গ্রহণ করবে। আর ইলম প্রচার কর।"—সহীহুল বুখারী, পৃ. ২১

বস্তুত আবূ বকর ইবনে হাযাম হাদীসের একখানা গ্রন্থ সংকলনও করেছিলেন।—যুরকানী

সাঈদ ইবনে ইবরাহীম বলেন, "উমর ইবনে আবদুল আযীয আমাদেরকে 'সুনান' তথা হাদীসসমূহ সংকলন করার জন্য নির্দেশ দান করেন। অতঃপর আমরা তা কিছুদিনের মধ্যেই সংকলিত করলাম। অতঃপর তিনি তাঁর শাসনাধীন সকল অঞ্চলে এর কপি প্রেরণ করেন।"—জামে' বায়ানিল ইলম

এই পরম্পরায় ইমাম যুহরী (র) সর্বপ্রথম মাগাযী বা যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদীস সংকলন করেন।—আর রাউদুল আন্‌ফ্। ইমাম যুহরী হাদীস সংকলন করতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি মদীনার প্রতিটি ঘরে গিয়ে সাহাবাদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণীসমূহ ও অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং ওসব লিপিবদ্ধ করতেন।—আত্ তাহযীব। তাঁর সংকলিত হাদীস ভাণ্ডার কয়েকটি উটের বোঝা হতো।—তাযকিয়াহ্

ইমাম শা'বী (র) বাব বা অধ্যায় অনুযায়ী হাদীস সংকলিত করেন।

হাদীস সংকলনের ফরমান জারি করার পর খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। কিন্তু বিজ্ঞ আলেমগণ সাধারণভাবে সে কাজে লেগে গিয়েছিলেন। মুসলিম জাহানের সর্বত্র মুহাদ্দিসগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসসমূহকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন। মক্কায় ইবনে জুরাইজ, সিরিয়ায় ইমাম আওযায়ী, কুফায় ইমাম সাওরী, বসরায় রবী ইবনে সবীহ ও হাম্মাদ ইবনে সালেমাহ, ওয়াসিতে হুশাইম, ইয়ামানে মুআম্মার, খোরাশানে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, রায়ে জারীর ইবনে আবদুল হামীদ এবং মদীনায় ইমাম মালিক (র) হাদীস সংকলন করেন। অনুরূপভাবে মাকহুল, হিশাম ইবনে উরউয়াহ, সাঈদ ইবনে আরূবাহ ইবনে আবী যিব, লাইস, ইবনে লাহীআহ, সুলাইমান ইবনে বিলাল, আবূ মা'শর, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ, গুনদার, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ এবং আবদুর রহমান ইবনে মাহদী প্রমুখ হাদীসের কিতাব তৈরি করেন।

ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর ছাত্র ইয়াহইয়া ইবনে আবী বাইদাহ হাদীসের কিতাব লিখেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ 'কিতাবুল আসার' ও 'কিতাবুল খারাজ' প্রণয়ন করেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'কিতাবুল হজ্জ' ও 'কিতাবুল আসার' ইত্যাদি লিখেন। মায়ানী ইবনে ইমরান 'কিতাবুস সুনান', 'কিতাবুয যুহ্‌দ' ও 'কিতাবুল আদাব' ও 'কিতাবুল ফিতান' সংকলন করেন। মুহাম্মাদ ইবনে ফযল 'কিতাবুয যুহদ' ও 'কিতাবুদ্দুয়া' লিখেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব 'আহ্‌ওয়ালুল কিয়ামাহ' এবং 'জামে' লিখেন। ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম হাদীস শরীফের সত্তরখানা কিতাব প্রণয়ন করেন। ওয়াকী ও আবদুর রহীম ইবনে সুলাইমান কিলানীও কতিপয় কিতাব লিখেন। ইমাম শাফিঈ (র) 'কিতাবুল উম্ম' নামক কিতাব লিখেন। হাদীসের এসব কিতাব ও সংকলন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হয়।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক হাদীসের বহু কিতাব প্রণীত হয়। তায়ালিসী, আবদুর রায্‌যাক, হুমাইদী, আবূ বকর ইবনে আবী শাইবাহ, উসমান ইবনে আবী শাইবাহ, সাঈদ ইবনে মানসূর, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, মুসাদ্দাদ, আলী ইবনিল মাদানী, আবূ সওর এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ এই সময়কার প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক ও হাদীসের ইমাম।

নবী করীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে হাদীসসমূহের পরম্পরায় যেসব লিখিত হাদীস পাওয়া যায় তার কোন ক্রমতা বা ধারাবাহিকতা বর্ণিত হয়নি। তবুও একে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১. যা কিছু শুনেছেন কোন ক্রমিক নিয়ম ছাড়াই লিখে ফেলেছেন। যেমন, সাদিকাহ। এতে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের নিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

২. নবী (সা) কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীন যেসব ফরমান, চুক্তিপত্র, চিঠি ইত্যাদি লিখেছিলেন।

৩. কোন কোন সাহাবী নিজস্ব নিয়মে কিছু কিছু হাদীস লিখেছেন। যেমন, হযরত আলী (রা)-এর সহীফা।

খুলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তীকালে কোন কোন সাহাবী স্বেচ্ছায় হাদীসের কিতাব প্রণয়ন করেছেন। এতেও কোন বিশেষ নিয়ম পালিত হয়নি। তবে এক অধ্যায়ে এক ধরনের হাদীস সংকলনের নিয়ম ছিলো। যেমন, যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) ফারায়েযের হাদীসগুলো সংকলন করেছেন। সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) তাফসীর সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ লিখেছেন। পরবর্তীকালে এই নিয়ম জুয, ফর্দ কিংবা রিসালাহ নামে অভিহিত হয়।

মুসনাদ ও সুনানের সংজ্ঞা

হাদীস সংকলনের যুগে সংকলনের আরো কিছু নিয়ম পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো। নিম্নোক্ত নিয়মগুলো প্রসিদ্ধ ছিলো।

(ক) এক একজন সাহাবীর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসগুলো একস্থানে (আলাদাভাবে) লিপিবদ্ধ করা হতো, তা যে কোন বিষয় সংক্রান্তই হোক না কেন এর নাম হলো মুসনাদ।

(খ) ফিকাহর মাসআলা-মাসায়েল-এর ধারাবাহিকতা অনুসারে সংশ্লিষ্ট আহকাম বা বিধি-বিধানের হাদীসগুলো একত্রে সংকলন করা হতো। একে বলা হয় সুনান বা মুসান্নাফ।

খুলাফায়ে রাশিদীনের পর নবী করীম (সা)-এর হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করা ছাড়াও সাহাবায়ে কিরামের বাণী ও বিচার-পদ্ধতিসমূহ সংকলন করার নিয়ম প্রচলিত হয়। নবীর বিচার-পদ্ধতিগুলোও সংকলকগণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কপিকারকদের কপির ওপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সমালোচনাও লিপিবদ্ধ রয়েছে।—সহীহ মুসলিম

সংকলনের যুগে এই নিয়ম-পদ্ধতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিলো। নবী করীম (সা)-এর হাদীসগুলোর সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরামের বাণী এবং তাবেঈগণের রায়সমূহও মিশ্রিতাবস্থায় পরিলক্ষিত হতো। তখন সংকলন করাই একমাত্র লক্ষ্য ছিলো বিধায় সেগুলোর যাচাই বাছাইয়ের দিকে সাধারণত নযর দেয়া হতো না বললেই চলে।

এই যুগের শেষের দিকে সর্বপ্রথম ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মনে ধারণা জন্মালো যে মুখ্যত নবী করীম (সা)-এর হাদীসসমূহ সংকলিত করা হোক

এবং সাহাবায়ে কিরামের আছার ও তাবেঈগণের বাণীসমূহ গৌণ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হোক। তদুপরি সনদ-এর প্রতি গভীর দৃষ্টি দেয়া হোক যাতে নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো সামনে এসে যায়। ইমাম আহমাদ এই বিষয়গুলোর দিকে সজাগ নজর রেখে তাঁর মুসনাদ প্রণয়ন করেন।

(এরপর তৃতীয় যুগে এসে এই ধারাটি ব্যাপকতা লাভ করে।)

হাদীস সংকলনের এই যুগটি হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগে হাদীসের হাফিযের সংখ্যাও ছিলো বড়। তাযকিরাতুল হুফ্ফায গ্রন্থে এই যুগের হাদীসের হাফিযগণের সংখ্যা ৩২৩ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় যুগের হাদীসের কতিপয় হাফিযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পরিবেশিত হলো।

১. উমর ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান। হিজরী ৬১ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৯৯ সনে তিনি খলীফা হন। তিনি ফকীহ, মুজতাহিদ ও হাফিযে হাদীস ছিলেন। হিজরী ১০১ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর সাথে সম্বন্ধযুক্ত একটি মুসনাদ মুদ্রিত হয়েছে।

২. উমরাহ বিনতে আবদুর রহমান আনসারিয়াহ। হিজরী ১০১ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর বেশি জানা ছিলো।

৩. মুজাহিদ ইবনে যুবায়র। তিনি হিজরী ২১ সনে জন্মগ্রহণ এবং ১০৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি লেখক ও কুরআনে করীমের ভাষ্যকার ছিলেন।

৪. শা'বী আবূ উমার আমির ইবনে শারাহীল। তিনি আল্লামাতুত্ তাবেঈন ছিলেন। তিনি হিজরী ১৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি পাঁচশত সাহাবার সাক্ষাত লাভ করেন। সুসজ্জিত অধ্যায় সহকারে তিনি হাদীস সংকলন করেন।

৫. খালিদ ইবনে মি'দান। তিনি হিজরী ১০৩ সনে ইন্তিকাল করেন। সত্তরজন সাহাবা থেকে হাদীস শুনেছেন।

৬. জাবির ইবনে যায়িদ আবুস্ শা'শা। তিনি হিজরী ১০৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি ফকীহ মুহাদ্দিস ছিলেন।

৭. আবূ কালাবাহ জরমী আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ রাক্কাশী আলবাসরী। তিনি হিজরী ১০৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি হাদীসবিদ ছিলেন।

৮. হাকাম ইবনে উতবাহ। তিনি হিজরী ১০৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি বিখ্যাত হাদীসবিদ ও কুফার শায়খ ছিলেন।

৯. তাউস ইবনে কাইসান। তিনি হিজরী ১০৬ সনে ইন্তিকাল করেন। পঞ্চাশজন সাহাবা থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর ছাত্র ছিলেন।

১০. আবূ বুরদাহ আমির ইবনে আবী মূসা আশয়ারী (রা)। তিনি হিজরী ১০৪ সনে মারা যান। তিনি কুফার কাযী ছিলেন। তিনি আবূ মূসা আশয়ারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।

১১. কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর সিদ্দিক (রা)। তিনি হিজরী ১০৬ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি মদীনার ফকীহ্ ছিলেন।

১২. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা)। তিনি হিজরী ১০৬ সনে মারা যান। তিনি ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৩. সুলাইমান ইবনে ইয়াসার। তিনি হিজরী ১০৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি মদীনার ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৪. ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি হিজরী ১০৭ সনে মৃত্যুবরণ করেন। প্রখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৫. হাসান বাসারী। তিনি হিজরী ২১ সনে জন্মগ্রহণ এবং ১১০ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বহু হাদীস লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

১৬. বাশার ইবনে নাহীক। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি উস্তাদের বর্ণিত হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেন। তিনি হিজরী ১১০ সনে ইন্তিকাল করেন।

১৭. ইবনে সিরীন মুহাম্মাদ মাওলা আনাস ইবনে মালিক। তিনিও হিজরী ১১০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি আল মাগরিবাইনের সরদার ছিলেন।

১৮. ওহাব ইবনে মুনাববাহ। তিনি হিজরী ১১০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত করেন। তিনি আল আখবার ও আল কাসাসের সংগ্রহকারী।

১৯. ইমাম বাকের মুহাম্মাদ আবূ জাফর ইবনে যয়নুল আবেদীন ইবনে হুসাইন (রা)। তিনি হিজরী ৫৭ সনে জন্মগ্রহণ এবং ১১২ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

২০. রাজা ইবনে হাওয়া। তিনি হিজরী ১১২ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি উমর ইবনে আবদুল আযীযের বন্ধু ও হাদীস লেখক ছিলেন।

২১. আতা ইবনে আবী রাবাহ। তিনি মক্কার শাইখুল হাদীস ও হাদীস সংগ্রহকারী ছিলেন। তিনি হিজরী ১১৪ সনে মারা যান।

২২. আবান ইবনে সালিহ। তিনি হাদীস সংগ্রহকারী ছিলেন। হিজরী ১১৫ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২৩. আমর ইবনে দুনিয়া। তিনি উঁচুস্তরের হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি হিজরী ১১৬ সনে মারা যান।

২৪. নাফি' মাওলা ইবনে উমার (রা)। তিনি ইমাম মালিক (রা) ও ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর উস্তাদ ছিলেন। তিনি হিজরী ১১৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

২৫. মাইমুন ইবনে মিহরান। তিনি হাফিয ও হাদীসবিদ ছিলেন। ইন্তিকাল করেন হিজরী ১১৭ সনে।

২৬. নাফি' ইবনে কাউস। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর ছাত্র ও হাদীসবিদ ছিলেন। তিনি হিজরী ১১৭ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

২৭. মাকহূল আবূ আবদুল্লাহ। তিনি হাদীসের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। তিনি হিজরী ১১৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

২৮. কাতাদাহ ইবনে মায়ামাতুস সদ্দুসী আল বাসারী। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ইরাকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হিজরী ১১৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

২৯. আবূ বকর ইবনে হাযম। তিনি মদীনার কাযী ও হাদীস সংগ্রহকারী ছিলেন। তিনি উমরাহ সম্পর্কিত রেওয়ায়েত ও কিতাবুস সাদাকাতের সংগ্রহকারী। হিজরী ১১৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

৩০. আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি আব্বাসীয় সুলতানদের পূর্বপুরুষ।

৩১. ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব। তিনি মিসরের হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি হিজরী ১১৮ সনে মারা যান।

৩২. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াসার। তিনি হাদীসের হাফিয ছিলেন। তিনি আল-কুরআনের নুকতা সংযোজন করেন। তিনি হিজরী ১১৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

৩৩. হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান। তিনি ইরাকের ফকীহ এবং ইমাম আবূ হানিফার উস্তাদ ছিলেন। তিনি হিজরী ১২০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৩৪. যুহরী মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে শাহাব। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও উঁচুস্তরের ইমাম ছিলেন। তিনি হিজরী ৫১ সনে জন্মগ্রহণ ও ১২৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

৩৫. সাবিত ইবনে আসলাম বানানী। তিনি আনাস (রা)-এর ছাত্র ছিলেন এবং হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি হিজরী ১২৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৬. যায়িদ ইবনে যয়নুল আবেদীন ইবনে হুসাইন (রা)। মুসনাদে যায়িদ তাঁর রচনা বলে প্রসিদ্ধ। তিনি হিজরী ১২৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

৩৭. আবদুর রহমান ইবনে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর (রা)। তিনি মদীনার অন্যতম হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি হিজরী ১২৬ সনে মারা যান।

৩৮. সা'দ ইবনে ইব্রাহীম। তিনি মদীনার কাযী ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হিজরী ৫৮ সনে জন্মগ্রহণ ও ১২৭ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৯. আবূ ইসহাক সাবিয়ী। তিনি উঁচুস্তরের হাফিযে হাদীস ছিলেন। তাঁর শায়খের সংখ্যা চার শতের বেশি ছিলো। তন্মধ্যে ৩৮ জন ছিলেন সাহাবী। তিনি ইমাম যুহরীর সমকক্ষ ছিলেন বলে প্রসিদ্ধ। তিনি হিজরী ১২৮ সনে মারা যান।

৪০. আবুয্ যানাদ আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান। তিনি অন্যতম হাদীস সংগ্রহকারী। তিনি হিজরী ১৩০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪১. সালিহ ইবনে কাইসান। তিনিও একজন হাদীস সংগ্রহকারী। তিনি হিজরী ১৩০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদার। তিনি হাফিযে হাদীস আবূ আইউব (রা) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। তিনি হিজরী ১৩০ সনে মারা যান।

৪৩. মানসুর ইবনে যাযান। তিনি হযরত আনাস (রা)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি হিজরী ১৩১ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪৪. হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসগুলো সংগ্রহ করেন। এই সংকলন সহীফায়ে হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ নামে প্রসিদ্ধ। মুসনাদে আহমাদে উক্ত সহীফার সবটুকু উদ্ধৃত আছে। তাঁর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বার্লিন ও দামেস্কে পাওয়া গেছে। তা দামেস্ক ও হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৪৫. আইউব ইবনে তামীমা সখতইয়ানী। তিনি বসরার প্রসিদ্ধ হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি উঁচুস্তরের তাবেঈযুগের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি হিজরী ১৩১ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪৬. রাবীয়াতুর রায়। তিনি হিজাযের ফকীহ ও ইমাম মালিকের উস্তাদ ছিলেন। তিনি হিজরী ১৩৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪৭. যায়িদ ইবনে আসলাম। তিনি হাদীসবিদ ও মুফাসসির ছিলেন। তিনি হিজরী ১৩৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪৮. দাউদ ইবনে দীনার। অন্যতম হাফিযে হাদীস। তিনি হিজরী ১৩৯ সনে মারা যান।

৪৯. ইউনুস ইবনে উবায়েদ। অন্যতম হাফিযে হাদীস। তিনি হিজরী ১৩৯ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৫০. সালমা ইবনে দীনার। তিনি হিজরী ১৪০ সনে মারা যান।

৫১. ইমাম জাফর আসসাদিক ইবনে বাকের। তিনি হিজরী ৮০ সনে জন্মগ্রহণ ও ১৪০ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৫২. মূসা ইবনে উকবাহ। মাগাযীর ইমাম ছিলেন। তিনি হিজরী ১৪১ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৫৩. সুলাইমান তাইমী। উঁচুস্তরের হাফিযে হাদীস ছিলেন। হিজরী ১৪৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

৫৪. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী। তিনি মদীনার কাযী ছিলেন। হিজরী ১৪৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৫৫. আলী ইবনে আবী তালহা হাশেমী। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি হিজরী ১৪৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৫৬. হিশাম ইবনে উরওয়াহ। তিনি একজন হাদীস সংগ্রহকারী। তিনি হিজরী ১৪৬ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৫৭. ইসমাঈল ইবনে আবী খালিদ আহমাসী। উঁচুস্তরের হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি হিজরী ১৪৬ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৫৮. আ'মাশ সুলাইমান ইবনে মিহরান। তাঁর উপাধি ছিলো সাইয়েদুল মুহাদ্দিসীন। তিনি হিজরী ১৪৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

৫৯. মুহাম্মাদ ইবনে আজলান। হাদীসের প্রখ্যাত হাফিয ছিলেন। তিনি হিজরী ১৪৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

৬০. আবদুল মালিক ইবনে জরীহ। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি হিজরী ১৫০ সনে মারা যান।

৬১. আবূ হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত। তিনি হযরত আনাস (রা)-কে দেখেছেন। তিনি প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন। সুধীগণ তার মাসানীদ সংগ্রহ করেছেন। তিনি হিজরী ১৫০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৬২. মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক। তিনি মাগাযীর একজন ইমাম। তিনি ছিলেন সীরাত গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি হিজরী ১৫৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে আউন। তিনি মদীনার একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হিজরী ১৫১ সনে মারা যান।

৬৪. মাসয়ার ইবনে কুদাম আবূ সালমাহ আল কুফী। তিনি হিজরী ১৫৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

৬৫. সাঈদ ইবনে আবী উরুবাহ। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি হিজরী ১৫৬ সনে মারা যান।

৬৬. আওযায়ী ইবনে উমার আবদুর রহমান। শাম (সিরিয়া) দেশের ইমাম ছিলেন। তিনি জামে' আওযায়ী গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি হিজরী ১৫৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

৬৭. যুফার ইবনে বদীল। তাঁর উপাধি ছিলো সাহিবুল হাদীস। তিনি হিজরী ১৫৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

৬৮. ইবনে আবী যিব মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান। বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি হিজরী ১৫৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

৬৯. শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ। হাদীসে আমীরুল মু'মিনীন। জেরাহ ও তা'দীলের ইমাম ছিলেন। তিনিই চরিত অভিধানের প্রথম মূলনীতি নির্ধারণকারী ব্যক্তি। তিনি হিজরী ১৬০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৭০. রাবীই ইবনে সাবীহ। বসরায় তিনি সর্বপ্রথম হাদীস সংগ্রহ করেন। তিনি হিজরী ১৬০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৭১. সুফিয়ান সওরী। হাফিযে হাদীসের সরদার। হাদীসের আমীরুল মু'মিনীন। জামে' সওরীর লেখক। বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি হিজরী ১৬১ সনে ইন্তিকাল করেন।

৭২. আমর ইবনে মুররাহ। তিনি কুফার হাফিযদের অন্যতম। তিনি হিজরী ১৬১ সনে ইন্তিকাল করেন।

৭৩. আবূ যুরআহ উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল করীম। তিনি হাদীসের হাফিয ছিলেন। তাঁর লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিলো। তিনি হিজরী ১৬৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

৭৪. হাম্মাদ ইবনে সালমাহ। জামে' হাম্মাদসহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি হিজরী ১৬৭ সনে মারা যান।

৭৫. আবূ মাশার বখী সিনদী। তিনি মাগাযী সম্বন্ধীয় কিতাব লিখেছেন। তাঁর জানাযার নামাযে খলীফা হারুনুর রশীদ নিজেই ইমামতি করেন। তিনি হিজরী ১৭০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৭৬. লাইস ইবনে সা'দ। তিনি মিসরের ইমাম ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হিজরী ১৭৫ সনে তিনি মারা যান।

৭৭. মালিক ইবনে আনাস। তিনি হাদীসের আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন। তিনি মদীনার ইমাম, সাহেবে মাযহাবে মাতবূ' ছিলেন। তাঁর হাদীস সংকলনের নাম মুয়াত্তা। তিনি হিজরী ৯৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

৭৮. বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল মাযান্নী বিল মাযান্নী। তিনি উঁচুস্তরের হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি হিজরী ১৮০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৭৯. ইবনে আবীদ্দুনয়া আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি কিতাবু যাম্মুল মালাহীসহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি হিজরী ১৮০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৮০. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। তিনিও হাদীসের আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন। তিনি হাদীসের সন্ধানে আট হাজার দিরহাম ব্যয় করেন। তিনি কিতাবুয যুহ্দ সহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি হিজরী ১১৮ সনে জন্মগ্রহণ ও ১৮১ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৮১. আবূ ইউসুফ ইয়াকুব। তিনি আবূ হানিফা (র)-এর সঙ্গী ছিলেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ছিলেন। প্রধান বিচারক ছিলেন। তিনি কিতাবুল খারাজের লেখক। তিনি হিজরী ১৮২ সনে ইন্তিকাল করেন।

৮২. মূসা কাযিম ইবনে জাফর আসসাদিক। তিনি মুসনাদ লিখেছেন। তিনি হিজরী ১২৮ সনে জন্মগ্রহণ এবং ২৩৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৮৩. জরীর ইবনে আবদুল হামীদ। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তিনি হিজরী ১৮৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৮৪. আবূ ইসহাক ফারাযী। তিনি জেরাহ ও তা'দীলের ইমাম। তিনি হিজরী ১৮৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৮৫. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান। তিনি ইমাম আবূ হানিফার অন্যতম সঙ্গী। তিনি ফিকাহ ও হাদীসের বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ১৩৫ সনে জন্মগ্রহণ এবং ১৮৯ সনে মৃত্যুবরণ করেন। ইলমুল খেলাফ অর্থাৎ ফিকাহর অধ্যায়গুলোতে অনুকূল ও প্রতিকূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে এর বিচার বিশ্লেষণ করা তাঁরই আবিষ্কার। কিতাবুল হজ্জ তাঁর এই ধরনের প্রথম কিতাব। কিতাবুল আসারও তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব। (মাওলানা আবদুল বারী ফেরেঙ্গী মহল্লী এর টীকা লিখেছেন। এর উর্দু অনুবাদ পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)

৮৬. মুহাম্মাদ ইবনে জাফর গুনদার। তিনিও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হিজরী ১৯৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

৮৭. ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম। হাদীসের ওপর তিনি সত্তরখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হিজরী ১১৯ সনে জন্মগ্রহণ ও ১৯৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

৮৮. মুহাম্মাদ ইবনে ফুযায়েল ইবনে গাযওয়ান আবূ আবদুর রহমান। তিনি কিতাবুয্ যুহ্দ, কিতাবুদ্দুয়া প্রভৃতির লেখক। তিনি হিজরী ১৯৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব। তিনিও বহু গ্রন্থের প্রণেতা। মুয়াত্তা, জামে' কবীর, কিতাবুল মাগাযী প্রভৃতির রচয়িতা তিনি। তিনি হিজরী ১৯৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

৯০. ওকী ইবনুল জাররাহ। তিনি একজন ইমামুল হাদীস। তিনিও বহু কিতাব লিখেছেন। তিনি হিজরী ১২৯ সনে জন্মগ্রহণ এবং ১৯৭ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৯১. ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদুল কাত্তান। তিনিও ইমামুল হাদীস ছিলেন। চরিত অভিধান এবং জেরাহ ও তা'দীলের ওপর সর্বপ্রথম কিতাব লিখেছেন। তিনি হিজরী ১২০ সনে জন্মগ্রহণ এবং ১৯৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

৯২. আবদুর রহমান ইবনুল মাহদী। তিনি জেরাহ ও তা'দীলের ইমাম ছিলেন। তিনি হিজরী ১৯৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৯৩. উসমান ইবনে উয়াইনাহ। তিনি হিজাযের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হিজরী ১০৭ সনে জন্মগ্রহণ ও ১৯৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৯৪. হাশীম ইবনে বশীর। তিনি বহু কিতাব লিখেন। তিনি হিজরী ১০৪ সনে জন্মগ্রহণ ও ১৯৯ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৯৫. ইউনুস ইবনে বুকাইর। তিনি ইবনে ইসহাকের মাগাযীর টীকা লিখেন। তিনি হিজরী ১৯৯ সনে মারা যান।

৯৬. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদ্রিস শাফিঈ। তিনি হিজাযবাসীদের ইমাম ছিলেন। ইমাম আবূ হানিফার অনুসারীদের পর মুসলিম জগতে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বেশি। তাঁর দু'টি কিতাব অতি প্রসিদ্ধ। (ক) কিতাবুল উম্ম, এটি ফিকাহ-হাদীসের একটি উত্তম গ্রন্থ। এতে দলীল প্রমাণাদির ব্যাখ্যা ও বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (খ) ইখতিলাফিল হাদীস, এতে বিভিন্ন ধরনের হাদীসের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি হিজরী ১৫০ সনে জন্মগ্রহণ ও ২০৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

৯৭. আবূ দাউদ মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান তায়ালিসী। তিনি এক হজার শায়খ থেকে হাদীস লিখেছেন। তিনিও একজন মুসনাদ প্রণেতা। তিনি হিজরী ২০৪ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

৯৮. রূহ ইবনে উবাদাহ। তিনি দশ হাজার হাদীসের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন। তিনি হিজরী ২০৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

৯৯. ওয়াকিদী আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে উমর। তিনি বাগদাদের কাযী ছিলেন। আল মাগাযী, কিতাবুরাদ্দাহ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি হিজরী ২০৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

১০০. আবদুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম। তিনিও বেশ কিছু কিতাব লিখেন। তিনি হিজরী ২১১ সনে ইন্তিকাল করেন।

১০১. আসাদ ইবনে মূসা মারওয়ানী। তিনিও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি হিজরী ২১২ সনে ইন্তিকাল করেন।

১০২. ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবূ হানিফা। তিনি রিকার কাযী ছিলেন। তিনি অন্যতম হাদীস সংগ্রহকারী। তিনি হিজরী ২১২ সনে ইন্তিকাল করেন।

১০৩. মক্কী ইবনে ইবরাহীম। তিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ ছিলেন। বুখারী শরীফে বেশির ভাগ সুলসিয়াত তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত। তিনি হিজরী ২২৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

১০৪. আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনুস সাববাহ আল বাযযার। তিনি একজন বিশিষ্ট হাদীসবিদ। তিনি হিজরী ২২৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

১০৫. আবুল ওয়ালাদ আরযাকী। তিনি মক্কার ইতিহাস প্রণেতা। তিনি হিজরী ২২৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

১০৬. নায়ীম ইবনে হাম্মাদ খাযায়ী। তিনিও একজন গ্রন্থকার। তিনি হিজরী ২২৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

১০৭. মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ বাসারী। তিনিও ছিলেন একজন গ্রন্থকার। তিনি হিজরী ২২৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

১০৮. মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ ওয়াকিদী। তিনি তাবাকাতুল কবীরের প্রণেতা। তিনি হিজরী ২৩০ সনে ইন্তিকাল করেন।

১০৯. ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন। তিনিও ইমাম বুখারীর উস্তাদ ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট থেকে বার লাখ হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি জেরাহ ও তা'দীলের ইমাম ছিলেন। হিজরী ২৩৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

১১০. আলী ইবনুল মাদীনী। তিনি হাদীসের ইমাম ছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর সংকলিত সহীহুল বুখারী সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাঁকে দেখিয়েছিলেন। তিনি হিজরী ২৩৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

১১১. আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী শাইবা। তিনিও ছিলেন একজন গ্রন্থকার। তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ছিলেন। তিনি হিজরী ২৩৫ সনে মারা যান।

১১২. সাঈদ ইবনে মানসূর। তিনি সুনানের রচয়িতা। তিনি হিজরী ২৩৫ সনে মারা যান।

১১৩. ইসহাক ইবনে রাহভিয়া। তিনিও একজন গ্রন্থকার। তিনি হিজরী ২৩৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

১১৪. সাহ্নুন আবদুস সালাম ইবনে সায়ীদুত্তানূখী। তিনি মাদূনার লিখক। তিনি হিজরী ২৪০ সনে মারা যান।

১১৫. আবদু ইবনে হামীদ। তাফসীর ও মুসনাদে কবীর প্রণেতা। তিনি হিজরী ২৪৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

১১৬. বুবেন্দার আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে বিশার বাসারী। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ২৫২ সনে ইন্তিকাল করেন।

১১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান। মুসনাদ ও তাফসীর লেখক। তিনি হিজরী ২৫৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

১১৮. আহমাদ ইবনে হাম্বল। ফিকাহবিদ ও হাদীসবিদগণের ইমাম। আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত চার ইমামের অন্যতম। দীনের হিফাযতের জন্য অনেক যাতনা সহ্য করেছেন। কুরআন নশ্বর কি অবিনশ্বর এই বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে তিনি চাবুকের আঘাত খেয়েছেন, জেল খেটেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে মুসনাদ। তিনি হিজরী ১৬৪ সনে জন্মগ্রহণ এবং ২৪১ সনে ইন্তিকাল করেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)

ইমাম মালিক (র) একলক্ষ হাদীস বাছাই করে প্রথমে দশ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। এরপর আবারো বাছাই করে সংখ্যা কমাতে লাগলেন। শেষাবধি বর্তমান আকারের ভলিউম পর্যন্ত পৌঁছলেন। এরপর তিনি সংকলনটি মদীনার সত্তরজন ফকীহ্‌র সামনে পেশ করেন। তাঁরা সকলেই এই সংকলনের সাথে একমত হন। তখন তিনি বললেন, 'তাঁরা সবাই সেটা সমর্থন করেছেন। তাই আমি এর নাম রাখলাম আল মুয়াত্তা।'

মুয়াত্তাতে নবী করীম (সা)-এর হাদীসসমূহ ছাড়া সাহাবায়ে কিরামের উক্তিসমূহ ও মদীনায় অবস্থানকারী তাবেঈগণের অভিমতও স্থান পেয়েছে। এই সংকলনে হাদীসের সংখ্যা ১৭২০। এগুলোর মধ্যে ৬০০টি মুসনাদ মরফু, ২২২টি মুরসাল মরফু, ৬১৩টি মওকুফ এবং ২৮৫টি মকতু হাদীস রয়েছে।

ইমাম মালিক থেকে ১০০০ জন আলিম মুয়াত্তা শ্রবণ করেছেন। তাদের মধ্যে মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, সূফী, আমীর-উমরা ও খলীফাগণ ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম শাফীঈ ইমাম মালিকের মুয়াত্তা অধ্যয়ন করেছেন।

মুয়াত্তার সর্বোচ্চ সনদ সুনইয়্যাত যেগুলোর মাধ্যম সর্বমোট দু'জন। মুয়াত্তার মোট ষোলটি নোসখা বা কপি প্রচলিত আছে। সেগুলোর মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে আল লাইসীর রেওয়ায়েত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

মুয়াত্তা হিজরী দ্বিতীয় শতকের অন্যতম সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন। মুসলিম উম্মাহ এটিকে মূল্যবান জ্ঞান করে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুয়াত্তাকে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। ইমাম শাফিঈ মন্তব্য করেন, "আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদের পর মুয়াত্তা ইমাম মালিক সর্বাধিক বিশুদ্ধ।" মুয়াত্তার মুসনাদ হাদীসগুলো সহীহাঈন অর্থাৎ সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে মওজুদ রয়েছে। ইবনে আবদিল বার এর সকল মুরসাল ও মুনকাতা হাদীস পর্যালোচনা করেছেন এবং সবগুলোর মুত্তাসাল সনদ লিখেছেন।

মুয়াত্তার অনেক ভাষ্য (ব্যাখ্যা পুস্তক) রয়েছে। সবচে পুরাতন ব্যাখ্যাগ্রন্থ হলো ইবনে হাবীব মালিকীর (ওফাত হিজরী ২২৯ সন) ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তাছাড়া রয়েছে ইবনে আবদিল বার-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আত্‌তাগাওর এবং যুরকানীর (হিজরী ১১২২ সনে ওফাত) লিখিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ, আবূ বকর ইবনুল আরাবীর ব্যাখ্যা, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মুসাওয়া ও মুসাফফা এবং মোল্লা আলী কারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ-এর ওপর মাওলানা আবদুল হাই আত্তালিকুল মুমাজ্জাদ শীর্ষক টীকা লিখেছেন। মুয়াত্তাকে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত করেন ইমাম খাত্তাবী, আবদুল ওয়ালীদ বাজী প্রমুখ। বারতী শরহে গরীব শিখেছেন। মুয়াত্তার রাবীদের সম্পর্কে কাযী আবদুল্লাহ এবং ইমাম সয়ূতীর পৃথক পৃথক গ্রন্থ রয়েছে। মৌলভী ওয়াহীদুয্‌যামান মুয়াত্তার উর্দু শরাহ লিখেছেন।

মুসনাদে আহমাদ

এই মুসনাদে ৭০০ বর্ণনাকারীর রেওয়ায়েত রয়েছে। এগুলো থেকে একাধিকবার উল্লেখ বাদ দেয়ার পর আরো ৩০০০ হাদীস আর সেগুলোসহ ৪০,০০০ হাদীস, ইবনে খালদূনের মতে ৫০,০০০ হাদীস এতে রয়েছে। সাধারণভাবে এটা বলা চলে যে, এতে সব মরফূ হাদীস রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সাড়ে সাত লাখ হাদীস থেকে এগুলো বাছাই করেছেন। এটি মুসনাদ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ বলেন, "তাঁর সংগৃহীত হাদীসগুলো দুর্বল নয়। কেননা এই হাদীসগুলো পরবর্তী ইমামগণ কর্তৃক স্বীকৃত সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ।" কানযূল উম্মাল গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ রয়েছে যে, এই মুসনাদের সব ধরনের হাদীস মকবুল।

মুসনাদের কয়েকটি মাত্র হাদীস সম্পর্কে ইবনে জুযীসহ কয়েকজন আলোচক সমালোচনা করেছেন। ইবনে হাজার 'আল কাউলুল মুসাদ্দাম' ও ইমাম সয়ূতী "আয যায়লুল মুমাহীহ" গ্রন্থে এর জবাব দিয়েছেন। কিন্তু ইনসাফের কথা হলো, এতে কিছু দুর্বল হাদীসও রয়েছে। তাও ইমাম আহমাদের পুত্র আবদুল্লাহ্‌র পরিবর্ধনের কারণে এমনটি হয়েছে। মুসনাদের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ নিজের বিশেষ রেওয়ায়েত সমূহও এতে যোগ করেছেন। বর্তমানে মিসরের কোন কোন আলিম মুসনাদকে 'বাব' হিসেবে বিন্যস্ত করেছেন।

তৃতীয় যুগ

এই যুগ হিজরী তৃতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে শুরু হয়ে হিজরী পঞ্চম শতকে

শেষ হয়। তৃতীয় শতকের শেষভাগে হাদীস সংকলন এবং কিতাবাদি প্রণয়নের কাজ পূর্ণতা লাভ করে। চতুর্থ শতকের প্রথম থেকেই হাদীসসমূহের বাছাই, বিন্যাস এবং এগুলো সহজ পদ্ধতিতে পরিবেশনের দিকে হাদীস বিশারদগণ মনোযোগ দেন।

হাদীস সংকলনের ব্যাপারে শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসগুলো (সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের উক্তিসমূহ থেকে আলাদা করে) একত্রিত করার দিকে তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণ মনোনিবেশ করেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর 'মুসনাদ' দ্বারা এই যুগের সূচনা হয়।

এই যুগের পূর্বে গ্রন্থকারগণ সাধারণত বিশুদ্ধ ও দুর্বল প্রত্যেক প্রকারের হাদীসগুলোকে সনদ সহকারে সংকলন করতেন। এই যুগেও বহু গ্রন্থকার উক্ত নিয়ম অবলম্বন করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের একটি দল শুধু বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো সংকলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা শুধু বিশুদ্ধ ও মকবুল হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এই যুগে হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ের দিকে মুহাদ্দিসগণ বিশেষ মনোযোগ দেন এবং বিভিন্ন ধরনের বিপুল সংখ্যক হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁরা বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীসগুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। চরিত অভিধানের (আসমাউর রিজাল) প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিরূপণের নিয়মাবলী স্থির করেন। ফলে হাদীসসমূহ যাচাইয়ের কাজ ব্যাপকতা লাভ করে। এই সময় উসূলে হাদীস (হাদীস শাস্ত্রের বুনিয়াদী নিয়মাবলী) এবং হাদীস শাস্ত্রে বিভিন্ন পরিভাষার কিতাব প্রণীত হয়।

সংকলনের যুগ থেকে তৃতীয় যুগের শেষ কিংবা এরপর পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্রের যত কিতাব লিখা হয়, সাধারণত সেগুলো প্রকারভেদে নিম্নরূপ ঃ

১. **জামে'** ঃ এমন গ্রন্থ যার মধ্যে সিয়ার, তাফসীর, আকাঈদ, ফিতান, আহকাম, রকাক, মানাকিব ও আদাব—এই আট ধরনের শিরোনামে হাদীসসমূহ বিন্যস্ত হয়। প্রথম জামে' হচ্ছে জামে' ইমাম সওরী। বিশুদ্ধ হাদীস সম্বলিত জামে' লিখেছেন ইমাম বুখারী (র)। সহীহ ও হাসান ইত্যাদি ধরনের হাদীস সম্বলিত জামে' লিখেছেন ইমাম তিরমিযী (র)।

২. **মুসনাদ** ঃ এমন গ্রন্থ যাতে সাহাবায়ে কিরামের ক্রমানুসারে হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। (বর্ণ অনুসারে কিংবা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করা ইত্যাদি ক্রমানুসারে)। প্রথম 'মুসনাদ' প্রণয়ন করেন ইমাম কাযিম (র)। অতঃপর ইমাম বায়হাকী (র) ও তায়ালিসী (র) মুসনাদ লিখেন। ইমাম আহমাদ (র) লিখেন পূর্ণাংগ মুসনাদ। রবী ইবনে সবীহ, নাঈম ইবনে হাম্মাদ, হুসাইম ইবনে আবী আসিম, ইবনে

আবী উমর, ইবনে রাহওয়াইহ, আবূ ইসহাক, আসকারী, আবূ মুহাম্মাদ কাশী, আওযায়ী, বাযযার, আবূ ইয়ালা, ফিরদাউস দায়লামী প্রমুখ মুসনাদ লিখেছেন।

৩. মু'জাম ঃ এমন গ্রন্থ যাতে উস্তাদগণের ক্রমানুসারে তাদের রেওয়ায়েতকৃত হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে। এর উদ্ভাবক হলেন ইবনে কানি'। তিনি হিজরী ৩৫১ সনে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম তাবরানী বর্ণের ক্রম অনুযায়ী মু'জাম বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর তিনটি মু'জাম গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ মু'জামে কবীর, মু'জামে আওসাত ও মুজামে সগীর।

৪. সুনান বা মুসান্নাফ ঃ এমন গ্রন্থ যাতে আহকামের (শরীয়তের বিধিবিধান) হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে। সম্ভবত এর সুচনা হয় সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর প্রণয়নের মাধ্যমে। অতঃপর আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ আবদুর রাযযাক, দারেমী, তাহাভী, ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে জুরাইজ, মূসা ইবনে তারিক, দারুকুতনী, বায়হাকী প্রমুখ সুনান বা মুসান্নাফ লিখেন।

৫. রাসায়েল ঃ এমন গ্রন্থ যাতে নির্দিষ্ট প্রকার বা অধ্যায়ের হাদীসসমূহ একত্রিত করা হয়। হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা)-এর রিসালাহ ফারায়িয দ্বারা এর সূচনা হয়। রাসায়েলের নাম বিভিন্ন বিষয়ের কারণে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যথা—

(ক) ইলমুত তাওহীদ। এতে আকাঈদের হাদীসসমূহ রয়েছে। যেমন, ইবনে খুযাইমাহ প্রণীত কিতাবুত্ তাওহীদ, ইমাম বায়হাকী প্রণীত কিতাবুল আসমা ও ছিফাত ইত্যাদি।

(খ) ইলমুস্ সুনান। এতে আহকামের হাদীসসমূহ রয়েছে।

(গ) ইলমুল আদইয়াহ। এতে মাসুরা দু'আগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে। যেমন; আ'মালুল ইয়াউম ওয়াল লাইল যা ইবনুস সুন্নী লিপিবদ্ধ করেছেন। অনুরূপ গ্রন্থ জাযারীর আল হিসনুল হাসীন এবং আন্ নববীর কিতাবুল আযকার।

(ঘ) ইলমুস সুলুক ওয়ায্যুহদ। এতে রকাকের হাদীসসমূহ রয়েছে। যেমন ইবনুল মুবারকের কিতাবুয্ যুহদ ইত্যাদি।

(ঙ) ইলমুল আদাব। এতে আদাবের হাদীসসমূহ রয়েছে। যেমন ইমাম বুখারী প্রণীত আদাবুল মুফরাদ।

(চ) ইলমুত তাফসীর। এতে তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসসমূহ রয়েছে। যেমন, তাফসীরে সাঈদ ইবনে যুবাইর, ইবনে মারদুইয়াহর আত্তাফসীর, তাফসীরে ইবনে মাজাহ ইত্যাদি।

(ছ) ইলমুত্ তাওয়ারীখ ওয়া বাদইল খাল্ক। এতে রয়েছে আসমান ও যমীনের

অস্তিত্ব, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, অন্যান্য নবীর সৃষ্টি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ। যেমন, তারীখে ইমাম তাবারী ইত্যাদি।

(জ) ইলমুস সিয়ার ওয়াল মাগাযী। এতে রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন সংক্রান্ত হাদীসসমূহ। যেমন, সীরাতে ইমাম যুহরী, সীরাতে মূসা ইবনে উকবাহ্, সীরাতে ইবনে ইসহাক, মাগাযী ওয়াকিদী, সীরাতে ইবনে হিশাম, সীরাতে শামী, সীরাতে হালবী, মাওয়াহিবু লাদুনিয়াহ্, রাওযাতুল আহ্বাব, মাদারিজুন্ নবুওয়ত ইত্যাদি।

(ঝ) ইলমুল মানাকিব। এতে আহ্লে বাইত ও সাহাবায়ে কিরামের মানাকিব বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত হাদীসসমূহ স্থান পেয়েছে। যেমন, রিয়াযুন্নাদিরাহ্, যা খাইরুল উকবাহ্, ইমাম নাসাঈ প্রণীত মানাকিবে আলী (রা) ইত্যাদি।

(৬) **আল আয্যাওয়াল ইফরাদ** ঃ কোন একজন রেওয়ায়েতকারীর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসসমূহ কিংবা একটিমাত্র মাসআলার হাদীসসমূহ একত্র গ্রথিত হলে একে জুয বা ফরদ বলা হয়। সর্বপ্রথম জুয রচনা করেন আবূ বুরদাহ্ তাবিঈ (মৃত্যু হিজরী ৭৫ সন)। অতঃপর জুয লিখেন আবান (র), সুলাইমান (র) প্রমুখ। জুয ও ফরদ বহুসংখ্যক। যেমন, জুয-ই ইবনে রাহ্ওয়াইহ্, জুয-ই ইবনে মুখাল্লাদ, জুয-ই ইবনে নজীদ, জুয-ই কিরায়াত (ইমাম বুখারী), জুয-ই-রফয়ে ইয়াদাঈন (ইমাম বুখারী), জুয-ই-কিরায়াত (ইমাম বায়হাকী) ইত্যাদি।

৭. আরবাঈন ঃ এই ধরনের রিসালাহতে চল্লিশটি হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে। সর্বপ্রথম আরবাঈন তৈরি করেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)। ইমাম নববীর আরবাঈন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইবনে রজব প্রমুখ এর ব্যাখ্যা লিখেছেন।

৮. সহীহ্ ঃ এতে সংকলক শুধু বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করেছেন। যেমন, মুয়াত্তা, সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, ইমাম নাসাঈকৃত আল মুজতাবা, সহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ্ ইবনে হিব্বান, ইবনে জারূদকৃত আল মুনতাকা, সহীহ্ ইবনিল মাকান, সহীহ্ ইসমাঈলী, আহ্কামে আবদুল হক, দুররুল মুখতার ইত্যাদি।

৯. আল মুস্তাদরাক ঃ কোন হাদীসগ্রন্থ প্রণেতার শর্তাবলী নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও যেসব হাদীস বাদ পড়ে সেগুলোকে যে কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তার নাম মুস্তাদরাক। যেমন, হাকিম ইত্যাদি।

১০. আল মুস্তাখরাজ ঃ পূর্ববর্তী কোন হাদীসগ্রন্থকে সামনে রেখে সেই গ্রন্থের হাদীসগুলোর সমর্থনে, সেই সনদ ও মতনকে সামনে রেখে নিজ উস্তাদগণের সনদ, প্রণেতা বা প্রণেতার উস্তাদ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়াকে আল মুস্তাখরাজ বলে। যেমন, আবী

আওয়ানাহ্ প্রণীত মুস্তাখরাজ (ওফাত হিজরী ৩১৬ সন)। এটি সহীহ্ মুসলিম প্রসংগে লিখা হয়েছে।

আবূ নাঈম প্রণীত মুস্তাখরাজ। এটি সহীহুল বুখারী প্রসঙ্গে লিখা হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল মালিকের মুস্তাখরাজ। এটি সুনানু আবী দাউদের ওপর লিখা হয়েছে। আবী আলী প্রণীত মুস্তাখরাজ। এটি জামিউত্ তিরমীযির ওপর লিখা হয়েছে।

হাদীস গ্রন্থ সমূহের ভাগ

এই যুগের শেষ পর্যন্ত যতগুলো হাদীসগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে সেগুলো পাঁচটি ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগ ঃ যেসব গ্রন্থ সহীহ্ হাদীসসমূহের জন্য খাস সেগুলো এ ভাগে রয়েছে। যেমন, মুয়াত্তা, সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম ইত্যাদি সহীহ্ সংকলন।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ যেসব হাদীসগ্রন্থ সাধারণভাবে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্য ও গৃহীত সেগুলো এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, সুনান আন্‌নাসাঈ, সুনানু আবূ দাউদ, সুনানু তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে দারেমী, শরহু মায়ানী আল আসার, তাহাভী ইত্যাদি।

এই কিতাবগুলোর হাদীসসমূহ নির্ভরযোগ্য, কিন্তু সনদের প্রতি লক্ষ্য রাখারও প্রয়োজন আছে। কেননা এগুলোতে দু' একটা দুর্বল হাদীসও রয়েছে। অবশ্য আনুপাতিক হারে এর সংখ্যা খুবই নগণ্য।

তৃতীয় ভাগ ঃ এই ভাগে রয়েছে সেসব কিতাব যাতে সহীহ্, হাসান, সালিহ্, মুনকার ও যয়ীফ––প্রত্যেক প্রকারের গ্রহণীয় ও বর্জনীয় হাদীসসমূহ রয়েছে। যেমন, সুনানু ইবনে মাজাহ, মুসনাদে তায়ালিসী, যিয়াদাতে ইমাম আহমাদ, মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর, মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদে বারার, মুসনাদে জরীর, মুসান্নাফে তাহাভী, তাহযীবুল আসার তাবারী, তাফসীরে ইবনে জরীর, তারীখে ইবনে জরীর, তাফসীরে ইবনে মারদুইয়াহ, মায়াজেম সালাসাহ তাবরানী, সুনান দারু কুতনী, সায়াইবে দারু কুতনী, হুলিয়ায়ে আবী নাঈম, সুনানে বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান ইত্যাদি।

এই ভাগের হাদীসগুলোর হুকুম হলো, হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণ যে হাদীসের ওপর নির্ভর করবেন তা আহকামেও নির্ভরযোগ্য।

চতুর্থ ভাগ ঃ এইভাগে রয়েছে এমনসব গ্রন্থ যেগুলোর মধ্যে সাধারণভাবে দুর্বল হাদীস রয়েছে। এসব গ্রন্থের নাম শুনলেই হাদীসের দুর্বলতার দিকে মন ধাবিত হয়। যেমন, নাওয়াদিরুল উসূল, হাকিমে তিরমিযী, মুসনাদুল ফিরদাউস, কিতাবুয দোয়াফা

উকাইলী, কামিল ইবনে আদী, তারিখে খতীব ইত্যাদি। এই ভাগের কিতাবগুলোর হাদীসসমূহের ওপর আহকামের (বিধি বিধানের) পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভর করা যাবে না। কিন্তু আল্লাহ্ যা চান তাই হয়। অবশ্যই ফাযায়েল ও ইতিহাসে মওযু ব্যতীত অন্য যে কোন হাদীসের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে।

পঞ্চম ভাগ ঃ এই ভাগে রয়েছে সেসব কিতাব যেগুলো মওযু (বানোয়াট) হাদীসসমূহের বর্ণনায় লিখিত। যেমন, মওযুয়াতে ইবনে জাওযী, আল লায়ালী আলমাসনূয়াহ ফী আহাদীসিল মওযুয়াহ ইত্যাদি।

হাদীস সংকলনের যুগ থেকে শুরু করে এই যুগ (তৃতীয় যুগ) পর্যন্ত অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে। সেগুলো থেকে প্রচলিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা কাশফূয যুনূন এবং ইত্তেহাফুন নুবালাতে মওজুদ রয়েছে। সেসব কিতাব থেকে যে ছয়টি কিতাব জনপ্রিয়তা লাভ করে সেগুলো আজো পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মুসলিম উম্মাহ সেগুলোকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছে। জ্ঞানীগণ এগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা এগুলোর ব্যাখ্যা লিখেছেন। এগুলোর বর্ণনাকারীদের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই কিতাবগুলো হলো ঃ ১. সহীহুল বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. সুনানু নাসাঈ, ৪. সুনানু আবী দাউদ, ৫. সুনানু তিরমিযী, ৬. সুনানু ইবনে মাজাহ। এই ছয়টি হাদীস সংকলনকে 'সিহাহ সিত্তা' বলা হয়। প্রথমোক্ত দু'টোকে বলা হয় সাহীহাইন। শেষোক্ত চারটিকে বলা হয় সুনান।

আমার উস্তাদ মাওলানা মুশতাক আহমদ (র) সেসব গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে সনদীর মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি বিশুদ্ধতা সহকারে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতে চায় সে যেন সহীহুল বুখারী পাঠ করে, যে ব্যক্তি সুন্দর বাচনভংগীর বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহ চায় সে যেন সহীহ মুসলিম পাঠ করে। যে ব্যক্তি অধিক আহকাম চায় সে যেন সুনানু আবী দাউদ পাঠ করে। যে ব্যক্তি আধুনিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হতে চায় সে যেন তিরমিযী পাঠ করে। যে ব্যক্তি সুন্দর বর্ণনাভঙ্গী সহকারে জোরালো মাহাত্ম্য ও নিখুঁত আহকাম চায় সে যেন নাসাঈ শরীফ পড়ে। যে ব্যক্তি অধিক মতন সম্বলিত কিতাব চায় সে যেন ইবনে মাজাহ পড়ে। আর যদি কেউ গ্রন্থ প্রণেতার মাহাত্ম্য ও ইমামত দেখতে চায় সে যেন ইমাম মালিকের মুয়াত্তা চর্চা করে। যদি কেউ এমন কোন ব্যাপক কিতাব চায় যা ইসলাম প্রসারের যুগে সংকলিত হয়েছে এবং যা প্রণেতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে তবে সে যেন মুসনাদে ইমাম আহমাদ চর্চা করে।"

এই ছয়টি কিতাবের মধ্যে সহীহাইনের (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) গুরুত্ব সবচে' বেশি। পূর্ব ও পশ্চিমে সকল যুগেই এই সংকলন দু'টির খ্যাতি ও

মাকবুলিয়াত উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার কাছে সমভাবে স্বীকৃত। অধিকাংশ হাদীস বিশারদের মতে, এই দু'টি হাদীস গ্রন্থের সমস্ত হাদীসই সহীহ্ ও গৃহীত। এগুলো থেকে ইলমে নযরী অর্জিত হয়। বরং হাফিয ইবনে হাজার (র), শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র) এবং ইবনুস সালাহ সেগুলো থেকে ইলমে কাতয়ী (অকাট্য জ্ঞান) অর্জিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সহীহাইনের পর সুনানে নাসাঈর মর্যাদা। এর নাম হাদীস বিশারদদের ভাষায় মুজতাবা বা মুজতানা। ইমাম নাসাঈর দাবি হলো, 'সুগরা কিতাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে সবই সহীহ্'।

সুনানে নাসাঈর পর সুনানু আবী দাউদের স্থান। ইমাম আবূ দাউদ নিজ সুনান সম্পর্কে লিখেছেন যে, এর হাদীসগুলো দলীল হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে।

সুনানু আবী দাউদের পর জামিউত তিরমিযীর মর্যাদা। এই কিতাবে যয়ীফ, কলবী ও মসলূব-এর রেওয়াতেসমূহ রয়েছে যদিও সেগুলো দুর্বল হাদীসমূহের দুর্বলতা বর্ণনা করে।

এর পরে স্থান হচ্ছে ইলমে মাজাহর। কেননা, এতে আনুপাতিক হারে দুর্বল হাদীস বেশি আছে।

ইমাম বুখারী (র) নিজে মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি কারো তাকলীদ করেন নি। ইমাম মুসলিম 'হিত্তাহ' এবং 'আলইয়ানিউলজনীতে' শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখিত হয়েছেন। ইমাম তিরমিযী শাফিঈ মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম নাসাঈ ও ইমাম আবূ দাউদ হাম্বলী মাযহাবের লোক ছিলেন। ইমাম ইবনে মাজাহ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

এবার 'সিহাহ সিত্তা'-র প্রণেতাগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাদের গ্রন্থাবলীর ওপর আলোচনা পেশ করবো।

ইমাম বুখারী (র)

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। কুনিয়াত (উপনাম) আবূ আবদুল্লাহ্। আমীরুল মু'মিনীন ফীল হাদীস, নাসিরুল আহাদীস আন-নববীয়াহ (নবী করীমের হাদীসমূহের সাহায্যকারী) এবং নাশিরুল মাওয়ারীসিল মুহাম্মাদীয়া (নবী মুহাম্মাদের উত্তরাধিকারগুলোর প্রসারকারী) তাঁর উপাধি। বুখারা তাঁর জন্মভূমি। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ বংশীয় ছিলেন। বারদিযবাহ পারসিক বংশজাত জনৈক অগ্নিপূজকের পুত্র ছিলেন। মুগীরাহ বুখারার শাসনকর্তা ইয়ামান জা'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাঈল ইমাম মালিক (র)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি হাম্মাদ ইবনে যায়িদ এবং ইবনুল মুবারক থেকেও হাদীস শিক্ষা করেছেন।

হিজরী ১৯৪ সনের ১৩ই শাওয়াল জুম'আর দিন ইমাম বুখারী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। মাতা তাঁকে লালন পালন করেন। দশ বছর বয়স থেকেই তাঁর মাঝে হাদীস হিফয করার আগ্রহ দেখা যায়। তিনি ষোল বছর বয়সে ওয়াকী এবং ইবনুল মুবারকের কিতাব মুখস্থ করে ফেলেন। তিনি মায়ের সাথে হজ্জে যান এবং হিজাযে ইলম অর্জন করেন। সেখানে ছয় বছর অবস্থান করার পর দেশে ফিরে আসেন। তিনি হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য কুফা, বসরা, বাগদাদ, মিসর ও সিরিয়া সফর করেন। তিনি এক হাজার আশিজন যুগবরেণ্য মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর প্রখ্যাত শিক্ষকগণ হচ্ছেন ঃ ১. নামী ইবনে ইবরাহীম, ২. আবদুল্লাহ্ ইবনে মূসা, ৩. ঈসা ইবনে আসিম, ৪. আলী ইবনিল মাদীনী, ৫. ইসহাক ইবনে রাহুইয়াহ, ৬. আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ৭. ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, ৮. আবূ বকর ইবনে আবী শাইবাহ, ৯. উসমান ইবনে আবী শাইবাহ এবং ১০. হুমাইদী।

ইমাম বুখারী থেকে প্রায় এক লাখ লোক হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েকজন হচ্ছেন ঃ ১. ইমাম মুসলিম, ২. ইবনে খুযাইমাহ, ৩. ইমাম তিরমিযী ও ৪. ফারায়রী।

ইমাম বুখারী প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। আল কুরআন ও সুন্নাহর নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন, অনন্য ধীশক্তি, উন্নত মানসিকতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ইজতিহাদের ক্ষমতা এবং দীনের পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ তখন কেউ ছিলো না। পার্থিব লালসা থেকে মুক্ত জীবন, হাদীসশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য, চরিত অভিধান ও ইতিহাসের জ্ঞানের অধিকারের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন। পাঁচ লাখেরও বেশি সংখ্যক হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল।

ইমাম বুখারী পৈত্রিক উত্তরাধিকার হিসেবে যথেষ্ট সম্পত্তি পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই দানশীল। মুজাহিদ সুলভ প্রেরণা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন।

শেষ বয়সে তিনি বহু দুঃখ-কষ্টের শিকার হন। আল কুরআনের উচ্চারণ কাদিম না হাদেস (চিরন্তন বা অচিরন্তন) এই মাসআলা নিয়ে ইমাম যুহরীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। অতঃপর বুখারার শাসনকর্তার সাথে তাঁর মতানৈক্য দেখা দেয়। বুখারার শাসনকর্তা তাঁকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেন। ইমাম বুখারী সমরকন্দের দিকে চলে যান।

হিজরী ২৫৬ সনে ঈদুল ফিতরের রাতে মাগরিব ও ইশার সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে ইমাম বুখারী ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ১৩ দিন কম ৬২ বছর

হয়েছিল। সমরকন্দ থেকে তিন মাইল দূরে খরতঙ্গ নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত বর্ষিত হোক।

ইমাম বুখারী কোন সন্তান রেখে যান নি। 'আল ফাওয়াইদু রাবী ফী তারজুমাতিল বুখারী' নামক জীবনীগ্রন্থের বিবরণ মতে তিনি বিবাহও করেন নি।

ইমাম বুখারীর রচিত গ্রন্থ অনেক। সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ হলো তাঁর 'সহীহ' যার পূর্ণ নাম "আল জামিউস সহীহ আল মুসনাদ মিন হাদীসিন নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহী।"

সহীহুল বুখারী

একবার ইমাম বুখারী তাঁর উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহর শিক্ষামজলিসে উপস্থিত ছিলেন। উস্তাদ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদের কেউ কি সহীহ হাদীসসমূহ সংকলন করে দেবে।" এ কথাটি ইমাম বুখারীর অন্তরে দাগ কাটে। কিছুদিন পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাশরীফ এনেছেন আর তিনি বাতাস করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে মাছি তাড়াচ্ছেন। ব্যাখ্যাকারীগণ এই স্বপ্নের তাবীরে বললেন, "তুমি নবী (সা)-এর সহীহ হাদীসসমূহ থেকে মিথ্যা ও বানোয়াটগুলো দূরীভূত করে দেবে।"

ইমাম বুখারী সহীহ হাদীস সংকলনের কাজে লেগে গেলেন। ছয় লাখ হাদীসের পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে ষোল বছর পরিশ্রম করে এই সংকলন সমাপ্ত করেন। যে যে স্থানে বসে তিনি সংকলনের কাজ করেন সেগুলো হচ্ছে কা'বা শরীফ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যস্থল এবং মসজিদে নববীর মিম্বর ও রাসূলুল্লাহ্‌র কবরের মধ্যবর্তী স্থান। প্রতিটি হাদীস লিখার জন্য তিনি গোসল করতেন, দু'রাকাত নফল নামায পড়তেন, ইস্তেখারা করতেন এবং পুংখানুপুংখরূপে যাচাই বাছাই করে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। গ্রন্থটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তিনি তা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল, ইবনে মুঈন এবং ইবনুল মাদীনীর সামনে পেশ করলেন। তাঁরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এর সমস্ত হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার ওপর ঐকমত্য ঘোষণা করেন। অবশ্য মাত্র চারটি হাদীস কিছুটা বিতর্কিত ছিল। ইবনে হাজার বলেন যে, সেগুলোও (অর্থাৎ চারটি বিতর্কিত হাদীস) বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ইমাম বুখারীর পক্ষে ছিল।

'সনদ' সহকারে হাদীস (মুসনাদ) সমূহ সংকলন করার পর তাঁর খেয়াল হলো যে, ফিকাহর বিষয়াদি ও আহকামের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সংযোজন করলে ভালো হবে। তাই তিনি অধ্যায় ও অধ্যায়ের শিরোনামসমূহ বিন্যস্ত করলেন। এতেও তিনি নিজেই নিজের উদাহরণ হয়ে থাকলেন। তিনি অধ্যায়ের শিরোনাম অনুসারে কোন কোন হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করেন এবং অনেক স্থানে হাদীসকে বিভিন্ন সনদ ও মতন

সহকারে কয়েকবারই উল্লেখ করেন যাতে অধিকসংখ্যক মাসায়েল অনুধাবন করা যায়। হাদীসের মতনগুলো থেকে যে মর্মার্থ তাঁর বুঝে আসতো তা তিনি বিভিন্ন অধ্যায়ে লিখেছেন এবং অধ্যায়সমূহের শিরোনাম লিখার ব্যাপারে মুসনাদ হাদীসসমূহ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন, চাই শিরোনামের সাথে এগুলোর সামঞ্জস্য যথাযথ হোক কিংবা আংশিক হোক অথবা কোন বৈশিষ্ট্যগত অর্থের দিক দিয়ে হোক কিংবা অন্য কোন পন্থায় হোক। অধ্যায়সমূহের শিরোনামে স্থান বিশেষে তিনি আল কুরআনের আয়াতও উদ্ধৃত করেছেন। আর আলোচ্য মাসআলার সমর্থনে মুয়াল্লাকাতও (সনদ উল্লেখ করা ছাড়া উল্লিখিত হাদীসমূহ) লিখেছেন ইলমে কালাম (আকাঈদ)-এর মাসায়েল এবং উসূল শাস্ত্রের বিষয়াদির ওপরও আলোচনা করেছেন। মোটকথা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের সাথে সাথে তাঁর কিতাবখানা সামগ্রিক ইলমের ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে।

ইমাম বুখারীর পূর্বে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ প্রণীত গ্রন্থের বুনিয়াদ বিষয়বস্তুর নিরিখে ফিকাহ সংক্রান্ত 'বাব' বা অনুচ্ছেদসমূহের ওপর স্থাপন করতেন কিংবা ইবাদতসমূহ কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা ক্রীতদাস কিংবা চিকিৎসা কিংবা আকাঈদ অথবা এগুলোর মধ্য থেকে কিছু কিছু কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করতেন। সহীহুল বুখারীই প্রথম গ্রন্থ যা বিশুদ্ধ হাদীস লিপিবদ্ধ করা অপরিহার্য করে নেয়া এবং শর্তাবলীর ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সমস্ত ইসলামী বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ। ওহীর সূচনা থেকে শুরু করে আকাঈদ, ইবাদত, মুয়ামালাত, সিয়ার (জীবনী), যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাফসীর, ফাযায়েল, চিকিৎসা, আদাব, ক্রীতদাস প্রভৃতি ৫৪টি বিষয় এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিধানাবলীসহ দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট বিষয়াদি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। সহীহুল বুখারীর ভাষা অতীব উন্নতমানের। প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ আল্লামা রাদী শীয়ী (মৃত্যু হিজরী ৬৮৬ সন) বলেন, 'আরবী শিখতে হলে প্রথমে কুরআনুল হাকীম, অতঃপর সহীহুল বুখারী, অতঃপর হেদায়া পড়া চাই।'

সহীহ বুখারীর সর্বোচ্চ সনদ হলো "সুলালিয়াত" অর্থাৎ যেগুলোতে শুধু তিনজন বর্ণনাকারী বা মাধ্যম থাকেন। আর সর্বনিম্ন সনদ 'তিসইয়াহ' অর্থাৎ যেগুলোতে নয়জন বর্ণনাকারী বা মাধ্যম থাকেন। ইমাম বুখারী বাইশটি স্থানে 'বা'দুন্নাস' (কোন কোন ব্যক্তি)-এর খণ্ডন করেছেন। এই ধরনের স্থানসমূহের প্রতিটি স্থানেই ব্যক্তিবিশেষ উদ্দেশ্য নয়, বরং বিভিন্ন লোকই উদ্দেশ্য।

সহীহুল বুখারীর ব্যাপকতর অধ্যায়বিশেষের সংখ্যা ৯৮ এবং 'বাব' বা অনুচ্ছেদ-এর সংখ্যা ৩৪৫০। বারবার উল্লিখিত হাদীসসমূহ সহ সমস্ত মুসনাদ হাদীসের সংখ্যা হাফিয ইবনে হাজার (র)-এর গণনা মুতাবিক ৭৩৯৭। আর একাধিকবার উল্লিখিত হাদীসসমূহ বাদে এর সংখ্যা ২৪৬০। মুয়াল্লাকাত (সনদবিহীন উল্লিখিত) হাদীসের

সংখ্যা ১৩৪১ যেগুলোর মধ্যে মাত্র ১৬০টি ব্যতীত অন্যগুলো সহীহর অন্যান্য স্থানে মুসনাদ আকারে রয়েছে। ১৬০টি হাদীসও হাফিয ইবনে হাজার অন্যান্য কিতাব থেকে মুসনাদ আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। মুতাবায়াত-এর সংখ্যা ৩৮৪। ইমাম বুখারী (র) থেকে সহীহুল বুখারী ৯০ হাজার লোক শুনেছেন। কিন্তু যাঁদের রেওয়ায়েত বহুল প্রচলিত তাঁরা মাত্র তিনজন। যথা ঃ ১. হাফিয আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফারায়রী (মৃত্যু হিজরী ৩২০ সন), ২. হাফিয ইবরাহীম ইবনে মুয়াককাল (মৃত্যু হিজরী ২৯৪ সন) ও হাফিয হাম্মাদ ইবনে শাকির (মৃত্যু হিজরী ২৯০ সন)। প্রথমোক্ত মহান ব্যক্তি থেকে সহীহ রেওয়ায়েত অধিক প্রচার লাভ করেছে।

সহীহুল বুখারীর শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ ষাটেরও বেশি। হাফিয ইবনে হাজার (মৃত্যু হিজরী ৮৫৫ সন) রচিত ফাতহুল বারী, আইনী (মৃত্যু হিজরী ৮৫৫ সন) রচিত উমদাতুল কারী এবং কুসতুলানী (মৃত্যু হিজরী ৯২২ সন) রচিত ইরশাদুস সারী অধিক প্রসিদ্ধ। সহীহুল বুখারী ফারসী ও উর্দু ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। আসমাউর রিজাল-এর ওপর গ্রন্থাবলী লিখা হয়েছে। সেগুলো যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

কুরআন হাকীমের পর সহীহুল বুখারী ব্যতীত আর কোন গ্রন্থের ওপর এতো বিপুল সংখ্যক বই লেখা হয়নি।

সহীহুল বুখারীর ওপর মাওলানা আহমদ আলীর টিকা অত্যন্ত চমৎকার ও মূল্যবান। সংক্ষিপ্ত হলেও আল্লামা হিন্দির টীকা উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয়।

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে আল কুরআনের পর বিশুদ্ধতম কিতাব হচ্ছে সহীহুল বুখারী। এর ওপর হাশিয়া (পার্শ্ব টীকা ও পাদটীকা) লিখা হয়েছে। ইমাম বুখারী যাঁদের কাছ থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম ভাগ ঃ এই ভাগে রয়েছেন তাবেঈন থেকে বর্ণনাকারী উস্তাদগণ। যেমন, হুমাইদী (র)। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী তাবেঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ এই ভাগে রয়েছেন এমন ব্যক্তি যাঁরা তাবেঈ যুগের লোক বটে, কিন্তু তাবেঈগণ থেকে রেওয়ায়েত করেন নি। যেমন আদম ইবনে উনাস প্রমুখ।

তৃতীয় ভাগ ঃ এইভাগে রয়েছেন এমন ব্যক্তি যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাবে' তাবেঈন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা তাবেঈগণের সাক্ষাত পান নি। যেমন, সুলাইমান ইবনে জরব প্রমুখ।

চতুর্থ ভাগ ঃ এইভাগে রয়েছেন এমন ব্যক্তিবর্গ যাঁরা ইমাম বুখারীর সমসাময়িক বা বয়সে কিছু বড়। যেমন, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া প্রমুখ।

পঞ্চম ভাগ ঃ এইভাগে রয়েছেন এমন মুহাদ্দিসগণ যাঁরা ইমাম বুখারীর ছাত্র বা ছাত্রতুল্য। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে হাম্মাদ প্রমুখ। ইমাম বুখারী বলেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি জ্ঞানী হবেন না যতক্ষণ না তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করবেন সেই ব্যক্তি থেকে যিনি তাঁর বড়, সমকক্ষ বা তাঁর চেয়ে কম মর্যাদাবান।" আরেক বক্তব্যে ইমাম বুখারী বলেন, "কোন মুহাদ্দিস কামিল হতে পারেন না যদি না তিনি তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ, তাঁর সমতুল্য বা তাঁর চেয়ে কম মর্যাদাবান ব্যক্তি থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।"

ইমাম মুসলিম (র)

তাঁর নাম মুসলিম। উপনাম আবুল হাসান। উপাধি ছিলো আসাকিরুদ্দীন। মুসলিম ইবনে হাজ্জায ইবনে দারদ ইবনে কুশাদ আল কুশাইরী হাওয়াযিন গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান নিশাপুর। হিজরী ২০৪ সনে যেদিন ইমাম শাফিঈর ইন্তিকাল হয় ঐ দিনই ইমাম মুসলিম জন্মগ্রহণ করেন।

আঠারো বছর বয়সেই তিনি হাদীস শোনা শুরু করেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি হিজায, সিরিয়া ও মিসর সফর করেন। তাঁর উস্তাদদের প্রখ্যাত কয়েকজন হচ্ছেন—ইমাম আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে রাহ্য়িয়াহ কা'বিনা, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া, সাঈদ ইবনে মানসূর, যেহ্লী এবং ইমাম বুখারী। আবূ হাতেম, রাযী, তিরমিযী, ইবনে খুযাইমা এবং আবূ আওয়ানা তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইমাম মুসলিম হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন এবং হাদীস চর্চার জন্য আলোচনা মজলিসের ব্যবস্থা করতেন।

ইমাম মুসলিম উঁচু শ্রেণীর হাকিমে হাদীসের অন্যতম ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে বিশার বিন্দার বলেন, হাদীসের হাফিয চারজন ঃ বুখারী, মুসলিম, দারেমী ও আবূ যুরআ।

ইমাম মুসলিমের নৈতিক মান অতি উঁচু পর্যায়ের ছিলো। জীবনে তিনি কারো গীবত করেন নি। কাউকে গালি দেননি। কাউকে প্রহার করেন নি।

তিনি সারাজীবন হাদীসের খিদমত করে গেছেন। হিজরী ২৫৯ সনের ২৫ রজব রোববার সন্ধ্যায় ৫৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে তাঁর জন্মস্থান নিশাপুরে সমাহিত করা হয়।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম মুসলিমের সবচে' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ মুসলিম।

সহীহ মুসলিম

ইমাম মুসলিম তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই বাছাই করে ১৫ বছর পরিশ্রম

করে সহীহ হাদীসের এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। আবূ যুরআ রাযী থেকেও সংগ্রহ সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। আবূ আলী নিশাপুরী হাদীসের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সহীহ মুসলিমকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সনদের বিশুদ্ধতার সাথে বর্ণনা নৈপুণ্য ও সুশৃংখল উপস্থাপনার দৃষ্টিতে এই কিতাব নজীরবিহীন। তিনি খবর ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করেন। আর মুজমাল, মুশকিল, মানসুখ, মু'য়ানয়ান ও মুবহাম হাদীসকে সনদ সহকারে বয়ান করেন। অতঃপর সেই সাথে মুবীন, নাসিখ, মুসার্রাহ, মুয়ীন ও মানসুব হাদীসের উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক হাদীসের বাক্য নিজ মূল সনদের সাথে লিখেছেন। সনদের মতপার্থক্যের সাথে শব্দ ও বাক্যের মতপার্থক্যও তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের একই মহল নির্ধারণ করেছেন যদ্দরুন পঠন সহজ হয়েছে। আর তালাশের জটিলতাও দূর হয়েছে।

ইমাম মুসলিম সহীহ গ্রন্থের প্রথমে একটি ভূমিকাও লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে কিতাব প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছাড়া রেওয়ায়েত সম্পর্কে অনেক মূল্যবান বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি ভূমিকায় রাবী বা বর্ণনাকারীদের তিনটি শ্রেণী নির্ধারিত করেছেন। যথা ঃ ১. মারায়াহুল হুফফাযুল মুত্তাকীনুন, ২. মারায়াহুল মাসতুরুন ওয়াল মুতাওয়াসসিতুন, ৩. মারায়াহুয্ যুয়াফাউ। তিনি নিজ সহীহ সংকলনে প্রথম শ্রেণীর হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীসগুলো আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর হাদীসগুলো বাদ রেখেছেন। হাযিমী একেই মুসলিমের শর্ত বলে নির্ধারণ করেছেন। সহীহ মুসলিমে সুলাসিয়াত নেই। তবে রুবাইয়াত আশিরও বেশি রয়েছে। বারবার উল্লিখিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১৭৫১টি। পুনরুল্লেখ বাদে ৪০০০ হাদীস রয়েছে। সহীহ মুসলিমের তালীকাত দু'টি। প্রকাশ্যে যদিও চৌদ্দটি দেখা যায় কিন্তু বারটি হাদীস অন্যস্থানে বিদ্যমান।

তারাজুমে আবওয়াব বা অধ্যায়ের শিরোনাম ইমাম মুসলিম নিজে স্থাপন করেন নি। অন্যরা পাদটিকা হিসেবে এর প্রবর্তন করেছেন।

মুতাদাওল কিতাবাদির মধ্যে ইমাম নববীর স্থিরকৃত শিরোনাম বা তারাজুম রয়েছে।

সহীহ মুসলিমের দু'জন রাবী আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ নিশাপুরী ও আবূ মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনে আলী কালানসীর মধ্যে প্রথম জনের রেওয়ায়েত সর্বত্র প্রচলিত।

সহীহ মুসলিমের একাধিক শরাহ (ব্যাখ্যা) রয়েছে। তন্মধ্যে ইমাম নববী, উবাই ও সনূসীর শরাহ মুতাদাওল। মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীর শরাহ ফাতহুল মুলহিমও প্রসিদ্ধ কিতাব। ইস্তাম্বুলের আলিমগণ এর পাদটিকা লিখেছেন। সহীহুল

৪—

বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ওপর যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। এগুলোর ফার্সী ও উর্দু অনুবাদও বের হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমের শর্তাবলী

সহীহাঈনের মধ্যে শুধু সহীহ হাদীস সীমাবদ্ধ নয়। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম নিজ নিজ সহীহ্র মধ্যে সহীহ হাদীসসমূহের সঠিকতার দাবিদার নন। অবশ্য এই দু'জনের সহীহাঈনে যত হাদীস আছে সেগুলো নিশ্চিতভাবে সহীহ এবং সহীহ হাদীসসমূহ থেকেই সংকলিত। কিন্তু এদের কেউ সহীহ হাদীসের মাপকাঠি কি তা উল্লেখ করেন নি। তবে তাঁদের হাদীসের ওপর চিন্তা-ভাবনার পর মুহাদ্দিসগণ এর শর্তাবলী নির্ধারণ করেছেন। ইমাম আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে তাহির আল মুকাদ্দেসী (মৃত্যু ৫০৭ হিজরী সন) শরুতু আইম্মায়িস্ সিত্তাতে লিখেছেন, "প্রকাশ থাকে যে, বুখারী ও মুসলিমের মুত্তাফিক বর্ণনার শর্ত হলো ঃ কোন প্রসিদ্ধ সাহাবী থেকে নির্ভরযোগ্যতা ও প্রামাণ্যতার মতভেদ ব্যতীত উক্ত হাদীস বর্ণিত হবে এবং এর ইসনাদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন থাকবে—কোন রকমের ছেদ পড়বে না। কোন সাহাবী থেকে যদি দুই বা তার অধিক সংখ্যক সাহাবী বর্ণনা করেন তবে তা হবে ভাল। উক্ত হাদীসের যদি একাধিক রাবী না থাকেন এবং উক্ত রাবী পর্যন্ত যদি বর্ণনাসূত্র (সনদ) সহীহ হয়, তাহলে উভয়েই তা গ্রহণ করেন। অবশ্য ইমাম বুখারী তাঁর সন্দেহের জন্য যেসব রাবীর হাদীস ত্যাগ করেছেন ইমাম মুসলিম এমন সব রাবীর হাদীস সমূহও তাদের সন্দেহ দূর করার পর গ্রহণ করেছেন।"

হাফেজ আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন মূসা আল হাযিমী (মৃত্যু ৫৮৪ হিঃ) পঞ্চ ইমামের শর্ত সমূহে লিখেছেন ঃ পরে প্রকাশিত হয়েছে যে, বুখারীর উদ্দেশ্য ছিল সংক্ষিপ্তকরণ। তিনি বর্ণনাকারী এবং হাদীস কোনটিতেই পূর্ণতার ইচ্ছা করেন নি। যদিও তিনি সহীহ হাদীস বর্ণনা করা শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। কেননা তিনি বলেছেন, আমি এই গ্রন্থে সহীহ ছাড়া কোন হাদীস গ্রহণ করবো না। তিনি অন্যসব বিষয়ের অবতারণা করেন নি। যে হাদীসের সনদ ছেদ ও মিশ্রণ ইত্যাদি দুর্বলতা থেকে নিরাপদ হবে, তা' দুই অবস্থা থেকে খালি নয়--তা' হয়তো সহীহ নামে অভিহিত হবে অথবা তাকে সহীহ নামে অভিহিত করা হবে না। যদি সহীহ নামে অভিহিত হয় তবে তা' বুখারীর শর্ত মুতাবিকই হলো। এই অবস্থায় সংখ্যার কোন গুরুত্ব নেই। আর সহীহ নামে অভিহিত না করলে সংখ্যার কোন প্রভাব নেই। কেননা সন্দেহের সাথে সন্দেহের মিলনে নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করে না এবং বিজ্ঞদের কারও এ ধরনের বক্তব্যও নেই।

মুহাদ্দিসগণ এই নিয়ম নির্ধারিত করেছেন (অবশ্য ফকীহ্গণ এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন) যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যেসব হাদীসের ওপর একমত সেগুলো অন্যান্য হাদীসের ওপর অগ্রগণ্য। এরপর স্থান ইমাম বুখারীর অন্যান্য হাদীসের। পরবর্তী স্থানে রয়েছে ইমাম মুসলিমের অন্যান্য হাদীস।

এরপর ঐ হাদীসগুলোর স্থান যেগুলো উভয়ের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তারপর শুধু বুখারীর শর্ত অনুযায়ী সহীহগুলোর স্থান। তারপর শুধু মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহগুলোর স্থান। এরপর ঐগুলোর স্থান যেগুলো অন্যান্য ইমামের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

কোন হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ হওয়া সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। ১. হাদীসের সনদ এমন বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের সাথে যুক্ত হবে যাদের হাদীসগুলো সনদ সহকারে সহীহাঈনে বিদ্যমান। এসব হাদীস সম্পর্কে বলা হয় সহীহুন রিজালুহু রিজালুশ্ শাইখাইন অথবা সহীহুন আলা শারতিশ্ শাইখাইন।

২. হাদীসের সনদের বর্ণনাকারী ঐসব গুণে গুণান্বিত হবে যেসব গুণে গুণান্বিত বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারীগণ যদি উভয়ে এদের থেকে হাদীস গ্রহণ নাও করে থাকেন। অর্থাৎ এদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না। সনদ কর্তিত হবে না। শায, নাফ্রাত (কম প্রচলিত) ইত্যাদি ত্রুটিমুক্ত থাকে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী 'মুকাদ্দামা'য় লিখেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঃ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারীগণের যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন, সেইসব গুণের অধিকারী হওয়া। যেমন স্মরণশক্তি, ন্যায়-নিষ্ঠা, প্রয়োজনীয় সংখ্যার কম না হওয়া, অস্বীকৃত ও বাহুল্য না হওয়া। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বয়ং বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী হওয়া শর্ত।"

সহীহাঈনের মধ্যে তুলনা

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে সহীহুল বুখারীর পরেই সহীহ মুসলিমের স্থান। কিন্তু কুরতুবী দু'টিকে সমমানের মনে করেন। আর আবূ আলী নিশাপুরী মুসলিমকে বুখারীর ওপর প্রাধান্য দেয়ার পক্ষপাতী।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা, বর্ণনাশৈলী, সুন্দর উপস্থাপনা এবং রেওয়ায়েতের শব্দবিন্যাসের দৃষ্টিতে (ইমাম) মুসলিমের সহীহটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। অবশ্য শুধু বিশুদ্ধতার দৃষ্টিতে, হাদীসের শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে এবং সতর্কতা-বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে বুখারীর প্রাধান্যই স্বীকৃত।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের হাদীস বর্ণনার পাঁচটি শ্রেণী বা স্তর রয়েছে। যথা, ১. কাসীরুয্ যবত ওয়াল ইতকান ওয়া কাসীরুল মুলাযামাহ, ২. কাসীরুয্ যবত ওয়াল

ইতকান ওয়া কালীলুল মুলাযামাহ্, ৩. কালীলুয্ যবত ওয়াল ইতকান ওয়া কাসীরুল মুলাযামাহ, ৪. কাশীলুয্ যবত ওয়াল ইতকান ওয়া কালীলুল মুলাযামাহ এবং ৫. কালীলুয্ যবত ওয়াল ইতকান ওয়া কালীলুল মুলাযামাহ—অন্যান্য জটিল জেরাহ সহকারে।

এই ব্যাপারে বলা যায়, যুহ্রীর ছাত্রদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন ইউনুস' ইবনে ইয়াযিদ আয্ যেহলী ও মালিক ইবনে আনাস। দ্বিতীয় সারিতে রয়েছেন আওযায়ী ও লাইস ইবনে সাঈদ। তৃতীয় সারিতে রয়েছেন জাফর ইবনে মারওয়ান ও ইসহাক আল কালাবী। চতুর্থ সারিতে রয়েছেন রাবীয়া ইবনে সালিহ ও মুসান্না ইবনুস সাবাহ। আর পঞ্চম সারিতে রয়েছেন আবদুল কুদ্দুস ইবনে হাবীব ও মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ মসলুব।

ঠিক এভাবে নাফি', আ'মাশ প্রমুখের রেওয়ায়েতেরও পাঁচটি শ্রেণী রয়েছে।

১. ইমাম বুখারী প্রথম শ্রেণীকে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে সংকলন করেছেন। আর তৃতীয়টি গ্রহণ করেন নি। ইমাম মুসলিম প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী গ্রহণ করেছেন। তৃতীয়টি থেকে সংকলন করেছেন।

২. ইমাম বুখারী মুয়ানয়ানের মধ্যে সাক্ষাৎকারকে শর্ত সাব্যস্ত করছেন। ইমাম মুসলিম সমকালকে যথেষ্ট মনে করেন।

৩. সহীহুল বুখারীর মুতাফার্রিদ রাবী ৪৮৩ জন। আর মুতাকাল্লিম ফীহ রেওয়ায়েত ৮০টি। আর সহীহ মুসলিমের মুতাফার্রিদ রাবী ৬২৫ জন। আর মুতাকাল্লিম ফীহ রেওয়ায়েত ১৬০টি।

৪. সহীহাঈনের ২১০টি হাদীস আলিমগণ সমালোচনা করেছেন। যার মধ্যে ৭৮টি সহীহুল বুখারীর খাস, ১১০টি সহীহ মুসলিমের খাস এবং ৩২টি উভয়ের।

৫. সহীহুল বুখারীর মুতাকাল্লিম ফীহ রেওয়ায়েত বেশির ভাগ বুখারীর শায়খ ও প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের যাঁদের জীবনী সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। সহীহ মুসলিমের মুতাকাল্লিম ফীহ রেওয়ায়েত বেশির ভাগ উচ্চস্তরের বুযুর্গদের।

মোটকথা সাক্ষ্য দেয় এইসব বিষয় ইমাম বুখারী হাদীস সংগ্রহে কত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এটি দেখে বলতে হয়, আল্লাহ্র কিতাবের পর সহীহ বুখারীর স্থান। এরপরই রয়েছে সহীহ মুসলিমের স্থান। অবশ্য আল্লাহ্ সবচে' ভালো জানেন।

সহীহাঈনের হাদীসের ওপর কোন কোন আলিম সমালোচনাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে দারু কুতনীর রিসালা আল-ইসতিদরাক ও ওয়াত্তা তাবুব অত্যধিক প্রসিদ্ধ। আবূ মাসউদ দামেশকীও সমালোচনাগ্রন্থ লিখেছেন। আবূ আলী গাসসানী তাঁর তানকিদুল মুহমাল ফী জুয্য়িল ইলালে উভয়ের হাদীসগুলো

পর্যালোচনা করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীর ভূমিকায় সকলের জওয়াব প্রদান করেছেন।

ইমাম নাসাঈ

তাঁর নাম আহমাদ, উপনাম আবূ আবদুর রহমান। আহমাদ ইবনে আলী ইবনে শু'আইব বংশ। খোরাসান এলাকার নাসায় হিজরী ২১৫ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পনর বছর বয়সে কুতাইবা ইবনে সাঈদ বলখীর নিকট হাদীস শিক্ষার জন্য যান। তারপর ইসহাক ইবনে রাহুইয়া, আলী ইবনে খুশরাম, আবূ দাউদ প্রমুখ উচ্চশ্রেণীর মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম নাসাঈ ইমাম আহমাদের সংগেও সাক্ষাত করেন। হাদীস শিক্ষার জন্য স্বদেশ ছাড়াও হিজায, ইরাক, মিসর, সিরিয়া ও আলজিরিয়া সফর করেন। অবশেষে তিনি মিসরেই বসতি স্থাপন করেন এবং হাদীসের ইমাম, হাফিয ও হুজ্জাতের মর্যাদা লাভ করেন। আলী ইবনে উমাইরের ভাষায় মিসরে সেই সময় ফিকাহ ও হাদীসের সবচে' বেশি অভিজ্ঞ সহীহ ও সকীম হাদীসসমূহের আলেম ছিলেন। রেওয়ায়েতের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। আবুল বাশার দুওয়ালাবী, ইবনুস সুন্নী, আবূ জাফর তাহাভী প্রমুখ তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। শেষ জীবনে ইমাম নাসাঈ হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দামেশকে পৌঁছে তিনি লক্ষ্য করেন যে বনু উমাইয়া সরকারের প্রভাবে ও খারেজীদের কারণে বহু লোক হযরত আলী (রা) সম্পর্কে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত। তিনি হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসা সম্বলিত হাদীস সংকলন করেন এবং দামেশকের জামে মসজিদে তা পড়ে শুনান। কিছুসংখ্যক লোক তাঁকে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রশংসাসূচক হাদীস পড়ার জন্য বলে। তিনি জানালেন যে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রশংসাসূচক হাদীস তাঁর জানা নেই। তবে একটি মরফু' রেওয়ায়েত আছে, 'আল্লাহ্ যেন তার পেটকে আসুদা না করেন'। এই কথা শুনার সংগে সংগেই কতিপয় লোক তাঁকে আক্রমণ করে বসে। এতে ইমাম নাসাঈ গুরুতর আহত হন। তাঁর সাথীরা তাঁকে নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছার পর হিজরী ৩০৩ সনের সফর অথবা শাবান মাসের ১৩ তারিখ সোমবার তিনি ৮৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম নাসাঈ (র) একাধিক কিতাব লিখেছেন। তন্মধ্যে 'সুনান'ই বেশি প্রসিদ্ধ।

সুনানে নাসাঈ

ইমাম নাসাঈ 'কিতাবুস্ সুনান আল কুবরা' নামক হাদীসের একখানা বড়

কিতাব প্রণয়ন করেন। এর শর্ত ছিলো যে এখন থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি হাদীস লিপিবদ্ধ করবেন যা পরিত্যাগ করার ইজমা ও ইত্তেফাক হয়নি। রামলার আমীর যখন এই কিতাব পেলেন তিনি ইমাম নাসাঈকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কিতাবের সব হাদীস কি সহীহ?' তিনি উত্তরে বললেন, 'সহীহ, হাসান ও এর নিকটবর্তী সব ধরনের হাদীসই এর মধ্যে রয়েছে।' আমীর অনুরোধ করলেন, 'এই কিতাবের শুধু সহীহ হাদীসগুলো একত্রিত করে দিন।' ইমাম নাসাঈ তখন কিতাবুস্ সুনান আল কুবরা থেকে কিতাবুস্ সুনান আস্ সুগরা সংকলন করেন। আর এর নাম রাখেন মুজতানা (নির্বাচিত) অথবা মুজতাবা (পছন্দনীয়)। এই গ্রন্থ থেকে অন্যান্য হাদীস বাদ দিয়ে কেবল সহীহগুলোই রাখেন।

আহমাদ রামলী বলেন যে ইমাম নাসাঈ বলেছেন, 'সংকলনের সময় প্রত্যেক হাদীস নির্বাচনকালে আমি ইস্তিখারা করতাম। সন্দেহের উদ্রেক হলেই তা পরিত্যাগ করতাম।'

মুজতাবায় তিন ধরনের হাদীস স্থান পেয়েছে। প্রথমত ঐসব হাদীস যেগুলো সহীহাঈনে রয়েছে। দ্বিতীয়ত ঐসব হাদীস যেগুলো উভয়ের শর্ত পূরণ করেছে। তৃতীয়ত ঐসব হাদীস যেগুলো নাসাঈর শর্ত পূরণ করেছে। মুজতানার মধ্যে কিছু সংখ্যক হাদীস মালুল ও মুনকাতা দৃষ্ট হয়। কোন কোন হাদীসের ত্রুটি উক্ত কিতাবেই বর্ণিত রয়েছে। আমার মনে হয় মুজতানার রাবী ইবনুস সুন্নী তা বৃদ্ধি করেছেন। কেননা তিনি সংকলনে শরীক ছিলেন। দেখুন সালাতুল খাওফ ও আন্নাদহু মিনাত তাহারাতে মিন ইবনিস্ সুন্নী যা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

ইমাম নাসাঈর কিতাব মুজতানা বাচনভংগির দৃষ্টিতে সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। অধ্যায় নিরূপণ এবং মাসআলা নির্বাচনে এটি সহীহুল বুখারীর অনুরূপ। এটি বুখারী ও মুসলিমের পদ্ধতি একত্রকারী।

এর সাথে ইল্লাতের ফায়দা আলাদা রয়েছে। উপরোক্ত অবস্থানুযায়ী সহীহাঈন ছাড়া অন্যান্য হাদীসের কিতাবের সাথে তুলনা করলে অনেক কম দুর্বল হাদীস ও বিতর্কিত বর্ণনাকারী মুজতানায় পাওয়া যাবে।

মুজতানায় ৫১টি অধ্যায় ও ১৭৪৪টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। হাদীস রয়েছে ৪৪৮২টি। ইমাম নাসাঈ থেকে মুজতানা রেওয়ায়েতকারীর সংখ্যা একাধিক। তবে ইবনুস্ সুন্নীর রেওয়ায়েত প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত।

সিরাজুদ্দীন ইবনে মুলকান মুজতানার শরাহ লিখেছেন। সিন্দি ও সয়ূতী মুজতাবার পাদটিকা লিখেছেন। এর উর্দু তরজমাও প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র)

ইমাম আবূ দাউদের নাম সুলাইমান। উপনাম আবূ দাউদ। বংশ পরম্পরা ঃ সুলাইমান ইবনে আশয়াস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর ইবনে ইমরান। কান্দাহারের নিকটবর্তী সিস্তান তাঁর জন্মস্থান। হিজরী ২০২ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

হাদীস শিক্ষার্থে তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ইরাক, খোরাসান, শাম, হিজায, মিসর ও জযীরার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইমাম বুখারীর সমসাময়িক ছিলেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে মুয়ীন, উসমান ইবনে আবী শাইবাহ, কুতাইবাহ, কাবেনী, তায়ালিসী প্রমুখ তাঁর উস্তাদ ছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ তাঁর উস্তাদগণ থেকে পাচ লাখ হাদীস শিখেছেন। তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ ইবনে খিলাল প্রমুখ আবূ দাউদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ লু'লুয়ীসহ ইবনুল আরাবী ও ইবনে ওয়াসা তাঁর প্রখ্যাত ছাত্র।

ইমাম আবূ দাউদ উঁচু পর্যায়ের হাদীসের হাফিয, ইলাল বিশারদ ও ফকীহ ছিলেন। ইবাদাত, সালাহ ও তাকওয়ায় সুসমন্বিত ছিলেন। তিনি একাধিকবার বাগদাদ আসেন এবং বসরায় বসতি স্থাপন করেন। হিজরী ২৭৫ সনের ১৫ই শাওয়াল জুম'আর দিন তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবূ দাউদের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুনান ও মারাসীল বেশি প্রসিদ্ধ।

সুনানু আবী দাউদ

সুনান অর্থাৎ ধারাবাহিক ফিকহী আহকামের কিতাব হচ্ছে সুনানু আবী দাউদ। পাঁচ লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে তিনি এই সংকলন তৈরি করেন। এর মধ্যে সহীহ, হাসান, লাইয়েন ও আমল উপযোগী হাদীসগুলো তিনি সংকলিত করেছেন। তিনি শর্ত করেছিলেন যে, যেসব হাদীস পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত তিনি সেগুলো লিপিবদ্ধ করবেন না। কিন্তু যেগুলো পরিত্যাগের ব্যাপারে তাঁরা একমত নন এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যে কেউ তা আমলকারী হলে তিনি সেগুলো লিপিবদ্ধ করবেন। সুতরাং রাফয়ে ইয়াদাইন, আদমে রাফয়ে ইয়াদাইন, আমীন বিল জিহর ও আমীন বিস্ সির, কিরায়াত খালফাল ইমাম ও আদমে কিরায়াত খালাফাল ইমাম—সব ধরনের হাদীস এর মধ্যে রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদের দৃষ্টিতে যে হাদীস মালূল (আপত্তিকর) তিনি তার কারণ বর্ণনা করেছেন। হাদীসের দ্বারা কোন মাস'আলা উদ্ভাবিত হলে তা অধ্যায়ের শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থটি আহকাম সংগ্রহ ও ফিকাহর সংকলনের অনন্য

দাবিদার। আবূ দাউদ যেসব হাদীস সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন সেই হাদীসগুলো মুহাদ্দিসগণের নিকট গৃহীত। শৃংখলা বিধান ও সৌন্দর্য রক্ষার্থে হাদীস যাতে দীর্ঘ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনে তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে হাদীস একত্রিত করেছেন। সংকলনের পর তিনি গ্রন্থটি ইমাম আহমাদের নিকট পেশ করেন। তিনি গ্রন্থখানি পছন্দ করেন। ইমাম গাযালী লিখেছেন, মুজতাহিদদের জন্য তাঁর কিতাবই যথেষ্ট।

এটি খুব জনপ্রিয় সংকলন। সুন্নাতুল জামায়াতের সব ফিরকার আলিম ও ফকীহগণ এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেছেন।

সুনানু আবী দাউদে পাঁচ ধাপের (মাধ্যমের) কম কোন হাদীস নেই। শুধু একটি হাদীসে চার ধাপ রয়েছে। সুনানের অধ্যায় সংখ্যা ৪০। এতে মোট চার হাজার আট শত হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তন্মধ্যে মারাসীলের সংখ্যা ৬০০টি। সুনানু আবী দাউদ চারটি রেওয়ায়েত হিসেবে প্রসিদ্ধ।

১. ইব্নে ওয়াসা আবূ দাউদ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। এটি একটি পরিপূর্ণ রেওয়ায়েত। মাগরিবে এর প্রচলন বেশি।

২. আবী আলী আল লুয়ীর রেওয়ায়েত। এটিই প্রসিদ্ধ সহীহ রেওয়ায়েত। প্রাচ্যে এর প্রচলন বেশি।

৩. আবী সাঈদ ইবনুল 'আরাবীর রেওয়ায়েত। এই রেওয়ায়েতে কিছু ত্রুটি রয়েছে।

৪. আবূ ঈসা ইসহাক আর রমলী ওয়ারিক আবী দাউদের রেওয়ায়েত। এই রেওয়ায়েত ইবনে ওয়াসার সমপর্যায়ের রেওয়ায়েত।

সুনানু আবী দাউদের অনেক শরাহ রয়েছে। তন্মধ্যে খাত্তাবীর মায়ালিমু সীন, শায়খ শামসুল হকের গায়াতুল মাকসূদ, শায়খ আশরাফ আলী আযিমাবাদীর উনুল মা'বুদ, শায়খ খলীল আহমদের বযলুল মাযহুদ খুবই প্রসিদ্ধ। ইমাম মুনযিরী সুনানু আবী দাউদের সার-সংক্ষেপ লিখেছেন। সুনানের ওপর পাদটিকা সম্বলিত কয়েকটি কিতাব লিখেছেন। রিজাল (চরিত অভিধান)ও লেখা হয়েছে। আমি (আমীমুল ইহসান) সুনানের মুকাদ্দমা (ভূমিকা) লিখেছি। তা প্রকাশিতও হয়েছে। সুনানের উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। আবূ দাউদের মারাসীলও আমার (মুফতী আমীমুল ইহসান) ভূমিকাসহ ছাপা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী (র)

ইমাম তিরমিযীর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবূ ঈসা। বংশ পরম্পরা ঃ মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সূরাহ ইবনে মূসা ইবনে যাহ্হাক আস্ সালমী আল বুগী আত্

তিরমিযী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ হাকিম ও ইলমে হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ মরোর অধিবাসী। তাঁর দাদা বলখ এলাকার তিরমিযে এসে বসতি স্থাপন করেন।

ইমাম তিরমিযী হিজরী ২০০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করেন। বসরা, কূফা, ওয়াসিত, রায়, খোরাসান ও হিজাযে তিনি হাদীসের সন্ধানে গমন করেন। ঐসব স্থানের বড় বড় মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ছিলেন কুতাইবা আবূ মুসয়াব, ইসমাঈল ইবনে মূসা এবং ইমাম বুখারী। ইমাম তিরমিযী থেকে বহু লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবূ হামেদ মরোযী, হাইশাম ইবনে কালীবুস্ শাসী, মুহাম্মদ ইবনে মাহবুব আল মরোযী ও হাম্মাদ ইবনে শাকের। ইমাম তিরমিযীর বিশ্বস্ততা, স্মরণশক্তি এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ নিঃসংশয়। তিনি ফকীহ ছিলেন। হিফয্ সম্পর্কে তাঁকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হতো। তিনি পরহেযগার ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ছিলেন।

হিজরী ২৭৯ সনের ১৩ই রজব সোমবার তিরমিয থেকে ছয় ক্রোশ দূরবর্তী বুগ নামক গ্রামে তিনি ইন্তিকাল করেন। বহু গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম তিরমিযীর প্রখ্যাত দু'টি গ্রন্থ হচ্ছে 'শামায়েল' ও 'জামি'উত তিরমিযী'।

'ইমাম বুখারীর জামে' সহীহ পরিচিতির মূলগ্রন্থ। আর তাঁর ছাত্র ইমাম তিরমিযীর জামে' হাসান পরিচিতির মূল উৎস। জামে' তিরমিযী গভীরতা ও বিশুদ্ধতার দৃষ্টিতে বুখারীর পদ্ধতির বাহক। উপস্থাপনা ও শৃংখলার দিক দিয়ে এটি সহীহ মুসলিমের অনুরূপ। আহকামের হাদীস ও ফকীহদের প্রমাণাদির বয়ানের দিক থেকে এটি সুনানু আবী দাউদের অনুরূপ। এই গ্রন্থ উপরোল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। তদুপরি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের তুলনায় অধিকতর উপকারী।

১. অভিনব শৃংখলা, পুনরাবৃত্তিহীনতা ও তরীকের সংক্ষেপণ।

১. ফকীহদের মাযহাব ও প্রমাণাদির উল্লেখ।

৩. সহীহ, হাসান, যয়ীফ, গরীব, ইলাল প্রভৃতি হাদীস পরিবেশন।

৪. রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি প্রভৃতির উল্লেখ।

ইমাম তিরমিযী যখন এই কিতাব লিপিবদ্ধ করে হিজাযের আলিমদের নিকট পেশ করেন, তখন তাঁরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইরাকের আলিমদেরকেও এটি দেখানো হয়। খোরাসানের আলিমগণও এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। শাইখুল ইসলাম হারদী (র) বলেন, "হাদীস শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই কিতাব সহীহাঈন থেকেও বেশি উপকারী।"

ইমাম তিরমিযীর জামে‘ হাসান পরিচিতির জন্য মৌলিক গ্রন্থ। প্রাথমিক কালের আলিমগণ সহীহ্ ও হাসানের মধ্যে পার্থক্য করতেন না। সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী ও ইবনুল মদীনী এই পার্থক্যের কথা বলেন। আর ইমাম তিরমিযী এটিকে পূর্ণত্ব দান করেন।

জামিউত তিরমিযীতে ১৪৬টি অধ্যায় রয়েছে। এতে রয়েছে ৩৮১৪টি হাদীস। পুনঃ উল্লেখিত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি। অনেক অধ্যায়ের পুনরুল্লেখ আছে। একটিতে মাত্র সুলাসী বা তিনজনের সূত্র আছে।

জামে‘র মধ্যে ইমাম তিরমিযীর শর্ত শুধু এই যে, হাদীস এমন হতে হবে যা কোন মুজতাহিদ কর্তৃক ব্যবহৃত যদিও এর সনদ বিতর্কিত। এইজন্য জামিউত্ তিরমিযীর প্রায় সকল হাদীস আমলযোগ্য। জামিউত তিরমিযী সুনানে তিরমিযী নামেও পরিচিত। নাসাঈ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী এই তিনটি সুনানে কোন মওযু হাদীস নেই। কিন্তু ইবনে জওযী সুনানে নাসাঈর একটি, সুনানু আবী দাউদের চারটি এবং জামিউত তিরমিযীর তেইশটি হাদীস মওযু হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। এটা কিন্তু তাঁর ভুল ধারণা। কেননা হাফিয ইবনে হাজার ‘আল কাউলুল হাসান ফিল কিযবে আনিস সুনান’ গ্রন্থে ইবনে জওযীর অভিমতকে ভুল প্রমাণিত করেছেন।

জামিউত তিরমিযীতে যয়ীফ হাদীস আছে। অবশ্য ইমাম তিরমিযী নিজেই এগুলোর দুর্বলতা স্বীকার করেছেন। জামিউত তিরমিযীর মধ্যে কতিপয় শব্দের বিশেষ পরিভাষা রয়েছে। আর এগুলোর রয়েছে বিশেষ নিয়মনীতি। এগুলোর তাফসীল আমার (মুফতী আমীমুল ইহসান) লেখা ‘ইলমুল হাদীসকে মুবাদিয়াত’ নামক পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

জামিউত তিরমিযীতে রাবী বা বর্ণনাকারী ছয়জন ঃ

১. আবূল আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মাহবুব।

২. আবূ সাঈদ ইবনে হাইশাম ইবনে কালীবুস শাসী।

৩. আবূ যার মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম।

৪. আবূ মুহাম্মাদ আলহাসান ইবনে ইবরাহীম আল কাত্তান।

৫. আবূ হামীদ আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ্।

৬. আবূল হাসান আল ওয়াযরী।

এই উপমহাদেশে প্রথম রাবীর রেওয়ায়েতই বেশি প্রচলিত। জামিউত্ তিরমিযীর শরাহ অনেক। তন্মধ্যে ‘আরেদাতুল আহওয়াযী’ (ইবনুল আরাবী কৃত) ও ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ (শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী কৃত) খুবই প্রসিদ্ধ। মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত যুক্ত ‘আল উরফুস শাসী’ও সুন্দর গ্রন্থ।

হাফিয ইবনে হাজার 'আল লুবাবু মা ফিলবাব' লিখেছেন। এতে জামিউত্ তিরমিযীতে উল্লিখিত সাহাবায়ে কিরামের সংক্ষিপ্ত সম্বোধিত হাদীসগুলো নির্বাচিত করা হয়েছে। জামিউত্ তিরমিযী উর্দু ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে মাজাহ (র)

ইমাম ইবনে মাজাহ্র নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্। বংশ পরম্পরা ঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাজাহ আল কাযভীনা। তাঁর জন্মভূমি কাযভীন। হিজরী ২০৯ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি বসরা, কুফা, বাগদাদ, শাম, মিসর, রায়, হিজায সফর করেন। ইবনে মাজাহ হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ও প্রখ্যাত হাফিয ছিলেন। তিনি জাবারাহ ইবনুল মুফলিস, ইবরাহীম ইবনু মুনযির প্রমুখ থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্রখ্যাত হচ্ছেন আবুল হাসান কাত্তান ও ঈসা ইবনে আবহার। হিজরী ২৭৩ সনের ২২শে রমযান তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সুনান যা সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত।

সুনানে ইবনে মাজাহ

সুনানে ইবনে মাজাহ হুকুম-আহকামে জামে' ধরনের একটি গ্রন্থ। এতে অনেক অধ্যায় রয়েছে। এতে রয়েছে বহু সহীহ হাদীস। আবার এতে দুর্বল ও বিতর্কিত হাদীসও আছে। ইমাম যাহাবীর মতে এতে মাত্র ৩০টি দুর্বল হাদীস রয়েছে। তিনি লিখেছেন "অল্প সংখ্যক অবান্তর হাদীস না থাকলে আবূ আবদুল্লাহ্র 'সুনান' একখানা উত্তম গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হতো।" কিন্তু মযীর অভিমত হলো, তিনি স্বতন্ত্রভাবে যে হাদীস সংকলন করেছেন, তা দুর্বল।

ইবনে হাজার এর সমাধান এভাবে করেছেন, 'এই বক্তব্য বর্ণনাকারীর বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে, হাদীসসমূহের বেলায় যথার্থতা মনে করা ঠিক নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর মধ্যে সহীহ ও হাসান হাদীসসমূহ রয়েছে।'

ইমাম মযীর অভিমত এভাবে খণ্ডন করেছেন, 'আমার অনুসন্ধান মতে অভিযোগটি সাধারণভাবে গ্রহণীয় নয়। অবশ্য সামগ্রিকভাবে এতে অনেক মুনকার হাদীসও বিদ্যমান রয়েছে।'

সয়ূতী বলেন, 'ইবনে মাজাহ স্বতন্ত্রভাবে এমন কিছু বর্ণনাকারী থেকেও হাদীস সংকলন করেছেন যারা হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত।'

ইবনে জুযী সুনান ইবনে মাজাহতে সংকলিত ষোলটি হাদীসকে বানোয়াট বলে চিহ্নিত করেছেন। ইবনে হাজার তাঁর এই অভিমত খণ্ডন করেছেন। কিন্তু কাযভীনের ফযীলতের হাদীস সম্মিলিত মতে বানোয়াট। এ কারণে পূর্বেকার আলিমগণ সুনানে

ইবনে মাজাহকে সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে শামিল করেন নি। এ জন্যই ইবনে আসীর জামিউল উসূলে ইবনে মাজাহর পরিবর্তে মুয়াত্তার হাদীসগুলোকে সংকলন করেছেন। কেউ কেউ সুনানে দারেমীকে ষষ্ঠস্থানীয় বলে উল্লেখ করেছেন। সর্বপ্রথম আবুল ফযল ইবনে তাহির মুকাদ্দেমী (মৃত্যু ঃ ৬০০ হিঃ) উসূলে খামসার সাথে শামিল করেছেন। এর ওপর টীকাকারগণ টীকা লিখেছেন। টীকা একত্রিত করেছেন। বুসীরী (মৃত্যুঃ ৮৪০ হিঃ) ইবনে মাজাহর সমস্ত যাওয়াদের (অতিরিক্ত) সনদের সমালোচনা করেছেন।

এই সংকলনে পাঁচটি সালাসিয়াত আছে। সুনানে ইবনে মাজাহ-তে রয়েছে ৩২টি অধ্যায়, ১৫০০টি অনুচ্ছেদ এবং ৪৩৩৮টি হাদীস। সুনানের প্রসিদ্ধ রাবী হচ্ছেন আবূল হাসান কাত্তান। তাঁর রেওয়ায়েতেরই প্রাধ্যান্য বেশি।

আলাউদ্দীন মুগলতাঈ ইবনে মাজাহ্র শরাহ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। সয়ূতী, সিন্ধি এবং শাহ আবদুল গনীও এর টীকা লিখেছেন।

মুহাম্মদ ওয়াহিদুয্যামান কর্তৃক অনূদিত মুয়াত্তা ও সিহাহ সিত্তাহ্র প্রত্যেকটির উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লীর হামিদীয়া প্রেস সিহাহ সিত্তাহ ও মিশকাতের উর্দু তরজমা সম্পাদন করেছে।

তৃতীয় যুগের অন্যান্য মুহাদ্দিস

১. আদ্ দারেমী আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ফযল আস্ সমরকান্দী। তিনি হিজরী ১৮১ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৫৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি অন্যতম সুনান প্রণেতা।

সুনানে দারেমী

ইমাম দারেমীর সুনানকে মুসনাদে দারেমীও বলা হয়। অনেকে সুনানে ইবনে মাজাহ্র পরিবর্তে সুনানে দারেমীকে সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা এতে সুনানে ইবনে মাজাহর তুলনায় দুর্বল হাদীস কম। কিন্তু অনেক মুরসাল ও মুনকাতা হাদীস আছে। সুনানে দারেমী মিসর ও এই উপমহাদেশে মুদ্রিত হয়েছে।

২. আয যাহ্লী মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল হাফিযুল জলীল। তিনি হিজরী ২৫৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইমাম মুসলিম ও ইমাম বুখারীর উস্তাদ ছিলেন।

৩. আবূ মুসলিম আল কাশী। তিনি একজন সুনান প্রণেতা। হিজরী ২৬২ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর সুনানে সুলাসিয়াত বা তিনজন রাবী সম্পন্ন রেওয়ায়েতই বেশি।

৪. ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ ইবনে সিলাত। হিজরী ২৬২ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি 'মুসনাদে কবীর' প্রণেতা।

৫. আল মযনী আবূ ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহ্ইয়া, ইমাম শাফিঈ, নাসিরুল মাজহাব। তিনি হিজরী ১৭৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৭৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

৬. আবূ হাতেম রাযী। তিনি হিজরী ১৯০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৭৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি জিরাহ ও তাদীলের ইমাম। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি দু'হাজার মাইল পথ সফর করেছেন। তিনি বহু গ্রন্থ লিখেছেন।

৭. আল মুকরী আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলী। তিনি হিজরী ২৮১ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইসফাহানের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি 'মুয়াজ্জামে কবীর' নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

৮. হারিস ইবনে উসামা আবূ মুহাম্মাদ। তিনি হিজরী ২৮২ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি একজন মুসনাদ লিখক।

৯. মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ রাজাউস সনদী। তিনি হিজরী ২৮৬ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি সহীহ্র লিখক ও ইমাম আহমাদের ছাত্র ছিলেন।

১০. ইবনে আবী আসেমুয্ যাহেরী আল হাফিযুল কবীর। তিনি হিজরী ২৮৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইসফাহানের কাযী ছিলেন।

১১. আবদে ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম। তিনি হিজরী ২৯১ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইসফাহানের জামে'র ইমাম ছিলেন। তিনি মুসনাদ লিখেছেন।

১২. আল বাযযার আবূ বকর আহমাদ ইবনে উমার ইবনে আবদুল খালেক। তিনি হিজরী ২৯২ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'মুসনাদে বাযযার'-এর লেখক।

১৩. আবদান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা। তিনি হিজরী ২৯৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'মুয়াত্তা' প্রভৃতির লেখক।

১৪. ইবনে মানদা আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া। তিনি হিজরী ৩০১ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'তারীখে ইসফাহানে'র লেখক।

১৫. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ইসহাক নিশাপুরী। তিনি হিজরী ৩০৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইবনে রাহুইয়া ছাত্র ছিলেন। তিনি 'তাফসীরে কবীর' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

১৬. আবূ ইয়ালীল মওসেলী আহমাদ ইবনে আলী ইয়াহইয়া। সাহেবে ইবনে মুয়ীন। 'মুসনাদে কবীর' ও 'মুয়াজ্জম প্রণেতা। তিনি হিজরী ৩০৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

১৭. ইবনে আল জারুদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আলী। 'আস্‌সহীহুল মুনতাকা'র লেখক। তিনি হিজরী ৩০৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

১৮. ইবনে জরীর আত তাবারী আবূ জাফর। তিনি হিজরী ২২৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৩১০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি তাফসীর ও তাহযীবুল আসার-এর প্রণেতা।

১৯. আবুল বাশার আদ দাওলাবী মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ। তিনি হিজরী ৩১০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি আল-কুনার লেখক।

২০. আবূল হাব্‌স উমার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বাজীরুল হামাদানী। তিনি হিজরী ২২৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৩১১ সনে ইন্তিকাল করেন।

২১. ইবনে খুযাইমা আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক। তিনি হিজরী ২২৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৩১১ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'সহীহ ইবনে খুযাইমা'র লেখক। হাদীস শাস্ত্রের ওপর তাঁর ১১৪টির বেশি গ্রন্থ রয়েছে।

২২. আবূ উয়ানা ইয়াকুব ইবনে ইসহাক। তিনি হিজরী ৩১১ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'আস সহীহ'-এর লেখক।

২৩. ইবনে আবী হাতেম আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ। তিনি হিজরী ৩২৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'মুসনাদ' 'কিতাবুল কুনা' ও 'মারাসীল' প্রণেতা।

২৪. তাহাবী আবূ জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ। হানাফী মাযহাবের সহযোগী। মযনীর ছাত্র। প্রথমে শাফেঈ মাজহাবভুক্ত ছিলেন। পরে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেন। তিনি হিজরী ২৩৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৩১১ সনে ইন্তিকাল করেন। হাদীসের ওপর ইমাম তাহাবীর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রয়েছে। এক 'শরহে মায়ানিল আসার'। পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলোর হুকুম-আহকাম লিপিবদ্ধ করার পর প্রজ্ঞার ভিত্তিতে কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন বা সামঞ্জস্য করেছেন। এটি সুধীমহলে খুবই সমাদৃত। দুই. 'শরহে মুশকিল আসার'। সাধারণ পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলোর সামঞ্জস্য, প্রাধান্য এবং জটিল হাদীসগুলোর শরাহ সম্বলিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

২৫. আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আবী হাতেম ওরাক। তিনি হিজরী ৩৩০ সনে ইন্তিকাল করেন।

২৬. হুসাইন ইবনে ইসমাঈল আল কামী আল হাফিয। তিনি হিজরী ৩৩০ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর দারসুল হাদীসে দশ হাজার পর্যন্ত লোক হাজির হতো।

২৭. ইবনে আবিল আওয়াস আস্‌সাদী। তিনি হিজরী ৩৩৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'মুসনাদে আবূ হানীফা'-র সংগ্রাহক।

২৮. আবূ মুহাম্মাদ আল হারেসী। তিনি হিজরী ৩৪০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি মুসনাদে আবূ হানীফা'র সংকলক।

২৯. আবূল কাসেম ইবনে আসবাউল কওবী। তিনি হিজরী ৩৪০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'কিতাবুন্ নাসেখ ওয়া মানসুখে'র প্রণেতা।

৩০. হাফিয আবদুল বাকী। তিনি হিজরী ৩৫০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৩১. ইবনুস সাকুন আবূ আলী সাঈদ ইবনে উসমান। তিনি হিজরী ৩৫৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'আস সহীহুল মুনতাকার' লেখক।

৩২. ইবনে হাব্বান আবূ হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে হাব্বান আল বাস্‌তী। 'আস সহীহ'-র প্রণেতা। তিনি হিজরী ৩৫৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

৩৩. আবূ আলী ইসমাঈল ইবনে কাসেম। তিনি হিজরী ২৫৬ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'গরীবুল হাদীস' ও 'কিতাবুত তারীখ' প্রণেতা।

৩৪. তাবরানী আবূল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমাদ। তিনি হিজরী ২৬০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৩৬০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'মুয়াজ্জামে সগীর', 'মুয়াজ্জামে আওসাত' এবং 'মুয়াজ্জামে কবীর' প্রণেতা। তিনি এক হাজার বিদগ্ধ ব্যক্তি থেকে হাদীস শুনেছেন।

৩৫. ইবনুস সুন্নী আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ দীনুরী। তিনি হিজরী ৩৬৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ' গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি 'সুনানে নাসাঈ'র রাবী।

৩৬. ইবনে আদী আবূ আহমাদ আবদুল্লাহ্। তিনি হিজরী ২৭৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৩৬৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'আল কামিল' গ্রন্থের প্রণেতা।

৩৭. আবূ বকর আল হাসসামুর রাযী আল হানাফী। তিনি হিজরী ৩৭০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'আহকামুল কুরআন' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

৩৮. আবূ নসর কালাবাযী। তিনি হিজরী ৩৭৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'রিজালে বুখারী'-র রচয়িতা।

৩৯. ইবনে শাহীন আবূ হাফ্স উমার ইবনে আহমাদ। তিনি হিজরী ৩৮৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'মুসনাদ' ও 'মুয়াজ্জামুত্ তারগীবে'র লেখক।

৪০. খাত্তাবী আবূ সুলাইমান আহমাদ। তিনি হিজরী ৩৮৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'মায়ালেমুস সুনান', 'শরহে আবী দাউদ', 'ইলামুস্ সুনান শরহে বুখারী' ও 'ইসলাহু আগলাতিল মুহাদ্দিসীন' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

৪১. ইবনে মানদা আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইসফাহানী। তিনি হিজরী ৩৯৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'মারেফাতুস সাহাবা' নামক গ্রন্থ লিখেন।

৪২. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ গাসসানী ইবনে জমী। তিনি হিজরী ৪০২ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'মুয়াজ্জাম' গ্রন্থের রচয়িতা।

৪৩. হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ্ আল হাকিম। তিনি হিজরী ৪০৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি দু'হাজার হাদীস শাস্ত্রবিদের নিকট থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর রচিত 'আল মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাঈন' একটি সর্বজন স্বীকৃত প্রসিদ্ধ কিতাব। এর মধ্যে বেশির ভাগই সহীহ হাদীস। কিছু সংখ্যক দুর্বল হাদীসও এতে আছে। এমনকি কিছু মওদু (বানোয়াট) হাদীসও এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হাকিম নিজে এগুলোকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য একথা প্রচলিত আছে যে, হাকিম সহীহ হাদীসের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। এ কারণে ইবনে জুযী প্রমুখ এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। হাকিম যা সহীহ বলেছেন তা গ্রাহ্য করা উচিত নয় বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। অবশ্য যাহাবীর মত সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। যাহাবী 'আল মুসতাদরাকে'র তাখলীস বা সারসংক্ষেপ লিখেন এবং সাথে সাথে হাকিমের হাদীসের সমালোচনাও করেন।

৪৪. রামহরমযী আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবনে মুহাম্মাদ। তিনি হিজরী ৪০৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি সর্বপ্রথম উসূলে হাদীসের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন।

৪৫. আবূ বকর আহমাদ ইবনে আবদুর রহমান শিরাজী। তিনি হিজরী ৪০৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'আলকাবুর রোওয়াত' গ্রন্থের রচয়িতা।

৪৬. আবূ মুহাম্মাদ আবদুল গনী ইবনে সাঈদুল ইযদী। তিনি মিসরের একজন হাফিয ছিলেন। তিনি হিজরী ৩৩২ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৪০৯ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'আদাবুল মুহাদ্দিসীন' ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা।

৪৭. আবূ নাঈম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইসফাহানী। তিনি হিজরী ৪৩০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'হিলয়াতুল আওলিয়া' ও 'দালায়েলুন্ নবুওয়াহ' সহ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।

৪৮. আল খলীলুল কাযী আবূ ইয়ালিল খলীল ইবনে আবদুল্লাহ্ আল হাসানী। তিনি হিজরী ৪৪৬ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'ইরশাদ ফী মারিফাতিল মুহাদ্দিসীন' গ্রন্থের রচয়িতা।

৪৯. শায়খ ইসমাঈল লাহোরী। তিনি হিজরী ৪৪৮ সনে ইন্তিকাল করেন। গযনভীর আমলে হিন্দুস্থানে আসেন। আউয়াল কাসেকে ইলমে হাদীস বলাহোর আওরদাহ উবূদ (তাযকিরাহ উলামায়ে হিন্দ)।

৫০. ইবনে হাযম আবূ মুহাম্মাদ আলী ইবনে সাঈদ আয যাহেরী। তিনি হিজরী ৪৫৬ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'আল ফাসলুল মুহাল্লাল জামে' ফীস্‌সহীহ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

৫১. আল বায়হাকী আবূ বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আশ্ শাফিঈ। তিনি হিজরী ৪৫৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। 'আস্ সুনানুল কুবরা', 'শুয়াবুল ঈমান' ও 'দালায়েলুন নবুওয়াহ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

৫২. আদ্ দারু কুতনী আবূল হাসান আলী ইবনে উমার। তিনি হিজরী ৪৬০ সনে ইন্তিকাল করেন। 'আস্ সুনান ওয়াল ইলাল' গ্রন্থের লিখক তিনি। তিনি মারেফাতে ইলাল-এর সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন।

৫৩. আল খতীব আবূ বকর আহমাদ ইবনে আলী আল বাগদাদী। তিনি হিজরী ৪৬৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'তারীখে বাগদাদ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

৫৪. ইবনে মানদা আবূল কাসিম আবদুর রহমান। তিনি হিজরী ৪৭০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইসফাহানের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন।

৫৫. আয্ যানজানী সা'দ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ। তিনি হিজরী ৪৭৯ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি অন্যতম মুসনাদ প্রণেতা।

৫৬. আবূ উমর ইউসুফ ইবনে আবদুর রব। তিনি হিজরী ৪৬৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'আল ইসতিয়াব', 'কিতাবুল ইলম' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

৫৭. আবুল ওয়ালীদুল বাজী সুলাইমান ইবনে খালাফ। তিনি হিজরী ৪৭৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'আল কিতাবুল মুনতাকা', 'কিতাবুত তাদীল ওয়াত্ তাজরীহ ফী মান রুবিয়া আনহু ফীস্ সহীহ' নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

৫৮. আল হুমাইদী আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে আবী নসর। তিনি হিজরী ৪৮৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'সাহিবুল জাময়ে বাইনাস্ সহীহাঈন'-এর রচয়িতা।

৫৯. হাকিম তিরমিযী আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হাসান। তিনি হিজরী ৫০৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'নাওয়াদিরুল উসূল' নামক গ্রন্থের লেখক।

৬০. আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আহমাদ আস্ সামারকান্দী আল হাফিয আল হানাফী। তিনি হিজরী ৪৯১ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'বাহরুল আসানীদ' গ্রন্থের প্রণেতা। 'মিফতাহুস্ সুন্নাহ' কিতাবে এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এর মধ্যে তিনি এক লক্ষ হাদীস সংকলন করেছেন এবং ধারাবাহিকভাবে সুবিন্যস্ত ও সুশৃংখল করেছেন। অনেকের মতে ইসলামে এই ধরনের কিতাব আজ পর্যন্ত আর লেখা হয়নি।"

চতুর্থ যুগ

এই যুগ ষষ্ঠ শতাব্দীতে শুরু হয়ে আজো চলছে। এটি হাদীসগুলোকে সুবিন্যস্ত করার যুগ। এটি হাদীস ব্যাখ্যারও যুগ।

হাদীস সংগ্রহের কাজ পঞ্চম শতাব্দীতে এসে সম্পন্ন হয়। দুর্বল ও সহীহ সমস্ত হাদীস সনদ সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই যুগে চরিত-অভিধানের কাজ পূর্ণত্ব লাভ করে। হাদীসের দুর্বলতা ও বিশুদ্ধতা নিরূপণের নিয়মনীতি এই যুগে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই যুগে হাদীস সংকলনের কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর সনদ সহকারে হাদীসের কিছু কিতাব লিখিত হয়।

নবী (সা)-এর যুগ শেষ হয়েছে তখন থেকে পাঁচশত বছর আগে। এতো দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর নতুন করে সনদ সংগ্রহ করার কাজ কঠিন হয়ে পড়ে। হাদীসসমূহ সংকলিত হয়ে যাওয়ায় এর প্রয়োজনীয়তাও আর রইলো না। তাই ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে তারতীব ও তাহযীব এবং শরাহ সম্পর্কিত কিতাবাদি রচনার কাজ হতে থাকে ব্যাপকভাবে। 'সনদ' লেখার পরিবর্তে হাদীসের 'মতন' উল্লেখের পর হাদীসগ্রন্থের হাওয়ালা দেয়া কিংবা বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার প্রেক্ষিতে সনদের অবস্থা বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করা হয়। মূল কিতাবাদির শরাহ লিখা হয়। বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হাদীসগুলো সনদ বাদ দিয়ে একত্রিত করা হয়। তবে এই কাজও চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতকেই সূচিত হয়।

ভাষ্য গ্রন্থাদি ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাদি সম্পর্কে সিহাহ সিত্তাহর আলোচনায় ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। 'কাশফুয্ যুনুন', 'ইতহাদুন নাব্‌লা', 'তারীখুস্ সুন্নাহ' এবং ইলমে হাদীসের মুবাদিয়াতে এগুলোর আলোচনা দ্রষ্টব্য। এখন বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ করা হচ্ছে।

সহীহাইন সংগ্রহ

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর হাদীসগুলো অনেকেই একত্রিত করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হচ্ছেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল জাওযী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৩৮৮ সন), ইসমাঈল ইবনে আহমাদ আল মারূফ বি ইবনিল ফুরাত (মৃত্যু ঃ হিজরী ৪১৪ সন), আহমাদ আল খাওয়ারিজমী আল বারকানী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৪৩৫), মুহাম্মাদ ইবনে আবী নসর আল হুমাইদী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৪৮৮ সন), হুসাইন ইবনে মাসউদ আল বগভী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫১৬ সন), মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হক আল ইশবীলী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৮২) এবং আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ কুরতুবী ইবনে আবিল হুজ্জাত (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৪২ সন)।

শায়খ হাসান সানয়ানী লাহোরী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৫০ সন) কর্তৃক প্রণীত

'মাশারেকুল আনওয়ার' এই বিষয়ের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকটি গ্রন্থ। এতে তিনি সহীহাঈনের হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন। কয়েক শত বছর এই গ্রন্থটি এই উপমহাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এর কতিপয় শরাহও আছে।

সিহাহ সিত্তাহর সংকলন গ্রন্থাদি

মুয়াত্তা, সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসাঈ, সুনানু আবী দাউদ এবং জামিউত্ তিরমিযীর হাদীসগুলো একত্রিত করার কাজ সর্বপ্রথম শুরু করেন আবূল হাসান আহমাদ ইবনে রযীন ইবনে মুয়াবিয়া আল আবদী আস্ সর্‌তস্‌তী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৩৫ সন)। কিন্তু এর তারতীব ও তাহযীব ভালো ছিলো না। তিনি নিজের অনেক রেওয়ায়েতও এর মধ্যে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রযীনের পর আবুস্ সায়াদাত মুবারক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনিল আসীর আল জাযেরী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬০৬ সন) 'জামিউল উসূলে' অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর হাদীসসমূহ একত্রিত করেছেন।

আবদুর রহমান ইবনে আলী আল মারূফ বি ইবনেদ্ দীবা আশ্‌শাইবানী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৯৪৪) এর তাখলীস বা সারগ্রন্থ লিখেছেন এবং এর নাম রেখেছেন 'তাইসীরুল উসূল ইলা জামিল উসূল'। মুহাম্মাদ মরোওযী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৮২ সন) এবং হিবাতুল্লাহ্ আবদুল হক হামভী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭১৮ সন) 'জামিউল উসূলের' সারসংক্ষেপ লিখেছেন। আবদুল হক ইবনে আবদুর রহমান আল ইশবীলী ইবনিল খারাত (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৮২ সন) এবং কুতুবদ্দীন মুহাম্মাদ আল মালিকী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৯৯০ সন) সিহাহ সিত্তাহর হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন।

সাধারণ সংগ্রহ গ্রন্থসমূহ

প্রসিদ্ধ কয়েকটি সংগ্রহ গ্রন্থের কথা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১. আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলী আল জুযী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৯৭ সন) কৃত 'জামিউল মাসানীদ ওয়াল আলকাব'। এটি সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও জাতিউত্ তিরমিযীর হাদীসসমূহের সংগ্রহ গ্রন্থ।

২. হাফিয ইসমাঈল ইবনে কাসীর (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৮৪ সন) প্রণীত 'জামিউল মাসানীদ'। এটি সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আববায়া, মাসানিদে আহমাদ, বাযযার ও মায়াজিমে তাবরানীর হাদীসসমূহের সংগ্রহ।

৩. আবূল হাসান নুরুদ্দীন আল হাইসামী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮৭৭ সন) কৃত 'মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ', 'মাসানীদে আহমদ', আবী ইয়ালী, বাযযার ও তারবানীর

'মায়াজিমে সালাসা' থেকে 'জামিউল উসূলের' ওপর যাওয়ায়েদ জমা করেছেন। প্রতিটি হাদীসের সনদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দশ খণ্ডে এই কিতাবটি মুদ্রিত হয়েছে।

৪. মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমানুল ফরাসী (মৃত্যু ঃ হিজরী ১০৯৪ সন) লিখিত 'জামিউল ফাওয়ায়েদ', 'জামিউল উসূল' ও 'মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে'র হাদীসগুলোকে সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানুদ্ দারেমীর হাদীসগুলো বাড়িয়ে জমা করেছেন। এটি আসলে চৌদ্দটি কিতাবের সংগ্রহ। এটি অতীব প্রয়োজনীয় কিতাব। এই কিতাব মুদ্রিতও হয়েছে।

৫. ইমাম হুসাইন ইবনে মাসউদ আল বাগভী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫১৬ সন) প্রণীত মাসাবীহুস সুন্নাহ্। গ্রন্থকার সিহাহ সিত্তাহ্র হাদীসগুলোকে একত্রিত করেছেন। কিন্তু কিতাব ও সাহাবীর নাম প্রকাশ করেন নি। প্রতি অধ্যায়ে দু'টি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে 'সিহাহ' এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'হাসান' শিরোনামে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কিতাবে গৃহীত হাদীস সংখ্যা ৪৪৮৪টি। এটিও মুদ্রিত হয়েছে। অনেক দিন পর্যন্ত এটি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

৬. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল খতীব (মৃত্যু হিজরী ৮০০ সন, মদীনার সীমানায়) রচিত মিশকাতুল মাসাবীহ। এর প্রত্যেক হাদীসে সাহাবী ও সংগ্রহকারীর নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখক নিজেই অতিরিক্ত হাদীসগুলো তৃতীয় পরিচ্ছেদে সংযোজন করেছেন। এটি খুবই প্রয়োজনীয় কিতাব। দীর্ঘকাল ধরে এটি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থের অনেক শরাহ রয়েছে। তন্মধ্যে তাযবীর শরাহ, মোল্লা আলী কারীর মিরকাত এবং শায়খ আবদুল হক দেহলবীর আল্লোময়াত আরবী ও আশয়াতুল লোময়াত ফারসী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এর উর্দু অনুবাদ হয়েছে। নওয়াব কুত্বুদ্দীন লিখিত এই কিতাবের উর্দু শরাহ মাযাহেরে হকও অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

৭. 'জামউল জাওয়ামে' প্রণেতা হচ্ছেন ইমাম সয়ূতী। শত শত হাদীসগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এটি হাদীসের একটি বিরাট গ্রন্থ। লেখক এতে সকল হাদীস একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সম্পন্ন করতে পারেন নি। মিসরের আলিম সমাজ জামউল জাওয়ামে'র আল জামিউল আযহার নামে টীকা লিখেছেন। মুহাদ্দিস শায়খ আলী মুত্তাকী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৯৫৫ সন) জামিউল জাওয়াম সুবিন্যস্ত করেছেন, এর নাম রেখেছেন কানযুল উম্মাল। এটি আট খণ্ডে ছাপা হয়েছে।

৮. সয়ূতী প্রণীত জামিউল সগীর। এটি সংক্ষিপ্ত হাদীসসমূহের সমষ্টি। লেখক জামউল জাওয়ামে থেকে এই কিতাব সংকলন করেছেন। জামিউস সগীরের শরাহ

আযীযীও লিখেছেন। শরাহর নাম আস্‌সিরাজুল মুনীর। মুনাদীও এর একটি শরাহ লিখেছেন।

৯. আহমাদুল বুসাইরী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮৪০ সন) প্রণীত ইত্তিহাদুল খাইরাহ (মাসানীদে আশরাহ) দশটি মুসনাদ অর্থাৎ তায়ালিসী, হুমাইদী, মুসাদ্দাদ, ইবনে আবী উমার, ইসহাক ইবনে রাহুইয়া, ইবনে আবী শাইবাহ, আহমাদ ইবনে মুনী, আবদুল হামীদ, হারিস ইবনে মুহাম্মাদ এবং আবূ ইয়ালী মওসলীর-মাসানীদ থেকে সিহাহ্ সিত্তাহর ওপর অতিরিক্ত টীকা একত্রিত করেছেন।

১০. শায়খ আবদুল আযীয আল মুনযেরী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৫৬ সন) লিখিত আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব। এটি আশা-নিরাশার হাদীসের একটি সংগ্রহ।

১১. শামসুদ্দীন আল জাযারী, (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৩৪ সন) প্রণীত আল হিসনুল হাসীন, দু'আ মাসূরা, যিকর ও দু'আ সম্বলিত একটি সংগ্রহ গ্রন্থ। মোল্লা আলী কারী এর শরাহ লিখেছেন এবং মাওলানা আবদুল হাই এর টীকা লিখেছেন।

১২. ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে শরফ আন্ নববী (মৃত্যু হিজরী ৬৭৬ সন) রচিত রিয়াদুস সালেহীন। এই গ্রন্থটি সদাচরণের হাদীসসমূহের সমষ্টি। ইমাম নববী শুধু যিকর সম্পর্কিত একটি উৎকৃষ্ট হাদীস সংগ্রহ তৈরি করেছেন। এর নাম কিতাবুল আযকার। ইবনে উলানী (মৃত্যু ঃ হিজরী ১০৫৭ সন)-এর শরাহ লিখেছেন এবং এটি মুদ্রিতও হয়েছে।

জাওয়ামেয়ে আহকাম

হুকুম আহকাম সম্পর্কিত সংকলিত কতিপয় কিতাবের নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. ইবনুল খাররাত আবী মুহাম্মাদ আবদুল হক আল ইশবীলী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৮১ সন) প্রণীত আল আহকামুস্ সুগরা। গ্রন্থকারের আহকামুল কুবরা নামেও একটি গ্রন্থ রয়েছে।

২. হাফিয আবদুল গণী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬০০ সন) প্রণীত উমদাতুল আহকাম। এটি সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর আহকামের হাদীসসমূহের একটি সমষ্টি। ইবনে দাকীকুল ঈদ এর শরাহ লিখেছেন।

৩. ইবনে শাদ্দাদুল হালাবী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৩৬ সন) প্রণীত দালায়েলুম আহকাম। গ্রন্থকার হাদীস লিখে তা থেকে আংশিক আহকাম বের করেছেন।

৪. হাফিয মজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া আল হাম্বলী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৫২ সন) প্রণীত 'মুনতাকাল আখবার'। এই কিতাব সিহাহ সিত্তাহ এবং মুসনাদে আহমাদ থেকে সংগৃহীত হুকুম আহকামের সমষ্টি। ইয়ামানের কাযী শাওকানী (মৃত্যু ঃ হিজরী ১২৫০ সন) এর চমৎকার শরাহ লিখেছেন। এর নাম নাইলুল আওতার।

৫. শায়খ মুহিবুত তাবারী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৯৪ সন) প্রণীত আহকামুল কুবরা। আহকামুল উসতা এবং আহকামুস্ সুগরা নামে লেখকের আরো দু'টি কিতাব রয়েছে।

৬. ইবনে দাকীকিল ঈদ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭০২ সন) প্রণীত আল আলসাম ফী আহাদীসিল আহকাম। লেখক নিজেই এর শরাহ লিখেছেন।

৭. ইমামুদ্দীন ইবনে কাসীর (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৪৪ সন) প্রণীত আল আহকামুস্ সুগরা।

৮. শায়খ ইমামুদ্দীন ইবনে কোদামাতুল হাম্বলী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৪৪ সন) প্রণীত আল মুহাররার। এটি একটি উৎকৃষ্ট কিতাব যা মুদ্রিত হয়েছে।

৯. যয়নুদ্দীন আল ইরাকী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮০৬ সন) প্রণীত তাকরীবুল আসানীদ। লেখকের পুত্র আবূ যুরয়া আল ইরাকী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮২৬ সন) এর শরাহ লিখেছেন। এই শরাহ্র নাম হলো তারহুত তাশরীব। এটি আট খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়েছে।

১০. হাকিম আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল আসকালানী আশ্ শাফিঈ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮৫২ সন) প্রণীত বুলুগুল মুরাম্মিন আদিল্লাতিল আহকাম। এটি বড় আকারের সুপ্রসিদ্ধ একটি কিতাব। এর মধ্যে ১৪০০টি আহকাম সম্পর্কিত হাদীস রয়েছে। এর একাধিক শরাহ আছে। তন্মধ্যে ইসমাঈল আস্ সানয়ানী রচিত সুবুলুস সালাম প্রসিদ্ধ।

১১. যহীর আহসান শাওকানী মুতী (মৃত্যু ঃ হিজরী ১৩২৯ সন) প্রণীত আসারুস সুনান। এটিও একটি উন্নতমানের কিতাব। এতে হানাফী দলীলাদি বিশ্লেষিত হয়েছে। শুধু কিতাবুস্ সালাম পর্যন্ত লেখা হয়েছে এবং তা মুদ্রিত হয়েছে।

১২. আশরাফ আলী থানবী (মৃত্যু ঃ হিজরী ১৩৬২ সন) প্রণীত ইহ্ইয়াউস্ সুনান ইলাউস্ সুনান। তাঁর তত্ত্বাবধানে জাফর আহমদ উসমানী প্রমুখের দ্বারা এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হানাফী হাদীসের দলীলাদির বিশদ ব্যাখ্যা এর মূল আলোচ্য বিষয়। এটি দশ খণ্ডে ছাপা হয়েছে।

১৩. জাফরউদ্দীন রিজভী প্রণীত জামে রিজভী। হানাফীদের সহায়ক হাদীসের সমষ্টি। এটি দু'খণ্ডে লিখিত।

১৪. এই গ্রন্থকার (সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান) কর্তৃক রচিত ফিকহুল সুনান ওয়াল আসার। এটি পাঁচশত পৃষ্ঠাব্যাপী বিভিন্ন ধরনের আহকামের সমষ্টি। এতে সনদের অবস্থাও বর্ণিত হয়েছে। আকাঈদ, উসূলে দীন, ইহ্সান, তারগীব এবং আযকার ও দু'আর হাদীসও এতে রয়েছে। এটিও মুদ্রিত হয়েছে।

চতুর্থ যুগের কতিপয় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস

১. বাগভী আল ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আল হাসান ইবনে মাসউদ আশ্‌শাফিঈ (হিজরী ৫১৬ সনে মৃত্যু)। তিনি মাসাবীহ, মুয়াজ্জাম, জামউ বাইনাস্ সহীহ, শারহুস সুন্নাহ এবং তাফসীরু মায়ালিমুত তানযীল প্রভৃতি কিতাবের লেখক।

২. রযীন আবুল হুসাইন ইবনে মুয়াবিয়া আল আবেদী, ইমামুল হারামাইন (হিজরী ৫৩৫ সনে মৃত্যু)। তিনি জামউ বাইনাস সহীহাইন ওয়াস্ সুনান গ্রন্থের রচয়িতা।

৩. মাযেরী আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে আলী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৩৬ সন)। তিনি শারহে মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

৪. ইবনুল আরাবী কাযী আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল মালিকী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৫৩ সন)। তিনি আহকামুল কুরআন ও আরেযাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী গ্রন্থের প্রণেতা।

৫. কাযী আয়ায আবুল ফযল ইবনে আমর ইবনে মূসা আস্‌সবতী আল আলমালিকী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৪৪ সন)। তিনি আশ্ শিফা, মাশারেবুল আনওয়ার ফী শারহে গারায়েবিস সহীহাইন প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন।

৬. ফিরদাউস দুয়ালেমী ইবনে শহরদার ইবনে শীরুইয়া আল হামাদানী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৫৮ সন)। তিনি মুসনাদে ফিরদাউস নামক গ্রন্থ লিখেছেন। তবে এই গ্রন্থে বেশ দুর্বলতা আছে।

৭. ইবনে আসাকির আবুল কাসিম আলী ইবনুল হাসানুশ্ শাফিঈ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৭১ সন)। তিনি মুয়াজ্জাম, তারীখে দামেসক, আরবাঈন, মুয়াফিকাত, প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন।

৮. ইবনে জুযী আবুল ফারাজ আবদুর রহমান আল বাগদাদী আল হাম্বলী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৭৭ সন)। তিনি মওযূয়াত প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

৯. আবদুল হক ইবনুল খারাত আল ইশবীলী আল মালিকী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৮১ সন)। তিনি আল আহকাম, কিতাবুল মুয়াল্লাল মিনাল হাদীস প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন।

১০. আস্ সুহাইলী আবুল কাসিম আবদুর রহমান আল মালিকী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৫৮১ সন)। তিনি আর রওদুল আনফ, শারহে সীরাতে ইবনে হিশাম প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন।

১১. আবদুল গনী আল মুকাদ্দেসী ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আল হাম্বলী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬০০ সন)। তিনি উমদাদুল আহকাম ওয়াল কামাল গ্রন্থের প্রণেতা।

১২. ইবনুল আসীর মাজদুদ্দীন মুবারক ইবনে আবদুল করীম (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬০৬ সন)। তিনি জামিউল উসূল ওয়া নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

১৩. ইবনুল আসীর ইয্‌যুদ্দীন আবুল হুসাইন আলী ইবনে মুহাম্মাদ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৩০ সন)। তিনি আল কামিল, উসুদুল গাবাহ ফী মায়ারিফাতিস সাহাবাহ গ্রন্থের প্রণেতা।

১৪. ইবনুস সালাহ তাকীউদ্দীন ইবনে উসমান আশ্ শাফিঈ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৪৩ সন)। তিনি মুকাদ্দামাহ নামক গ্রন্থ লিখেছেন।

১৫. মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৪৩ সন)। তিনি কিতাবু আনসাবিল মুহাদ্দিসীন নামক গ্রন্থ লিখেছেন।

১৬. শায়খ হাসান সানয়ানী লাহোরী আল হানাফী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৫০ সন)। তিনি মাশারিকুল আনওয়ার, শরহে বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

১৭. আল মুত্দারী আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কাভী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৫৬ সন)। তিনি আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব এবং মুখতাসার আবী দাউদের রচয়িতা।

১৮. ইবনে সাইয়েদিন্নাস আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৫৯ সন)। তিনি উয়ুনুল আসর এবং শারহে তিরমিযীর লেখক।

১৯. আত্তুর পুশতী শিহাবুদ্দীন ফাদলুল্লাহ্ (হিজরী ৬০৬ সন) তিনি মাসাবীহর ভাষ্যকার এবং আস্সিয়ার প্রভৃতি গ্রন্থে রচয়িতা।

২০. ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আবদে ইসলাম শায়খুল ইসলাম (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৬০ সন)।

২১. আন্নববী মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে আশরাফুশ শাফিঈ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৬৭৬ সন)। তিনি শারহে মুসলিম, কিতাবুল আযকার, রিয়াদুস সালিহীন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

২২. ইবনে দাকীকিল আবদ আবুল ফাত্হ তাকীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আলী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭০৩ সন)। তিনি শারহে উমদাতুল আহকাম প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন।

২৩. আদ্দিময়াতী আবূ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মু'মিন ইবনে খালাকুশ শাফিঈ (হিজরী ৭০৭ সন)। তিনি মুয়াজ্জামসহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা।

২৪. ইবনে তাইমিয়া আহমাদ ইবনে আবদুল হালীম হারামী (হিজরী ৭২৮ সন)। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি মিনহাজুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থের লেখক।

২৫. কুতবুদ্দীন আল হালাবী আল হানাফী (হিজরী ৭৪০ সন)। তিনি সহীহুল বুখারীর একজন ভাষ্যকার।

২৬. ওয়ালী উদ্দীন আল খতীব আল খতীব আবী আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ। তিনি মিশকাত লেখক।

২৭. মযী আবুল হাজ্জাজ জামালুদ্দীন ইউসুফ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৪২ সন)। তিনি তাহযীবুল কামাল প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

২৮. হাফিজ যিয়াউদ্দীন আল মুকাদ্দেসী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৪৩ সন)। তিনি মুয়াফিকাতের লেখক যার মধ্যে উসূলে খামসা সম্পর্কিত হাদীস সন্নিবেশিত রয়েছে।

২৯. আত্তায়বী শারফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৪৩ সন)। তিনি মিশকাতের একজন ভাষ্যকার।

৩০. ইবনে কুদামা মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আল হাদী আল হাম্বলী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৪৪ সন)। তিনি আল মুহাররার ও আল মুগনা গ্রন্থের প্রণেতা।

৩১. আয্যাহাবী শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ আশ্ শাফিঈ (হিজরী ৭৪৮ সন)। তিনি তাযকিরাতুল হুফফায, মীযানুল ই'তিদাল প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

৩২. ইবনুল কাইয়েম শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৫১ সন)। তিনি যাদুল সায়াল প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন।

৩৩. তাকীউদ্দীন সুবকী কাযিউল কুযযাত (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৫৬ সন)। তিনি শিফাউস শিকাম প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৩৪. হাফিয জামালুদ্দীন আর্ রালিয়ী আল হানাফী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৬২ সন)। তিনি নাসবুর রায়া নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

৩৫. আশ্ শায়খ আলাউদ্দীন মুগলতাঈ আল হানাফী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৬২ সন)। তিনি ইবনে মাজাহ প্রভৃতির ভাষ্যকার।

৩৬. আলাউদ্দীন আল মারদিনী আত্ তুরকমানী আল হানাফী আলকাযী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৬৩ সন)। তিনি আল জওহারুল নকী গ্রন্থের রচয়িতা।

৩৭. কিরমানী শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ (হিজরী ৭৮৬ সনে মৃত্যু)। তিনি সহীহুল বুখারীর একজন ভাষ্যকার।

৩৮. ইবনে রজব যয়নুদ্দীন আল হাম্বলী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৭৯৫ সন)। তিনি শারহে বুখারী, শারহে তিরমিযী প্রণেতা এবং নববীর আরবাঈনের ভাষ্যকার।

৩৯. যয়নুদ্দীন আল ইরাকী আবদুর রহীম ইবনে সুলাইমান আশ্ শাফিঈ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮০৬ সন)। তিনি আলফিয়া ও তাখরীজুল ইয়াহ্ইয়া প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

৪০. নূরুদ্দীন আল হায়সামী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮০৭ সন)। তিনি মাজমাউয যাওয়ায়েদ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

৪১. আদ্ দামীরী কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আশ্ শাফিঈ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮০৮ সন)। তিনি শারহে ইবনে মাজাহ ও হায়াতুল হায়াওয়ান প্রণেতা।

৪২. নূরুদ্দীন শীরাজী, সাইয়্যিদুস্ সনদের শাগরিদ (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮১৬ সন)। তিনি সর্বপ্রথম ইরান থেকে হিন্দুস্তানে হাদীস নিয়ে আসেন।

৪৩. মজদুদ্দীন আবী তাহের মুহাম্মাদ ইয়াকুব ফিরোজাবাদী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮১৭ সন)। তিনি কিতাবুল আহাদীসিল যয়ীফা প্রণেতা।

৪৪. ইবনে হাজার আল হাফিয আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আশ্‌শাফিঈ (হিজরী ৮৫২ সনে মৃত্যু)। ফাতহুল বারী, বুলুগুল মরাম, তাহযীব, লিসানুল মীযান, নুখবাতুল ফিকর এবং ইসাবা তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী।

৪৫. বদরুদ্দীন আল আইনী আল হাফিয মাহমুদ ইবনে আহমাদ আল হানাফী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮৫৫ সন)। তিনি উমদাতুল কারী, শারহে মায়ানিল আসার, তাহাভী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

৪৬. শামনী তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আল হানাফী (হিজরী ৮৭২ সনে মৃত্যু)।

৪৭. কাসিম ইবনে কাতলুবাগা আল হানাফী (মৃত্যু ঃ হিজরী ৮৭৯ সন)। তিনি শারহুল মাফাতীহ ও হাশিয়া ফাতহুল মুগীস প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

৪৮. আস সাখাভী শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আলী (হিজরী ৯০২ সনে মৃত্যু)। তিনি আল কাওলুল বদীঈ, আল মাকাসিদুল হাসানাহ্ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৪৯. আস্ সয়ূতী জালালুদ্দীন আশ্ শাফিঈ (হিজরী ৯১১ সনে মৃত্যু)। তিনি জামউল জাওমে সহ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

৫০. কাস্‌তালানী শিহাবুদ্দীন আশ্ শাফিঈ (হিজরী ৯১২ সনে মৃত্যু)। তিনি আল ইরশাদুস্ সারী শারহে বুখারী ও মাওয়াহিবুল্ লাদুনিয়া প্রণেতা।

৫১. ইবনু হাজার আল মক্কী আবূল আব্বাস আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ (হিজরী ৯৫৫ সনে মৃত্যু)। তিনি কিতাবুয যাওয়াযেরসহ বহু গ্রন্থ লিখেছেন।

৫২. শায়খ আল মুত্তাকী জৌনপুরী (হিজরী ৯৫৫ সনে মৃত্যু)। তিনি কানযুল উম্মাল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৫৩. সাইয়েদ আবদুল আউয়াল জৌনপুরী গুজরাটি (হিজরী ৯৬৮ সনে মৃত্যু)। তিনি ফয়যুল বারী, শারহে বুখারী প্রণেতা।

৫৪. শে'রানী আবদুল ওয়াহ্‌হাব (হিজরী ৯৭৩ সনে মৃত্যু)। তিনি কাশফুল গুমমাহ্, মীযান প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৫৫. শায়খ মুহাম্মাদ তাহের কাতনী (হিজরী ৯৮৬ সনে মৃত্যু)। তিনি মাজমাউল বিহার, মওযুয়াত, কানুনুল মওযুয়াত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

৫৬. মোল্লা আলী কারী নুরুদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ সুলতান (হিজরী ১০১৪ সনে মৃত্যু)। তিনি মিরকাত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৫৭. ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফিসানী শায়খ আহমাদ ফারুকী সেরহিন্দি (হিজরী ১০৩৫ সনে মৃত্যু)। তিনি আরবাঈন প্রণেতা। তিনি সংস্কার কার্যাবলীর বুনিয়াদ হাদীসের ওপর ন্যস্ত রেখেছিলেন।

৫৮. মুনাদী শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আবদুর রউফ (হিজরী ১০৩৫ সনে মৃত্যু)। তিনি আল ইতহাকস সুন্নিয়া ফীল আহাদীসিল কুদসিয়া-র প্রণেতা।

৫৯. আল আযীযী আলী ইবনে আহমাদ (হিজরী ১০৪৩ সনে মৃত্যু)। তিনি আস্ সিরাজুল মুনীর শারহিল জামিউস্ সগীর প্রণেতা।

৬০. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (হিজরী ১০৫২ সনে মৃত্যু)। তিনি লোময়াত, আ'শি'য়্যাতুল লোময়াত, শরহে সফরুস্ সায়াদাত, মাদারেজুন নবুওয়াত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ভারত উপমহাদেশে ইলমুল হাদীসের যথেষ্ট প্রচার সাধন করেন।

৬১. শায়খ মুহাম্মাদ নূরুল হক ইবনে আশ্শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস (হিজরী ১০৭৩ সনে মৃত্যু)। তিনি তাইসীরুল কারী, শরহে ফারসী বুখারী ও মামবাউল ইলমে শারহে মুসলিম ফারসী গ্রন্থের প্রণেতা।

৬২. হাফিয ফররুখশাহ ইবনে খাযেনুর রহমান ইবনে মুজাদ্দিদ আলফিসানী। তাঁর সত্তর হাজার হাদীস সনদ ও মতনসহ মুখস্থ ছিলো।

৬৩. শায়খ আবুল হাসান সিন্দি (হিজরী ১১৩৯ সনে মৃত্যু)। তিনি সিহাহ সিত্তাহ ও মুসনাদে আবী হানিফা-র টীকাকার।

৬৪. ইমামু আসর শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) আল মুহাদ্দিস (হিজরী ১১৪৫ সনে মৃত্যু)। তিনি মুসাওয়া, মুসাফফা, সহীহ বুখারীর অধ্যায়গুলোর অনুবাদসহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

৬৫. সাইয়েদ মুর্তাজা হুসাইন যুবাইদী (হিজরী ১২০৫ সনে মৃত্যু)। তিনি ইহইয়াউল উলুম গ্রন্থের ভাষ্যকার এবং আল জাওয়াহেরুল মুনীফাহ্ ফী আদিল্লাতি আবী হানীফা, তাজরীদ বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৬৬. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (হিজরী ১২৩৯ সনে মৃত্যু)। তিনি বুসতানুল মুহাদ্দিসীন, ইজালায়ে নাফিয়াহ প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

৬৭. শাওকানী মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ আস্ সানয়ানী (হিজরী ১২৫০ সনে মৃত্যু)। তিনি নাইলুল আওতার নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

৬৮. শায়খ মুহাম্মাদ আরেদুস সিন্দি (হিজরী ১২৫৭ সনে মৃত্যু)। তিনি হাশরুশ শারাদ, শরহে তাইসীরুল উসূল, শরহে বুলুগুল মরাম প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৬৯. শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক নবীরাহ (হিজরী ১২৬২ সনে মৃত্যু)। দারসে হাদীসের বর্তমান ধারা তাঁর সাথে সম্পর্কিত।

এ ছাড়াও আরো অসংখ্য মুহাদ্দিস ছিলেন যাঁরা হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রেখে গেছেন।

ইলমে হাদীসের সনদ কিংবা মতনের পরিপূর্ণতা এবং এর হিফাযত ও সাহায্যের জন্য প্রায় একশতের বেশি ইল্ম ও বিষয় গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ইলমের উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

ইলমে উসূলে হাদীস

ইলমে উসূলে হাদীস হচ্ছে হাদীসের পরিভাষা শাস্ত্র। এই সম্পর্কিত প্রথম কিতাব হচ্ছে 'আল মুহাদ্দিসুল ফাযিল'। এটি লিখেছেন আবূ মুহাম্মাদ রামহরমুযী। এই কিতাব জামে' ছিলো না। অতঃপর এই বিষয়ে হাকিম 'মারেফাতে উসূলিল হাদীস' নামক কিতাব লিখেন। এই গ্রন্থটি পঞ্চাশ প্রকার ইলম সম্বলিত। এটি মুদ্রিত হয়েছে। আবূ নাঈম ইসফাহানী এর ইসতেদারক (ব্যাখ্যা) লিখেছেন। কিন্তু তা তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। খতীব 'কিফায়া' ও 'আল জামিউল আদাবুস শায়খ ওয়াস্‌সামে' নামক দু'খানা কিতাব লিখেছেন। কাযী আয়ায 'আলমা' এবং আবূ হাফস মিয়ানজী 'মালাইয়াসাউ জিহলান' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। হাফিয ইবনুস সালাহ ঐসব গ্রন্থ একত্রে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থ 'মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ' নামে খ্যাত। তিনি এতে ৬৫টি পরিভাষা লিপিবদ্ধ করেছেন। এটি একটি বিপুলভাবে সমাদৃত গ্রন্থ। আরেকজন এর পরিশিষ্ট লিখেছেন। ইরাকী 'আলফিয়ার' লিখে এটিকে সুবিন্যস্ত করেন। সাখাভী 'আলফিয়ার আল মুগীস' নামে একখানা ব্যাখ্যা পুস্তক লিখেছেন। ইবরাহীম বাকায়ী এর ভূমিকার টীকা লিখেছেন। নববী 'তাকরীব' নামে এর ভূমিকার টীকা লিখেছেন। সয়ূতী 'তাদরীব' নামে 'তাকরীবের' ব্যাখ্যা লিখেছেন। হাফিয ইবনে হাজার সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত মতন সহকারে 'নুখবাতুল ফিকর ফী মুসতালেহ আহলে আসর' নামক গ্রন্থ লিখেন। আবার তিনি নিজেই 'তানযীহুন্ নযর' নামে কিছুসংখ্যক টীকাসহ এর একটি ব্যাখ্যাও লিখেছেন। মোল্লা আলীকারী ব্যাপক আকারে এর ভাষ্য লিখেছেন। এই বিষয়ে ৮৫ প্রকারের ইলম সম্বলিত 'জামে নযম আলকিয়া' নামক গ্রন্থ লিখেন ইমাম সয়ূতী। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসীর রচিত 'মুকাদ্দামা' হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কিত একটি সুখ্যাত ও দীর্ঘ বই। আমি 'তালীকাতুল বরকতী' নামে এর ব্যাখ্যা ও টীকা লিখেছি।

সাইয়িদুস সনদ উসূলে হাদীসের মতন 'মুখতাসারুল জুরজানী' নামে গ্রন্থ লিখেছেন। আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী 'যাফরুল আমানী' নামে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখেছেন। ইবনুল হাম্বল 'ফিকহু আসর' নামে নুখবাতুল ফিকরের ধরনের একটি

পুস্তিকা লিখেন। এর মধ্যে হানাফী মুহাদ্দীসগণের উসূলে হাদীসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশ্লেষণ রয়েছে। শায়খ মুহাম্মাদ যুবাইদীর গ্রন্থ 'বালাগাতুল গরীব'ও উত্তম গ্রন্থ। আমি 'মীযানুল আখবার' নামে উসূলে হাদীস বিষয়ে একটি পুস্তিকা লিখেছি।

এসব গ্রন্থ ছাড়াও এই বিষয়ে আরো বই-পুস্তক রয়েছে। ওগুলোর তাকমীল আমি আমার রচিত 'তা'লীকাতুল বরকতীর'র ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করেছি।

ইলমু গরীবুল হাদীস

কম প্রচলিত ও জটিল শব্দগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এতে রয়েছে। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন আবূ উবাইদা ইবনুল মুসান্না (২১৮ হিজরী সন)। এরপর আবূল হাসান মাযরী এবং আবূ সাঈদ আবদুল মালেক আসয়ামী (২১৬ হিজরী সন) গ্রন্থ লিখেন। আবূ উবাইদা আলকাসিম ইবনে সালাম (২২৫ হিজরী সন) চল্লিশ বছর পরিশ্রম করে 'গরীবুল হাদীস' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আবূ উবাইদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল হারবী (৪০১ হিজরী সন) 'কিতাবুল গরীবাঈন' লিখেন। আল্লামা আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে মুহাম্মাদ আয্যামাখশারী (হিজরী ৫৩৮ সন) 'কাশ্শাফ' নামক গ্রন্থ লিখেন। এই বিষয়ে তাঁর 'আলফায়েক' নামে আরেকটি বই রয়েছে। মুজাদ্দিদুদ্দীন ইবনে আসীর 'আন্নিহায়া' নামে বড়ো আকারের হাদীসের অভিধান লিখেন। কাযী আয়ায শুধু সহীহাঈনের অভিনব শব্দগুলোর ব্যাখ্যা লিখেন। শায়খ মুহাম্মাদ তাহির ফাতনীর লিখিত হাদীস অভিধান 'মাজমাউল বিহার' এই বিষয়ের সর্বশেষ সুবিন্যস্ত সংগৃহীত গ্রন্থ। এই গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তার ও অন্যান্য হাদীসের ব্যাখ্যা বলাই সংগত। নামগুলোর উচ্চারণ ও স্বরচিহ্নের জন্যও মুহাম্মাদ তাহিরের 'আলফাতনী' একটি উন্নত গ্রন্থ। ওয়াহিদুযযামানের 'ওয়াহিদুল লোগাত' উর্দু ভাষায় হাদীসের উত্তম অভিধান।

ইলমু তালফীকুল হাদীস

ইলমু তালফীকুল হাদীসে দু'টি হাদীসের পারস্পরিক বিরোধিতা দূর করা হয়েছে। অথবা আমকে খাস বলে, মুতলাককে মুকাইয়াদ দেখিয়ে কিংবা ঘটনা প্রবাহের উপর নির্ভর করে বিরোধ নিরসন করা হয়েছে। এই বিষয়ের ওপর সর্বপ্রথম ইমাম শাফিঈ 'ইখতিলাফুল হাদীস' নামক গ্রন্থ লিখেন। তারপর আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবাহ (হিজরী ২৬৩ সন), ইবনে জরীর, ইবনে খুযাইমা এবং আবূ ইয়াহইয়া আসসাজী (হিজরী ৩০৭ সন) গ্রন্থ লিখেন। ইমাম তাহাভীর 'শরহে মায়ানিল আসার' ও 'শরহে মুশকিল আসার' এই বিষয়ের ওপর মূল্যবান গ্রন্থ। এই বিষয়ের ওপর আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (হিজরী ৫৯৭ সন)

'আত্তাহ্কীক ফী আহাদিসিল খিলাফ' নামক গ্রন্থ লিখেন। ইবরাহীম ইবনে আলী ইবনে আবদুল হক এর তাখলিস বা সারগ্রন্থ রচনা করেন।

ইলমু নাসেখিল হাদীস ওয়া মানসুখ

দু'টি হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে পূর্ববর্তীটি রহিত এবং পরবর্তীটি রহিতকারী হয়ে থাকে। নাসেখ-মানসুখ হাদীস সম্পর্কে বহু মুহাদ্দিস গ্রন্থ রচনা করেছেন। আহ্মাদ ইবনে ইসহাকুদ্দীনারী (হিজরী ৩১৮ সন), মুহাম্মদ ইবনে বাহ্রুল ইসবাহানী (হিজরী ৩২২ সন), আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদুন্নাহাস (হিজরী ৩৩৮ সন), আবূ মুহাম্মাদ কাসিম ইবনে আসবাগ (হিজরী ৩৪০ সন), মুহাম্মাদ ইবনে উসমান আল মা'রূফ বিহি জায়াদুশ শায়বানী হিকতুল্লাহ্ ইবনে সালামত (হিজরী ৪১০ সন), আবূ হাফস উমার ইবনে শাহীন, ইবনে জুযী, আবদুল করীম ইবনে হাওযান আল কুশাইরী এদের মধ্যে প্রধান। এই বিষয়ের ওপর মুহাম্মাদ ইবনে মূসা হাযেমী (হিজরী ৫৮৪ সন) রচিত গ্রন্থ 'আল ইয়তিবার' মুদ্রিত হয়েছে।

ইলমুল আতরাফ

বর্ণমালার ধারাবাহিকতা অনুসারে হাদীসের কোন বিশেষ অংশকে—যার দ্বারা সম্পূর্ণ হাদীস বুঝা যায়—উল্লেখ করে কোন গ্রন্থ থেকে এর সংগ্রহের স্থান, অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ নির্দেশ করাকে ইলমুল আতরাফ বলা হয়।

হাফিয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ দামেসকী (হিজরী ৪০০ সন) এবং হাফিয আবূ মুহাম্মাদ খালাফ ইবনে মুহাম্মাদ ওয়াসেতী (হিজরী ৪০১ সন) এই বিষয়ের প্রতি সর্বপ্রথম মনোযোগ দেন। তাঁরা শুধু সহীহাঈনের আতরাফ লিখেন। হাফিয তাহির মুকাদ্দেসী (হিজরী ৫০৭ সন) সিহাহ্ সিত্তাহ্র আতরাফ লিখেছেন। হাফিয ইবনে আসারিক শুনানে আরবায়ার আতরাফ সংগ্রহ করেন এবং এর নাম রাখেন 'আল আশরাফ'। মযী 'তুহ্ফাতুল আশরাফ' নামে সিহাহ্ সিত্তাহ্র আতরাফ লিখেন। যাহাবী এর তাখলিস (সারগ্রন্থ) লিখেন। শামসুদ্দীন মুকাদ্দেসীও (হিজরী ৫০৭ সন) সিহাহ্ সিত্তাহ্র আতরাফ সংকলন করেন। হাফিয ইবনে হাজার কুতুবে সিত্তাহ্ ও মাসানীদে আরবায়ার আতরাফ একত্রিত করেছেন এবং গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'আতরাফুল মুহ্রা বি আতরাফিল আশারাহ্'। এই বিষয়ের ওপর শায়খ আবদুল গণী নামলুসীর 'যাখায়েরুল মাওয়ারীস ফীদ্দালালাতে বি মাওযিয়িল আহাদীস' একটি চমৎকার গ্রন্থ। এসব কিতাব মুদ্রিত হয়েছে। সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও মুয়াত্তার আতরাফগুলো সংগৃহীত হয়েছে। আবদুল আযীয পাঞ্জাবী 'নাবরাসূল লিস্সারী' নামক গ্রন্থে শুধু সহীহুল বুখারীর আতরাফ সংকলন করেছেন।

মিফতাহু কুনযিস সুন্নাহ, মুয়াজ্জামুল ফিহরেস, মিফতাহুস সহীহাঈন ও মিফতাহুল বুখারী এবং সহজ ধরনের নতুন সূচীপত্র সম্বলিত বই প্রকাশিত হয়েছে।

ইলমুত্ তাখরীজ

ইলমুত্ তাখরীজ হচ্ছে কোন গ্রন্থের উদ্ধৃতিহীন হাদীসগুলোর উদ্ধৃতি হাদীস গ্রন্থ থেকে দেয়া। এ সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে নসবুর্ রায়া লি তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়াহ, আল মুগনী আনিল আসফার লি তাখরীজি আহাদীসে ইহইয়াইল উলূম, আত্ তাল্খীসুল জাবীর লি তাখরীজি আহাদিসির রাফিয়িল কবীর (হাফিজ ইবনে হাজার), আহাদীসুল কাশ্শাফ (হাফিজ ইবনে হাজার), তাখরীজু আহাদীসিল মুখতার (কাসিম ইবনে কাতলুবাগা), তাখরীজু আহাদীস্ শিফা (সিউতী)। অত্র লেখক তাখরীজু আহাদীসে মাকাতীবে ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফিসানী লিখেছি যার নাম উমদাতুল মাজানী। আমি রিসালা রদ্দে রাওয়াফিযের হাদীসও বের করেছি।

ইলমুল আসনাদ

হাদীসের ইবারতকে পরিভাষায় 'মতন' বলা হয়। আর সংগ্রহের ধারাবাহিকতাকে বলা হয় 'সনদ'। ইলমুল হাদীসে সনদের অবস্থা ঘরের ভিত অথবা শরীরের রূহের অবস্থার মতো। বিনা সনদে ইলমুল হাদীসের স্থিতি অসম্ভব।

এ সম্পর্কে ইবনুল মুবারকের মন্তব্য হচ্ছে, 'সনদ দীনের অংশ'। যদি সনদই না থাকে তবে যে যা-ই বলুক না কেন তা গ্রাহ্য করা হবে না।'

ইমাম শাফিঈ বলেন, 'যে ব্যক্তি সনদ ছাড়া হাদীস সংগ্রহ করলো তার দৃষ্টান্ত হলো রাতের আঁধারে জ্বালানী সংগ্রহকারীর মতো যে জানে না সে কি সংগ্রহ করছে'।

ইবনে হাযম যাহেরী আলফসল ১ম খণ্ড ৮২ পৃষ্ঠায় ইলমুল আসনাদ সম্পর্কে লিখেছেন, 'এটি একটি কষ্টসাধ্য বিষয়। আল্লাহ্ তা'আলা আর কোন জাতি নয় শুধু মুসলিমদেরকে তা প্রদান করেছেন এবং সাড়ে চার শত বছরব্যাপী পশ্চিম ও পূর্বে তার স্থায়িত্ব দিয়েছেন।

সনদ শাস্ত্রের সাথে সাথে মুসলিমগণ আসমাউর রিজাল লিপিবদ্ধ করেছে। এতে হাজার হাজার বর্ণনাকারীর জীবন চরিত সংগৃহীত হয়েছে। এর ফলে সনদের সরলতা ও দুর্বলতা দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট হয়েছে।

ইলমুল হাদীসের আসনাদের সূচনা কখন হয়েছে এ নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকের মতে, ইমাম যুহরী (হিঃ ১২৪ সন) এবং তাঁর ছাত্র মূসা ইবনে উকবা ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক থেকে এর সূচনা। কেউ কেউ বলেন, হিজরী ৭০ সনের

কিছুকাল আগে এর সূচনা হয়। সুতরাং উরওয়ার সময়ে সনদের ব্যাপক ব্যবহার ছিলো। কিন্তু আমার মনে হয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খলীফার যামানাতেই এর সূচনা। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

স্বীকৃত বিষয় এই যে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর যামানায় সনদ প্রকাশের প্রয়োজন ছিলো না। অবশ্য শপথ ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো। হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর যামানায় যখন নতুন নতুন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ফিতনা দেখা দেয় তখন নবী (সা)-এর হাদীস বর্ণনার জন্য সনদ উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হতো। শরহে মাওয়াহেব ৫ম খণ্ডের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (রা)-এর নিম্নোক্ত উক্তি বর্ণিত রয়েছে ঃ 'তোমরা যখন হাদীস লিখবে সনদ সহকারে লিখবে।' অর্থাৎ হিজরী ৩০ সনের পর নবী (সা)-এর হাদীসমূহের সনদ বর্ণনা করা শুরু হয়। ক্রমশ এই সিলসিলার উন্নতি হতে থাকে। সংকলনের যুগে সনদ হাদীসের অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং এটি জ্ঞানের একটি আলাদা শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজরী চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এই নিয়ম ছিলো যে মুহাদ্দিস প্রতিটি হাদীসের সনদ বলবেন বা লিখবেন। পঞ্চম-শতাব্দীর পর যখন হাদীস গ্রন্থসমূহ তৈরি হয়ে গেলো তখন সনদ বয়ানের কাজ শেষ হয়ে গেলো। তখন শুধু সংগৃহীত কিতাবের তথ্য নির্দেশকেই যথেষ্ট মনে করা হলো। অবশ্য যতদিন গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়নি ততদিন এটাকে জরুরী মনে করা হতো যে গ্রন্থ প্রণেতা পর্যন্ত ছাত্রগণ সনদ পৌঁছাবে এবং প্রণেতাগণ সনদ পরিবেশনকারীদের থেকে সনদ গ্রহণ করবেন। গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত হয়ে যাওয়ার পর এই প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিতগণ এবং হাদীসের ছাত্রদের মাঝে আজও এই নিয়ম চালু আছে। ফন্নে ইসবাতের কিতাবাদিও লেখা হয়েছে। যেমন, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ কর্তৃক লিখিত হাসারুশ্ শারেদ ফী আসানীদিশ্ শায়খ আবেদ, আল ইরশাদ ফী মুহিম্মাতিল ইসনাদ, আল উমাম লিঈকাযিল হিমাম শরতুশ শায়খ বুরহানউদ্দীন আলকুরদী আলকুরানী (হিজরী ১০২৫), বাগিয়াতুত্ তালেবীন শবতুশ শায়খ আহমদুন নখলী (হিজরী ১১১৪ সন), আল ইমদাদ শবতুশ শায়খ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালেসিল বসরী, আকতাদুস সামার শবতুশ শায়খুল ফালানী (হিজরী ১২১৮ সন), ইত্তেহাদুল আকাবীর শবতুশ্ শাওকানী (হিজরী ১২৫২ সন), আল ইয়ানিউল জানী শবতুশ শায়খ আবদুল গনী আল মুজাদ্দেদী (হিজরী ১২৯৬ সন)। আমার প্রণীত ছোট গ্রন্থটির নাম মিন্নাতুল বারী।

ইলমু আসমায়ির রিজাল

ইলমুল হাদীসের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় শাখা হচ্ছে চরিত অভিধান। এতে

হাদীস বর্ণনাকারীদের জন্ম-মৃত্যু, নাম-উপাধি, বংশ-গোত্র, জন্মস্থান, বিদ্যার্জন, ধার্মিকতা, স্মৃতিশক্তি, রুচি, সুস্থতা, অসুস্থতা, ওসাকাত ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। এতে তাঁদের উস্তাদগণের নিবাস, প্রবাস, গুণাবলী এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণিত হয়েছে। এই বিদ্যা ছাড়া হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব নয়। এই বিদ্যা সম্পর্কে প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও দার্শনিক ডঃ স্প্রিংগার বলেন, 'পৃথিবীতে আর কোন জাতি হয়নি, বর্তমানকালেও নেই যারা মুসলমানদের চরিত-অভিধানের (আসমাউর রিজাল) মতো উঁচু মানের শাস্ত্র আবিষ্কার করেছে। এই বিদ্যার বদৌলতে আজ পাঁচ লক্ষ লোকের জীবনকথা জানা যায়।' (ইসাবাহ গ্রন্থের ভূমিকা, কলকাতায় মুদ্রিত)।

দুনিয়ায় যত ঘটনা ঘটে তা জানার উপায় দু'টি। প্রথমত, ঐ ঘটনা ঘটার সময় কোন ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত থাকবে। এই অবস্থায় ঘটনা জ্ঞাত হওয়া ব্যক্তির ইলম, অনুভূতি ও দেখার ওপর নির্ভর করে। যেমন, নবী (সা)-এর হাদীস সম্পর্কে সাহাবাদের জ্ঞান। এই জ্ঞান সাধারণত অকাট্য। দ্বিতীয়ত, অন্যের নিকট শুনে জ্ঞাত হওয়া। এই অবস্থায় জ্ঞানের নির্ভুলতা নিরূপণের জন্য বর্ণনাকারীর সততা ও ধার্মিকতার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। যদি বর্ণনাকারী সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে ঐ জ্ঞান গ্রহণীয় (ইতিবার), অন্যথায় তা বর্জনীয়। চরিত-অভিধানের উদ্দেশ্য এটাই।

সাহাবাগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রেও ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ। কিন্তু যাঁরা সাহাবা নন এমন বর্ণনাকারীর বর্ণনার নির্ভুলতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়ার প্রয়োজনে চরিত অভিধানে জেরাহ ও তা'দীলের ব্যবস্থাও অত্যাবশ্যক। এই সিলসিলায় ঐসব বড় বড় মুহাদ্দিসের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন যাঁরা বর্ণনাকারীদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত এবং জেরাহ ও তা'দীল সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল।

সাহাবাদের নাম সম্বলিত প্রথম চরিত-অভিধান লিখেন ইমাম বুখারী (র)। এরপর এই সম্পর্কে লিখেন আবদুল্লাহ্ আল বাগভী (হিজরী ৩৩০ সন), আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী দাউদ (হিজরী ৩১৬ সন), আলী ইবনে আসকন ইবনে শাহীন আবূ মানসুর মাওয়ারদী, আবূ হাতেম রাযী, ইবনে জান তাবরানী, ইবনে মানদাহ, আবূ নাঈম প্রমুখ।

সাহাবাদের নাম সম্বলিত তিনটি গ্রন্থ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

১. ইবনে আবদুল বার রচিত আল ইসতীয়াব,

২. ইবনুল আসীর রচিত উসুদুল গাবাহ এবং

৩. ইবনে হাজার রচিত আল ইসাবাহ।

এছাড়া হাফিয যাহাবী তাজরীদ আসমায়ে সাহাবা নামক গ্রন্থ লিখেছেন। সাহাবাদের সাথে অ-সাহাবাদের বর্ণনাসহ সুবিন্যস্ত গ্রন্থ লিখেছেন খলীফা ইবনে

খাইরাত, (হিজরী ২৪০ সন), ইবনে সা'দ (হিজরী ২৩০ সন), ইয়াকুব ইবনে আবী শাইবাহ (হিজরী ২৭৭ সন), আবূবকর ইবনে খাইসুমা (হিজরী ২৭৯ সন) প্রমুখ।

বর্ণনাকারীদের স্তর

চরিত-অভিধানে তবকা বা বর্ণনাকারীদের স্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবকা মানে ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা সমসাময়িক। এটাও হতে পারে যে একই ব্যক্তি কয়েকটি স্তরে গণ্য। যেমন, হযরত আনাস (রা)। স্তর বিন্যাসে তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহর শামিল। আবার বয়সের কারণে তাঁকে পরবর্তী স্তরে গণ্য করা হয়।

ইবনে সা'দ তাঁর রচিত 'তাবাকাতে' সাহাবাদের পাঁচটি স্তর নির্ধারিত করেছেন। যথা,

১. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ,
২. প্রথমে যাঁরা মুসলিম হয়েছেন,
৩. যারা পরিখা যুদ্ধ ও পরবর্তী যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন,
৪. মক্কা বিজয়ের দিন যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং
৫. সাহাবাদের শিশু ও বালকগণ।

হাকিম সাহাবাদেরকে বারটি স্তরে ভাগ করেছেন।

১. প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারীগণ,
২. দারুল আরকামের সাহাবীগণ,
৩. হাবশায় হিজরাতকারীগণ,
৪. প্রথম বাইয়াতে আকাবার সাহাবীগণ,
৫. দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার সাহাবীগণ,
৬. প্রথম হিজরাতকারীগণ,
৭. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ,
৮. বদর ও হুদাইবিয়ার মধ্যবর্তী সময়ে হিজরাতকারীগণ,
৯. বাইয়াতে রিদওয়ানের সাহাবীগণ,
১০. হুদাইবিয়া ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে হিজরাতকারীগণ,
১১. মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারীগণ,
১২. শিশু ও কিশোরগণ যাঁরা মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্জ দেখেছেন।

ইবনে সা'দ তাবেঈগণকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। হাকিম তাঁদেরকে ভাগ করেছেন তেরটি ভাগে। ইবনে হাব্বান সকল তাবেঈকে একই শ্রেণীভুক্ত করেছেন।

হাফিয ইবনে হাজার তাঁর রচিত তাকরীবুত্ তাহযীব গ্রন্থে হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে বারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ

১. সাহাবগণ,

২. উচ্চ শ্রেণীর তাবেঈগণ। যেমন, ইবনুল মুসাইয়েব প্রমুখ। মুখযারমীনকেও এই স্তরে রেখেছেন। মুখযারমীন হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা নবীর যামানা পেয়েছেন কিন্তু সেই সময় মুসলিম হননি অথবা মুসলিম হয়েছেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাত পাননি। অবশ্য সাহাবাগণ থেকে তাঁরা ফায়দা পেয়েছেন।

৩. মধ্যম শ্রেণীর তাবেঈগণ। যেমন, হাসান বসরী, ইবনে সিরীন প্রমুখ।

৪. ঐসব তাবেঈ যাঁদের বেশিরভাগ রেওয়ায়েত উচ্চশ্রেণীর তাবেঈ থেকে বর্ণিত। যেমন, যুহরী প্রমুখ।

৫. ঐসব তাবেঈ যাঁরা দু' একজন সাহাবা দেখেছেন। যেমন, আ'মাশ ও ইমাম আবূ হানিফা।

৬. তাবেঈগণের সমকালীন তাবে' তাবেঈন। যেমন, ইবনে জরীহ।

৭. উচ্চশ্রেণীর তাবে' তাবেঈন। যেমন, ইমাম মালিক, ইমাম সওরী।

৮. তাবে' তাবেঈনের মধ্যম শ্রেণী। যেমন, ইবনে উয়াইনাহ।

৯. তাবে' তাবেঈনের শেষ শ্রেণী। যেমন, ইমাম শাফিঈ, তায়ালিসী আবদুর রায্যাক প্রমুখ।

১০. তাবে' তাবেঈন থেকে ইলম অর্জনকারীদের প্রথম শ্রেণী; যেমন, ইমাম আহমাদ।

১১. তাবে' তাবেঈন থেকে ইলম অর্জনকারীদের মধ্যম শ্রেণী।

১২. তাবে' তাবেঈনের ছাত্রবৃন্দ। যেমন, ইমাম তিরমিযী।

প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগের যামানা হচ্ছে হিজরী প্রথম শতাব্দী। তৃতীয় থেকে অষ্টমভাগের যামানা হচ্ছে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী। নবম থেকে দ্বাদশভাগের যামানা হচ্ছে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর পরবর্তী কাল।

জেরাহ ও তা'দীল

ফিতনার যুগে কিছু লোক নিজ নিজ মতের সমর্থনে মনগড়া হাদীস বর্ণনা শুরু করে। ফলে হাদীস বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, হাদীস মুখস্থ রাখার সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এভাবে চরিত অভিধানে জেরাহ ও তা'দীল স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) (হিজরী ৬৮ সন), হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) (হিজরী ৩৪ সন), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) (হিজরী ৯৩ সন) এবং তাবেঈগণের মধ্যে ইবনুল মুসাইয়েব, শা'বী, ইবনে সিরীন, আ'মাশ ও আবূ হানিফা প্রমুখ রুওয়াতে হাদীসের জেরাহ ও তা'দীল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে তা ছিলো খুবই সংক্ষিপ্ত।

তাবে' তাবেঈগণের মধ্যে ইমাম শু'বা প্রথম জেরাহ্ ও তা'দীলের নিয়মাবলী নির্ধারণ করেন। এই কালে মুয়াম্মার (হিজরী ১৫৩ সন), দিশামুস্তুওয়াই (হিজরী ১৫৪ সন), আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী, হাম্মাদ ইবনে সালমাহ্, লাইস ইবনে সা'দ, ইমাম মালিক, আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক, আবূ ইসহাক ফারাবী, মুয়ালী ইবনে ইমরান মুসেনী (হিজরী ১৮৫ সন), বাশার ইবনুল মুফাদ্দাল (হিজরী ১৮৬ সন), হাইসাম (হিজরী ১৮৮ সন), ইবনে আলিয়া (হিজরী ১৯২ সন), ইবনে ওহাব (হিজরী ১৯৭ সন), ওকীহ ইবনুল জারীহ্, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ প্রমুখ নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে গণ্য।

ছোট তাবে' তাবেঈদের মধ্যে ইয়াহ ইবনে সাঈদুল কাত্তান ও আবদুর রহমান ইবনুল মাহদী এই বিদ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সাঈদুল কাত্তান জেরাহ্ ও তা'দীলের ওপর কিতাব লিখেছেন। তাবে' তাবেঈগণের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়ীন, ইবনুল মাদানী এবং ইমাম মুহাম্মাদ এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

উপরোক্ত ব্যক্তিদের যামানা এবং তাঁদের পরবর্তীকালে হিজরী নবম শতাব্দী পর্যন্ত জেরাহ ও তা'দীল শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন আবূ দাউদ তায়ালিসী, ইয়াযীদ ইবনে হারুন (হিজরী ২০৬ সন), আবদুর রাযযাক ইবনে হুমাম, আবু আসিম আয্যাহ্হাক (হিজরী ২১২ সন), ইবনু মাযেশুন (হিজরী ২১৩ সন), আবূ খাইসামা যহীর ইবনে হারব (হিজরী ২৩৪ সন), আবূ জাফর আবদুল্লাহ্ আন্নাবিল হাফিযুল জাযরাহ্, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনুন্ নাসীর (হিজরী ২৩৪ সন), আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরুল কাওয়ারীরী (হিজরী ২৩৫ সন), ইসহাক ইবনে রাহুইয়া, আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমারুল মুসেলী (হিজরী ২৪২ সন), আহমাদ ইবনে সালিহ (হিজরী ২৪৮ সন), হারুন ইবনে আবদুল্লাহিল হাম্মাম (হিজরী ২৪২ সন), ইসহাকুল কুসাজ (হিজরী ২৫১ সন), আদ্দারেমী, ইমাম বুখারী, আল আজলী (হিজরী ২৬১ সন), বাকা ইবনে মুখাল্লাদ (হিজরী ২৭৬ সন), আবূ যারআ দামেসকী (হিজরী ২৮১ সন), আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ বাগদাদী, ইবরাহীম ইবনে ইসহাক হারবী (হিজরী ২৮৫ সন), মুহাম্মাদ ইবনে ওযাহ (হিজরী ২৮৯ সন), আবূ বকর ইবনে আবি আসিম, আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ (হিজরী ২৯০ সন), সালিহ জাযয়াহ (হিজরী ২৯৩ সন), আবুবকর আল বাযযার, মুহাম্মাদ ইবনে নাসরুল মাযাভিরী (হিজরী ২৯৪ সন), মুহাম্মাদ ইবনে উসমান ইবনে আবী শাইবাহ (হিজরী ২৯৭ সন), আবূ বকর ফারয়াবী, নাসাঈ আসাজী (হিজরী ৩০৭ সন), আবূ ইয়ালী, আবুল হাসান সুফিয়ান, ইবনে খুযাইমা, ইবনে জরীর আত্ তাবারী, আবূ জাফর আত্ তাহাবী, আবূ বশর আদদাওলাবী, আবূ উরুবা আল হাররানী (হিজরী ৩১৮ সন), আবুল হাসান আহমাদ ইবনে উমাইর, আবূ জাফর আল আকীলী (হিজরী ৩২১ সন),

ইবনে আবী হাতেম, আহমাদ ইবনে নাসরুল বাগদাদী শায়খ আদদারুল কুত্নী (হিজরী ৩২৩ সন), আবূ হাতেম ইবনে হাববানুল বাসতী, তাবরানী ইবনে আদী, আবূ আলী আল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আন্ নিশাপুরী (হিজরী ৩৬৫ সন), আবুশ্ শায়খ ইবনে হাব্বান (হিজরী ৩৬৯ সন), আবূ বকর আল ইসমাঈলী (হিজরী ৩৭১ সন), আবূ আহমাদ আল হাকিম (হিজরী ৩৭৮ সন), আদ্দারু কুতনী ইবনে শাহীন, ইবনে মান্দাহ, আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাকিম, আবূ নসর আলকালাবাযী (হিজরী ৩৯৮ সন), আবদুর রহমান ইবনুল ফাতিতস (হিজরী ৪০২ সন), আবদুল গণী ইবনে সাঈদ, আবুবকর ইবনে মারদুইয়া আল ইসফাহানী, মুহাম্মাদ ইবনুল ফাওয়ারেস আল বাগদাদী (হিজরী ৪১২ সন), আবূ বকর আলবারকানী (হিজরী ৪২৫ সন), আবু হাতেম আল আবদারী, খালাফ ইবনে মুহাম্মাদ আলওয়াসিতী (হিজরী ৪০১ সন), আবূ মাসউদ আল দামেশকী (হিজরী ৪০০ সন), আবুল ফযল আল ফালাকী (হিজরী ৪৩৮ সন) আবুল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল খালাল আল বাগদাদী (হিজরী ৪৩৯ সন), আবূ ইয়ালী আল খলীলী, ইবনে আবদুল বার, ইবনে হাযম, আল বায়হাকী, আল খতীব, ইবনে মাকুলা আবুল ওয়ালী দুলবাহী, আবূ আবদুল্লাহ্ আল হুমাইদী, আয্যাহলী (হিজরী ৫০৭ সন), আবুল ফযল ইবনে তাহিরুল মুকাদ্দেসী (হিজরী ৫০৭ সন), আল মুতামীন ইবনে আহমাদ (হিজরী ৫০৭ সন), শীরুইয়া আদ্দুয়ালিমী আশ্ শাতরী (হিজরী ৫২২ সন), আস্সাময়ানী (হিজরী ৫৬২ সন), আবূ মূসা আলমদিনী (হিজরী ৫৮১ সন), ইবনুল জুযী, আবুল কাসেম ইবনে আসাকির, ইবনে বশকুওয়াল (হিজরী ৫৭৮ সন), আবুবকর আল হাযেমী (হিজরী ৫৮৪ সন), আবদুল গণী আল মুকাদ্দেসী (হিজরী ৬০০ সন), আর রাহাদী, ইবনে মুফাযযল আল মুকাদ্দেসী (হিজরী ৬১৬ সন), আবুল হাসসান আল কাত্তান (হিজরী ৬৩৮ সন), ইবনুল আনমাতী (হিজরী ৬১৯ সন), ইবনে নুকতা (হিজরী ৬২৯ সন), ইবনুস সালাহ, আলমানদেরী, আবূ আবদুল্লাহ্ আল বারযালী (হিজরী ৬৩৬ সন), ইবনুল আবার, আবূ শামাহ (হিজরী ৬২৫ সন), ইবনুদ্ দাবেসী (হিজরী ৬৩৭ সন), ইবনুন্ নাজজার (হিজরী ৬৪৩ সন), ইবনু দাকীকীল ঈদ, আশ শারফুল মারদূমী, দিমইয়াতী, ইবনে তাইমিয়াহ, আলমযী, ইবনু সাইয়িদুন্নাস, আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে আইবেক আয্যাহাবী, আশ্‌শিহাব ইবনে ফাযালুল্লাহ্ (হিজরী ৭৪৯ সন), মুগলতাঈ ইবনে আরতকামানী, আশ্ শরীফুল হুসাইনী আল মুকাদ্দেসী, আযযাইনুল ইরাকী, আলওয়ালীউল ইরাকী, আল হাইসুমী, আল বুরহান, আল হালাবী, ইবনুল হাজার আল আসকালানী, বাদরুদ্দীন আল আইনী, ইবনে কাতলুবাগা, আস্সাখাভী প্রমুখ।

জেরাহ ও তা'দীলের ইমামদের এই দীর্ঘ তালিকা এ জন্য দেয়া হলো যাতে আন্দাজ করা যায় কত বিপুলসখ্যক হাদীসবিশারদ হাদীস বাছাইয়ের কাজে

আত্মনিয়োগ করেছেন এবং গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি রহম করুন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই উম্মাহ জানতে পেরেছে কোন্ হাদীসটি সহীহ্ এবং কোন্‌টি দুর্বল।

ইবনে সুয়ূতী তাঁর 'তারীখুল খুলাফা' গ্রন্থে ইবনে আসাকিরের বরাতে ইবনে আলিয়া থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের নিকট এক যিন্দিককে আনা হলো। খলীফা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। লোকটি বললো, 'হে আমীরুল মু'মিনীন, আমি যে মনগড়া চার হাজার হাদীস তৈরি করেছি সেগুলোর কি করবেন? সেগুলোর একটি অক্ষরও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণিত নয়। আর সেগুলো লোকদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেছে।' খলীফা উত্তরে বললেন, 'তুমি কি আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক ও আবূ ইসহাক ফারায়ীকে চেন? তাঁরা হাদীস পর্যালোচনা করছেন। তাঁরা ভূয়া হাদীসের প্রতিটি অক্ষর বের করে ছাড়বেন।'

চরিত অভিধান সম্পর্কিত গ্রন্থাদি

চরিত অভিধান সম্পর্কিত গ্রন্থাদি এবং জেরাহ ও তা'দীলের বর্ণনাকারী বিভিন্ন ধরনের। যথা, (ক) ঐসব গ্রন্থ যেগুলোতে সহীহ ও দুর্বল উভয় প্রকার হাদীস শামিল আছে। তাবাকাতে ইবনে সা'দ এই বিষয়ের ওপর সবচে' বেশি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সয়ূতী এর সার-সংক্ষেপ তৈরি করে নাম রাখেন ইনজাযুল ওয়াদ। এই বিষয়ের উপর অন্যান্য প্রখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে খলীফা ইবনে খাইয়াতের (হিজরী ২৪০ সন) তাবাকাত; তাবাকাতে মুসলিম, তারিখে ইবনে খাইসুমাহ, ইমাম বুখারীর তারীখে কবির, আওসাত ও সগীর, তারীখে ইবনে আবী হাতেম, তারীখে হুসাইন ইবনে ইদরীস আল আনসারী ইবনে খুরাম (হিজরী ৩১০ সন), তারীখে ইবনে আলমদীনী, ইবনে হাব্বানের কিতাবুল ওহাম ওয়াল ঈহাম, আবু মুহাম্মাদ ইবনুল জারুদ রচিত কিতাবুল জিরাহ ওয়াত্ তা'দীল, আল ই'তেবারু মুসলিম, নাসাঈ রচিত আত্তামীয, আবু ইয়ালিল খলীলা রচিত আল ইরশাদ, ইবনে কাসির প্রণীত আত্ তাকমীল ফী মারিফাতিস্ সিকাত ওয়া যুয়াফা ওয়াল মাজাহীল, তারীখুয্ যাহাবী, ইসমাঈল ইবনে উমার ইবনে কাসির প্রণীত আত্ তাকমীল ফী আসমায়িস্ সিকাত ওয়া যুয়াফা, ইবনুল মুলকিন (হিজরী ৮০৪ সন) প্রণীত তাবাকাতুল মুহাদ্দীসীন ওয়াল কামাল ফী মা'রিফাতির-রিজাল।

(খ) ঐসব গ্রন্থ যেগুলো শুধু সিকাত ও হুফফায সম্পর্কে রচিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আজালী প্রণীত কিতাবুস সিকাত, ইবনে শাহীন প্রণীত কিতাবুস সিকাত, আবী

হাতেম প্রণীত কিতাবুস সিকাত, যয়নুদ্দীন কাসেম ইবনে কাতলুবাগা প্রণীত কিতাবুস সিকাত, যাহাবী রচিত তাবাকাতুল হুফফায, ইবনে দাববাগ (হিজরী ৫৪৬ সন) রচিত তাবাকাতুল হুফফায। উক্ত নামে ইবনে হাজার, ইবনে মুফাদ্দাল, সয়ূতী, তকী ইবনে মাহ্দ, মুহাম্মাদ ইবনে হাশেমীও গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমিও তাবাকাতুল হুফফায-এর সার সংক্ষেপ লিখেছি।

(গ) ঐসব গ্রন্থ যাতে যয়ীফ সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারীর কিতাবুয্ যুয়াফা, নাসাঈ রচিত আযযুয়াফাউ ওয়াল মাতরুকীন, আবিল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলী আল জুযী রচিত আল যুয়াফাউ, ইবনে জুযী রচিত মুখতাসার যুয়াফা, মুতালতায়ী রচিত বাইলুয যুয়াফা, আকীলী রচিত আয্ যুয়াফা, হাসান আস্ সানয়ায়ী রচিত আয্যুয়াফা, ইবনে হাব্বান বসতী প্রণীত আয্যুয়াফা, ইবনে আদী রচিত কিতাবুল কামিল, ইবনে রুমিয়াহ্ (হিজরী ৬৩৭ সন) রচিত যায়ল কিতাবুল কামিল, দারু কুতনী রচিত আয্যুয়াফা, হাকিম প্রণীত কিতাবুয্ যুয়াফা, মারদীনী রচিত আয্ যুয়াফা, যাহাবী প্রণীত মীযানুল ই'তিদাল, ইরাকী রচিত যায়ল মীযানুল ই'তিদাল, ইবনে হাজার কর্তৃক প্রণীত লিসানুল মীযান ওয়া তাকবীমুল লিসান ওয়া তাহবীরুল মীযান ইত্যাদি।

শেষের দিকে উল্লেখিত কতক গ্রন্থে এমন ব্যক্তিরও নাম রয়েছে যারা প্রকৃতপক্ষে দুর্বল নয়।

(ঘ) ঐসব গ্রন্থ যা হাদীস তৈরির অভিযোগে অভিযুক্ত ও মিথ্যাবাদীদের নিয়ে রচিত। যেমন, হালাবী রচিত আল কাশফুল হাসীসু ফী মান রামা বিওযযিল হাদীস, শায়খ মুহাম্মাদ তাহির ফাতানী রচিত কানুনুল মাওযুয়াত ওয়াল কাযযাবীন। আমি কিতাবুল ওয়ায্যায়ীন নামে একটি সারগ্রন্থ লিখেছি।

(ঙ) ঐসব গ্রন্থ যাতে বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার সাথে সাথে তাদের সুবিন্যস্ততা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। হালাবী এই বিষয়ের ওপর আল ইহতিয়াবু বিমান রামা বিল ইখতিলাত নামক পুস্তিকা লিখেছেন। আমি এর সার-কথা লিপিবদ্ধ করেছি।

হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যেমন প্রয়োজন বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা, বিন্যস্ততা তেমনি প্রয়োজন ইত্তেসালে সনদ বা সনদের যোগসূত্র। ইত্তেসালের বিপরীত হলো ইনকিতা। আর তা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন ঃ

১. উভয় ব্যক্তি (হাদীস বর্ণনাকারী ও রেওয়ায়েতকারী) সমকালীন না হওয়া। রেওয়ায়েতকারীর জন্মগ্রহণের পূর্বেই হাদীস বর্ণনাকারী মারা গেছেন। জন্ম-মৃত্যু-সম্পর্কীয় গ্রন্থ লিখা হয়েছে।

২. উভয় ব্যক্তি সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের সাক্ষাত ঘটেনি। এই ধরনের রেওয়ায়েতকারী সম্পর্কে মারাসীল গ্রন্থ লেখা হয়েছে।

৩. উভয় ব্যক্তি সমকালীন এবং তাঁদের সাক্ষাত ঘটেছে। কিন্তু রেওয়ায়েতকারী অভ্যাসজনিত কারণে যাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন তাঁর নাম উল্লেখ করেননি বরং উর্ধ্বের সমকালীন রাবীর নাম উল্লেখ করেন। এই রকমের রাবী মুদাল্লাস। তাঁদের জন্য আসমাউল মুদাল্লিসীন লেখা হয়েছে।

(চ) ঐসব গ্রন্থ যা মুহাদ্দিসীন ও হাদীসের রাবীদের মৃত্যু সম্পর্কে লেখা হয়েছে।

এই বিষয়ের ওপর সর্বপ্রথম বই লিখেন আবূ সুলাইমান মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্। হিজরতের পর থেকে হিজরী ৩৩৮ সন পর্যন্ত সময়ের রাবীদের জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কীয় বিবরণ এতে রয়েছে। এই গ্রন্থের ওপর কাত্তানী (হিজরী ৪৬৬ সন), হিবতুল্লাহ্ আকনানী (হিজরী ৪৮৫ সন), আলী ইবনে মুফায্যাল মুকাদ্দেসী (হিজরী ৬১১ সন), সানযারী (হিজরী ৬৫৬ সন), আযীযুদ্দীন ইবনে মুহাম্মাদ (হিজরী ৬৭৪ সন), দিমইয়াতী (হিজরী ৭০৫ সন) এবং ইরাকী (হিজরী ৮০৬ সন) টীকা লিখেছেন এবং নিজ নিজ যামানা পর্যন্ত রাবীদের জন্ম-মৃত্যুর বর্ণনা যোগ করেছেন। তারীখে বারযানীও (হিজরী ৭৩৮ সন) এই বিষয়ের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাকীউদ্দীন রাফে এর ওপর টীকা লিখেছেন এবং হিজরী ৭৭৪ সন পর্যন্ত সময়ের রাবীদের জন্ম-মৃত্যুর বিবরণ যোগ করেছেন।

হাফিয ইবনে হাজার এর টীকা লিখেছেন এবং তাঁর সমকালীন রাবীদের জন্ম-মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

শায়খদের মৃত্যু সম্পর্কে মুবারক ইবনে আহমাদ আনসারী এবং ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল হাম্বল (হিজরী ৪৮২ সন) গ্রন্থ লিখেছেন।

(ছ) ঐসব গ্রন্থ যাতে মারাসীল ও মুদাল্লিসীন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

মারাসিল অর্থাৎ মুনকাতে' হাদীসসমূহের রাবী সম্পর্কিত গ্রন্থ লিখেছেন ইবনে আবী হাতেম। এর নাম মারাসীলে ইবনে হাতেম। আমি এর সার-সংক্ষেপ লিখেছি।

মুদাল্লিসীনের নামসমূহ সর্বপ্রথম হুসাইন ইবনে আলী কারাবিসী (হিজরী ২৪৮ সন) একত্রিত করেছেন। এরপর নাসাঈ, দারু কুতনী, যাহাবী, ইবরাহীম মুকাদ্দেসী, যয়নুদ্দীন, ইরাকী ও ওয়ালীউদ্দীন ইবনে আবী যারআ গ্রন্থ লিখেন। ইবরাহীম জলি (হিজরী ৮৪১ সন) আত্‌তিবঈন ফী আসমায়িল মুদাল্লিসীন গ্রন্থ লিখেন। ইবনুল ইরাকী, ইবনে হাজার এবং সয়ূতী এর টীকা লিখেছেন। আসমায়ে মুদাল্লিসীন সম্পর্কে আমি একটি পুস্তিকা লিখেছি।

(জ) ঐসব গ্রন্থ যাতে কুনিয়াত (উপনাম), উপাধি ও রাবীদের নাম রয়েছে।

রাবী কখনো স্বনামে, কখনো উপনামে আবার কখনো উপাধি দ্বারা পরিচিত হন। অপরিচিত উপনাম বা উপাধি উল্লেখের দরুন কখনো কখনো সংখ্যাজনিত ভ্রম

ঘটে যেতে পারে। সেজন্য হাদীস বিশারদগণ এই বিষয়ের ওপর নযর দেয়া প্রয়োজন বলে বোধ করেছেন।

নাম ও উপনামের ওপর যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন আলী ইবনে আল মদীনী, নাসাঈ, হাকিম ইবনে আবদুল বার, আবু হাতেম এবং যাহাবী। উপাধি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন আবুবকর শীরাযী (হিজরী ৪০৭ সন), আবুল ফযল, ইবনুল জুযী, ইবনে হাজার প্রমুখ।

(ঝ) ঐসব গ্রন্থ যাতে মুতালিফ, মুখতালিফ, মুত্তাফিক, মুতাফাররিক এবং মুশতাবাহ নাম রয়েছে। নাম ও নসবে কোন কোন শব্দ লিখায় এক হলেও উচ্চারণে ভিন্ন হয়। একই নামের বিভিন্ন ব্যক্তিও থাকতে পারে। তাই হাদীস বিশারদগণ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

মুতালিফ ও মুখতালিফ রাবীদের নাম সম্পর্কিত গ্রন্থ সর্বপ্রথম লিখেন আবূ আহমাদ আসকারী। এরপর গ্রন্থ রচনা করেন আবদুল গণী ইবনে সাঈদিল আযদী। দারু কুতনী, ইবনে মাকুলা, আহমাদ ইবনে আলী আল খতীব, ইবনে নুকতা, মানসুর, ইবনে সলীম, আবূ মুহাম্মাদ দামেশকী, মোগলতাঈ, ইয়াহইয়া ইবনে আলী মিসরী, মুহাম্মাদ আল আবইউরদী, ইবনুল গুতী এবং মারদীনা।

মুত্তাফিক, মুতাফাররিক এবং মুশতাবাহ সম্পর্কিত বই লিখেছেন আবূ বকর আহমাদ ইবনে আলী আল খতীব।

(ঞ) আসমাউর রিজালের ঐসব গ্রন্থ যা বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর লিখিত।

এগুলোর মধ্যে রয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে দাউদুল কুর্দী রচিত রিজালুল বুখারী, ইবনে মনজুইয়া (হিজরী ৪২৮ সন) রচিত রিজালু মুসলিম, আমাদ আল ইসফাহানী (হিজরী ২৬৯ সন) রিজালু মুসলিম, মুহাম্মাদ তাহিরুল মুকাদ্দেসী (হিজরী ৫০৭ সন) প্রণীত রিজলুস্ সহীহাইন, হিবতুল্লাহ্ আল লিলিকাই (হিজরী ৪১৮ সন) রচিত রিজালুস সহীহাইন, জানাই (হিজরী ৪৯৮ সন) রচিত রিজালু আবূ দাঊদ, সয়ূতী রচিত কাশফুল মাবতা বিরিজালিল মুয়াত্তা, আইনী রচিত রিজালু শরহে মায়ানীল আসার (কাশফুল আসতার নামে এর সার-সংক্ষেপ বের হয়েছে), হাফিয ইবনে হাজার রচিত তা'জীলুল মুনফিয়াতু লি বি রিজালিল আরবায়াহ (অর্থাৎ মুয়াত্তা, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে শাফিঈ এবং মুসনাদে আবী হানিফার রিজাল), আহমাদ ইবনে আহমাদ আল কুর্দী প্রণীত রিজালুস সুনানিল আরবায়াহ, আবী মূসা আল ইসফাহানী রচিত রিজাল মুসনাদে আহমাদ আল মুসামমা বি খাসায়েসে মুসনাদিল ইমাম, মুহাম্মাদ আল শাইবানী রচিত কিতাবুল হুজাজ ওয়া কিতাবুল আসার এবং আবিল ওয়াফা আল আফগানী রচিত রিজাল আসার আবী ইউসুফ।

সিহাহ্ সিত্তাহর বর্ণনাকারীদের নামগুলো আবূ মুহাম্মাদ আবদুল গণী আল মুকাদ্দেসী (হিজরী ৬০০ সন) 'আল কামাল' নামক গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। ইউসুফ মযী একে তাহযীব বা সুবিন্যস্ত রূপ দিয়েছেন। যাহাবী তাহযীবুল কামালের সার-সংক্ষেপ লিখেছেন এবং এর নাম তাহযীবুল কামালই রেখেছেন। মোগলতাঈ তাহযীবুল কামালের ইকমাল করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার তাহযীবুল কামালের তাহযীব করেছেন যা তাহযীবুত তাহযীব নামে বার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। চরিত অভিধানের এটি একটি উন্নতমানের গ্রন্থ। ইবনে হাজার তাহযীবুত তাহযীবের সার-গ্রন্থ রচনা করেছেন যা তাকরীবুত্ তাহযীব নামে একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ে অন্যদের লেখা আরো বই আছে।

মিশকাত প্রণেতা আল ইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল নামক গ্রন্থ লিখেছেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীও মিশকাতের রিজাল সম্পর্কে বই লিখেছেন। জেরাহ্-তা'দীলের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী আর্‌রাফ্‌উ ওয়া তাকমীলু ফী জিরাহে ওয়া তা'দীল নামক গ্রন্থ্ রচনা করেছেন।

ইলমু ইলালিল হাদীস

কোন কোন সময় বাহ্যত হাদীস ত্রুটিমুক্ত মনে হয়। এর সনদেও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু এর মধ্যে ত্রুটি থাকে যা বিশেষজ্ঞগণ চিহ্নিত করতে পারেন। এই ত্রুটিকে ইলালিল হাদীস বলা হয়। এই ধরনের ত্রুটিযুক্ত হাদীসকে মালুল বলা হয়।

এই বিষয়টি যেমনি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি জটিল। এই বিষয়ে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ইবনুল মাদীনী, ইবনে আবী হাতেম, সাজী, জুরজানী, খিলাল, মুসলিম, তিরমিযী, দারু কুতনী, হাকিম, বুআলী, আয্‌যুজাজী, ইবনুল জুযী প্রমুখ।

ইলমু মওযুয়াতিল হাদীস

সহীহ্ হাদীস গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। মওযু (অর্থাৎ বানোয়াট) হাদীস অবশ্যই বর্জনীয়। সহীহ্ ও মওযুর মধ্যে সবলতা ও দুর্বলতার বিচারে বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং এগুলো গ্রহণ ও বর্জনের জন্য উম্মাহ্‌র আলিমদের নির্দিষ্ট কায়দা-কানুন রয়েছে।

মনগড়া হাদীস বলা জঘন্য গুনাহ। ভুয়া হাদীস প্রণয়নকারীগণ উম্মার নিকট নিকৃষ্টতম অপরাধী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করবে তার স্থান জাহান্নামে।' এই হাদীসটি মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত। আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহসহ ষাটজনের বেশি রাবী এটি বর্ণনা করেছেন। নবী

(সা)-এর বাণী বর্ণনা করার সময় সাহাবায়ে কিরামের শরীর কম্পিত হতো। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ একবার হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন' বলে মাথা নত করে নিলেন, দাঁড়িয়ে গেলেন, জামার বোতাম খুলে ফেললেন। তাঁর চোখে পানি দেখা দিলো। ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো। তারপর ভীতভাবে হাদীস বর্ণনা করলেন। কোন সাহাবীই হাদীস বানোয়াটের মতো জঘন্য অপরাধ করেননি। নবী (সা)-এর যামানায় হিজরতের পর শুধুমাত্র একব্যক্তি সুপারিশ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিলো যদ্দরুন তাকে হত্যা করা হয়।—আহকামে আমাদী

আবূ বকর সিদ্দিক (রা)–এর শাসনামলেও বানোয়াট হাদীসের কোন অস্তিত্ব ছিলো না। খলীফা রাসূল (সা)-এর হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বনের জন্য তাকিদ দিতেন।

উমর ফারুক (রা)-এর শাসনামলেও বানোয়াট হাদীসের অস্তিত্ব ছিলো না। অবশ্য সেই সময় ইসলাম দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। নানা ধরনের বিপুল সংখ্যক লোক তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। উমর (রা)-এর কঠোর নীতির ফলে কোন ফিতনাবাজ লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করার সুযোগ পায়নি। উসমান (রা)-এর শাসনামলের শেষের দিকে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আরবের নাস্তিকরা এবং অনারব দেশের অমুসলিমরা মুসলিমদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে চেষ্টিত হয়। ইয়ামেনের অধিবাসী আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা সর্বপ্রথম বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে। (লিসানুল মীযান)। তাই উসমান (রা) বলেন, 'কিছু সংখ্যক লোক হাদীস বর্ণনা করে অথচ সেগুলো আমি হাদীস বলে জানিনা।' তাবাকাতে ইবনে সাদে আছে, 'উসমান (রা) এই ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন।'

আলী (রা)-এর শাসনামলে ফিতনা বৃদ্ধি পায়। আলী (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবাসহ বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে হত্যা করেন। (সহীহুল বুখারী ও মীযানুল ইতিদাল)। এছাড়া তিনি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাদের নিকট থেকেও শপথ নেয়া শুরু করেন। (মুসনাদে তায়ালিসী)। তদুপরি সাহাবা নন এমন ব্যক্তিদের হাদীস বর্ণনার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন যে, বিনা সনদে কোন হাদীস বর্ণনা করা যাবে না।—যুরকানী আলাল মাওয়াহেব

মাবিয়া (রা)-এর যামানায় বানোয়াট হাদীসের ফিতনা আরো বেড়ে যায়। মাবিয়া (রা) এক ভাষণে বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে কিছু লোক এমন কথা বলে যা আল্লাহ্র কিতাবেও নেই, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসেও নেই। এরা আসলে মূর্খ। এদের সম্পর্কে তোমরা সাবধান থেকো।' সহীহুল বুখারী।

এক ঘোষণায় তিনি বলেন, 'তোমাদের উচিত উমার (রা)-এর যামানার হাদীসগুলো গ্রহণ করা। কেননা সেকালের লোকদের তিনি আল্লাহ্র ভয় প্রদর্শন করতেন।'—সহীহ মুসলিম

ইয়াযিদের শাসনামলেও সাহাবাদের একটি দল জীবিত ছিলেন। কিন্তু ফিতনাবাজদের পূর্ণ আযাদী ছিলো।

বনু মারওয়ানের আমলে বানোয়াট হাদীসের ফিতনা বহুগুণ বেড়ে যায়। এই অবস্থা দেখে মারওয়ানের পৌত্র, কিন্তু অন্যতম খালীফায়ে রাশেদ উমর ইবনে আবদুল আযীয রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসগুলো সংকলনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফরমান জারী করেন। এতে হাদীসের ইমামগণ হাদীস একত্রিত করণের কাজে উঠেপড়ে লেগে যান। হাদীস পর্যালোচনা ও হাদীস সংগ্রহকারীদের সমলোচনা-পর্যালোচনার কাজ শুরু হয়ে যায়।

ইবনে জুযী হাদীস বানোয়াটকারীদেরকে সাত প্রকারের বলে সাব্যস্ত করেছেন। যথা ঃ

১. কতক লোক নিজস্ব ধর্মীয় মতাদর্শের সহায়তার জন্য হাদীস তৈরি করেছে। যেমন, খাত্তাবিয়াহ্, শিয়া এবং সালেমিয়া সম্প্রদায়।

২. কতক লোক শাসক ও তাদের পারিষদদের খোশামোদের জন্য ভুয়া হাদীস তৈরি করেছে। যেমন, শামের তাযীম সম্পর্কীয় হাদীস, বনু আব্বাসের খিলাফত সংক্রান্ত হাদীস, বারমেকা সম্পর্কীয় হাদীস। উয়ানা ইবনুল হাকাম বনু উমাইয়ার জন্য হাদীস রচনা করেছে। গিয়াস ইবনে ইবরাহীম মাহ্দী আব্বাসীর জন্য কবুতরের সাথে খেলার হাদীস তৈরি করেছে।—মুয়াজ্জামুল আদবার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৪

৩. যিন্দিকদের বানোয়াট হাদীস। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেন যে যিন্দিকরা চৌদ্দ হাজার জাল হাদীস তৈরি করে জনগণের মধ্যে প্রচার করে।—তাদরীব পৃ. ১০৩। ইবনে আবীল আওজা চার জাহার ভুয়া হাদীস তৈরি করেছিলো।

৪. কতক উস্তাদ পরীক্ষাচ্ছলে কিছু ভুয়া হাদীস ছাত্রদেরকে শুনাতেন তাদের সতর্কতা পরিমাপ করার জন্য এবং পরে তাদেরকে তা বলে দিতেন। কিন্তু ভুলক্রমে তার কিছু লিখা হয়ে গেছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে রাবীয়ার সাথে এই রকম ঘটনা ঘটেছে। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, উস্তাদ কোন একটি হাদীস শুনাবার জন্য সনদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের মতন বর্ণনা করার আগে কোন প্রাসঙ্গিক কথা বলেছেন আর এই কথাকেও হাদীস মনে করা হয়েছে। এইরকম একটি হাদীস ইবনে মাজাহতে রয়েছে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

৫. কতক লোক নিজের উদ্ভাবিত ফিতনার সমর্থনে জাল হাদীস বর্ণনা করতো। আবুল খাত্তাব ইবনে ওজীহ সম্পর্কে এরূপ বলা হয়ে থাকে।

৬. কতক লোক নিজের বক্তব্যকে চমৎকারিত্ব দানের জন্য অসমর্থিত সনদের দ্বারা হাদীস জাল করতো যাতে শ্রোতারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৭. কতক নির্বোধ লোক জনসাধারণকে ভালো কাজের দিকে উৎসাহিত করার জন্য জাল হাদীস বর্ণনা করতো। ওয়াযকারীগণ, কিচ্ছা-কাহিনীর কথকগণ, সরল প্রকৃতির সূফীগণ এতে বেশি জড়িত হয়ে পড়েন। আবান ইবনে আবী আব্বাসের মতো সর্বত্যাগী, আহমাদ বাহেলীর মতো যাহেদ এবং সুলাইমান ইবনে উমারের মতো আবেদও এই অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকেন নি। (মীযান ও লিসান)। আবূ আসীমা নূহ ইবনে মরিয়মকে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ইকরামা ইবনে আব্বাসের সনদে কুরআনী সূরার ফযীলতের মরফু হাদীস কোত্থেকে সংগ্রহ করেছো?' সে উত্তর দিলো, 'আমি জনসাধারণকে কুরআনের দিকে উৎসাহীত করার জন্য নিজেই তা করেছি।'

বানোয়াট হাদীস সম্পর্কিত কিতাবসমূহ

কুতুবে মাওযুয়াত মানে হচ্ছে জাল বর্ণনা এবং মুখে মুখে প্রচারিত বে-বুনিয়াদ হাদীস সম্বলিত কিতাবসমূহ।

এই বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ হচ্ছে মওযুয়াতে ইবনে জুযী। এই গ্রন্থে বানোয়াটি হাদীস উল্লেখিত রয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু নিয়ম-কানুনও বর্ণিত হয়েছে যার মাধ্যমে মওযু হাদীস চেনা যায়। কিন্তু ইবনে যুযী অত্যন্ত কঠোর হওয়ার কারণে মওযু নয় এমন কিছু হাদীসকেও মওযু বানিয়ে ছেড়েছেন। এই জন্য মওযুয়াতে ইবনে জুযীর পাঠকের তা'য়াক্কুরাতে সয়ূতী আলাল মওযুয়াতে ইবনিল জুযী গ্রন্থ পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

ইবনে জুযীর পরে আরো অনেকে মওযুয়াত সম্পর্কে গ্রন্থ লিখেছেন। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে মাগানীর আদ দুররুল মুলতাকিতু ফী তাবঈনিল গলত, জুরজানী লিখিত কিতাবুল আবাতীল, মুসিলী প্রণীত আল মুগনী, ইবনে আবদুল বার প্রণীত মওযুয়াত, সয়ূতী রচিত আল্লালিল মাসনুয়া ফী আহাদিসীল মওযুয়া, শায়খ মুহাম্মাদ তাহিরুল ফাতনী প্রণীত কিতাবুল মওযুয়াত, ইবনুল কীরানী প্রণীত আল মওযুয়াত, মোল্লা আলীকারী প্রণীত মওযুয়াতুল কবীর, সয়ূতী প্রণীত আদ্ দুর্রুল মুনতাশিরাই ফীল আহাদিসীল মুশতাহিরাহ, সাখাবী প্রণীত আল মাকাসিদুল হাসানাহ ফীল আহাদিসীল মশহুরাহ আলাল, আল সিনাহ শওকানী প্রণীত আলফাওয়াদিল মজমুয়াহ ফীল আহাদিসীল মওযুয়াহ, শায়খ আবিল ফযল আবদুল হক আল হিন্দী

প্রণীত তামীযুত তাইয়েব মিনাল খাবীস মিম্মা ইয়াদুরু আলাল আলসিনাতিন্নাসে মিনাল হাদীস, আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী প্রণীত আল আসারুল মরফুয়া ফী আখবারিল মওযুয়া, মাওলানা আনোয়ারুল্লাহ্ হায়দরাবাদী প্রণীত আল কালামুল মরফু ফীমা ইয়াতায়াল্লাকু বিল আহাদিসীল মওযু।

যাঁরা হককে বাতিল থেকে পৃথক করেছেন এবং এক একটি জাল, বে-বুনিয়াদ এ সন্দেহযুক্ত হাদীসের পর্যালোচনা করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহীহ হাদীসগুলোকে চিহ্নিত করেছেন এবং দীনের হিফাজত করে মুসলিম উম্মাহ্‌র বড়ো রকমের কল্যাণ করেছেন, আল্লাহ্ তাঁদেরকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করুন।

উপমহাদেশে হাদীস চর্চা

অভিজ্ঞ মহল বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও আরবের সাথে আমাদের এই উপমহাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে মুসলিম সেনাদল উপমহাদেশের সীমান্তে এবং বনু উমাইয়া যুগে সিন্ধু এলাকায় এসে পৌঁছে। মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম কর্তৃক হিজরী ৯৩ সনে সিন্ধু জয় হয় এবং এটি মুসলিম রাষ্ট্রের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

আগত সৈন্যদের একাংশ সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এদের মধ্যে তাবেঈন ও তাবে' তাবেঈনের শিক্ষিত লোকও ছিলেন। তাঁরা নবীর শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলন অবশ্যই করে থাকবেন। এভাবে প্রথম শতকেই ইলমুল হাদীসের জ্যোতি এই উপমহাদেশে পৌঁছে। এই উপমহাদেশে এই জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিলো তখন সিন্ধু (শাজারাতুত যাহাব)। কিন্তু এই সময়ের বিস্তারিত ইতিহাস জানা যায় না। কেননা দ্বিতীয় হিজরী শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সিন্ধু কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। এরপর সিন্ধু স্বতন্ত্র দেশে পরিণত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতগুলো স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। হিজরী তৃতীয় শতকে এই রাজ্যগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে এবং বাতিল সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুলতান মাহমুদ গজনভী হিজরী ৪১২ সনে খাইবার গিরিপথে পাঞ্জাব প্রবেশ করেন এবং লাহোর দখল করেন। তখন আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে ভারতের সাথে মুসলিম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হিজরী সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এসে ভারত মুসলিমদের দখলে চলে যায়। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খাইবার গিরিপথ দিয়ে যেসব মুসলিম ভারতে এসেছেন তাঁরা এশীয় তুর্কিস্থান, খোরাসান, আফগানিস্থান প্রভৃতি এলাকার অধিবাসী ছিলেন। তুর্কিস্তান ও খোরাসান তৃতীয় শতকের হাদীস চর্চার প্রধান কেন্দ্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সিহাহ সিত্তাহ্‌র প্রণেতাগণ ঐ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু বিচারকের পদ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃংখলার প্রয়োজনে ফিকাহ্‌র গুরুত্ব খুব

বেশি ছিলো। ফিকাহ্ পড়া ও পড়ানোর প্রতি লোকদের দারুণ আগ্রহ ছিলো। ফকীহ্‌র উপাধি ছিলো দানিশমান্দ ও দানা (বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি)। উসূল ও মানতিকের প্রতি লোকদের বিশেষ আগ্রহ ছিলো। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় ফিকাহ্‌র প্রতি লোকদের ঝোঁক ছিলো বেশি। মাদ্রাসাগুলোতে ব্যাপক জ্ঞানচর্চা হতো। হিজরী পঞ্চম শতাব্দী থেকে হাদীসের চর্চা ছিলো, কিন্তু ফিকাহ্, উসূল ও মা'কূলাতের চর্চা ব্যাপকতর ছিলো।

হিজরী অষ্টম শতাব্দী থেকে হাদীস শাস্ত্রের উন্নতির যুগ শুরু হয়। দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ্যের মাহমুদ বাহমন (হিজরী ৭৮০-৭৯৯) হাদীস চর্চার দিকে নজর দেন। তিনি হাদীস শাস্ত্র অনুরাগীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন। (ফিরিশতা)। হিজরী নবম শতকে গুজরাটের অধিপতি আহমাদ শাহ আরবের সাথে ভারতের সামুদ্রিক পথ প্রতিষ্ঠা করেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় ইরানের শাসন-কর্তৃপক্ষ শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন। যদ্দরুন হাদীস শাস্ত্রবিদদের একটি দল ভারতে চলে আসেন। তাঁরা হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার সাথে নিয়ে আসেন। ভারতের আলিমগণ আরবে গিয়ে হাদীস শাস্ত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে তাঁরা হাদীস শিক্ষালয় স্থাপন করেন। বস্তুত এই উপমহাদেশে হাদীসচর্চার প্রাথমিক উন্নতি লাভ হয় হিজরী নবম শতকের শেষ ও দশম শতকের প্রথম ভাগে। তৎকালে হাফিয সাখাবী এবং হাফিয ইবনে হাজার হাইসুমীর ছাত্রগণ সুষ্ঠুভাবে হাদীসের শিক্ষা দীক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এতে ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চা শুরু হয়। মুজাদ্দিদ আলফিসানী এবং শায়খুল হাদীস শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলাবী হাদীস চর্চার ব্যাপকতা বৃদ্ধিকল্পে জোর প্রচেষ্টা চালান।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলাবী একে ফিকাহ, উসূল ও মা'কূলাতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। আজ এই উপমহাদেশে দারসে হাদীসের যে ধারাবাহিকতা দেখা যায় তার সূচনাতে ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ্।

এই উপমহাদেশে হাদীসের প্রচার ও প্রসারে পাঁচটি যুগ রয়েছে।

প্রথম যুগ

এই যুগে রয়েছে হিজরী পঞ্চম শতকের পূর্ব তথা সুলতান মাহমুদের আগমন পর্যন্ত সময়। এই যুগের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। অবশ্য কিছুসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী ও মুহাদ্দিসের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন ঃ

১. আল হাকাম ইবনে আবুল আস আস্‌সাখাভী। ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন যে, আল হাকামের ভাই উসমান ইবনে আবুল আস উমর ফারুক (রা)-এর যুগে বাহরাইনের শাসনকর্তা বুরুজের দিকে আল হাকামকে পাঠিয়েছিলেন। ইবনুল

আসীর উসুদুল গাবা-য় লিখেছেন যে, আল হাকাম সাহাবী ছিলেন। তবে অনেকে তাঁকে তাবেঈ বলে উল্লেখ করেছেন, আর তাঁর হাদীস মুরসাল বলে গণ্য করেন।

২. সিনান ইবনে সালমা ইবনে আল মুহাবিকুল হিন্দলী। ইসাবা গ্রন্থে রয়েছে যে, তিনি নবী (সা)-এর যামানায় জন্মগ্রহণ করেন। হিজরী ৫০ সনে যিয়াদ তাঁকে ভারত অভিযানে প্রেরণ করেন। ইবনে সা'দ তাবেঈদের প্রথম স্তরে তাঁকে গণ্য করেছেন। বাজালী তাঁকে বিশ্বস্ত তাবেঈ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি হিজরী ৯৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

৩. হাব্বাব ইবনে ফাযালাহ। তিনি হযরত আনাস (রা)-এর ছাত্র ছিলেন। লীসানুল মীযান গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তিনি আনাস (রা)-এর নিকট ভারত উপমহাদেশে আসার অনুমতি চেয়েছিলেন।

৪. ইসরাঈল ইবনে মূসা ইবনে আবূ মূসা আল মুবসিরিনযীলে হিন্দ। তিনি তাবে'তাবেঈ ছিলেন। হযরত হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন, সুফিয়ান সওরী প্রমুখ থেকে তিনি রেওয়ায়েত করেছেন।

৫. শায়খ মুহাদ্দিস আররাবী ইবনে সাবীউস সায়াদী (হিজরী ১৬১ সন)। উল্লেখ্য যে তিনি বসরায় প্রথম হাদীস সংগ্রহকারী ও সুবিন্যস্তকারী ছিলেন। পরে তিনি হিন্দুস্তানে আসেন এবং গুজরাটে ইন্তিকাল করেন। 'তাবাকাতে ইবনে সা'দ, পৃ. ৩৬/২০৭।

৬. ইমামুল মাগাযী আবূ মাশার বাখীহ সিন্ধী। তিনি হিজরী ১৭০ সনে সিন্ধু থেকে মদীনা যান। তিনি মাগাযী ও সিয়ারের ইমাম ছিলেন। আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন। তিনি সুনানে আরবায়ার বর্ণনাকারী ছিলেন।

৭. রাজাউস সিন্ধী (হিজরী ৩২১ সন)। তিনি সিন্ধু থেকে ইরানে যান। তাঁকে আসফারআহেনী (লৌহমানব) বলা হতো। তিনি উচ্চশ্রেণীর মুহাদ্দিস ছিলেন।

৮. আল আলিমুল মুহাদ্দিস ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম দীবালী সিন্ধী। (মৃত্যু ৪র্থ শতক)। মূসা ইবনে হারুন ও মুহাম্মাদ ইবনে আলী আস্‌সায়িউল কবীর প্রমুখ থেকে তিনি রেওয়ায়েত করেছেন।

দ্বিতীয় যুগ

এই যুগ হিজরী পঞ্চম-শতকে সুলতান মাহমুদের অভিযানের সময় থেকে শুরু হয়ে অষ্টম শতকে শেষ হয়। এই যুগে কিছু কিছু গ্রন্থও লিপিবদ্ধ হয়। এই যুগে সূফীরাই হাদীসের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। এই যুগের কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ঃ

১. শায়খ ইসমাঈল লাহোরী (হিজরী ৪৪৮ সন)। সুলতান মাসউদ ইবনে সুলতান মাহমুদ গজনভীর সময়ে তিনি লাহোরে আসেন। হাজার হাজার অমুসলমান তাঁর হা'তে মুসলিম হন। তারীখে উলামায়ে হিন্দ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে 'তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইলমুল হাদীসকে লাহোরে নিয়ে আসেন।'

২. ইমাম হাসান রাযীউদ্দীন আবুল ফাযায়েল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাসান সান..নী লাহোরী। হিজরী ৫৭৭ সনে তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিজায ও ইয়ামেনে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি অভিধান ও হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি 'আবাব' নামীয় অভিধান প্রণয়ন করেন এবং সহীহুল বুখারীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখেন। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা হলো মাশারিকুল আনওয়ার। মুসতানসির বিল্লাহ্র নির্দেশে ইমাম সানয়ানী এই গ্রন্থ রচনা করেন। এতে দু'হাজার ছয়শত ছেচল্লিশটি হাদীস রয়েছে। এই হাদীসগুলো তিনি সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে চয়ন করেছেন। এই গ্রন্থের শতাধিক ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। তিনি হিজরী ৬৫০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৩. শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (হিজরী ৬৬১ সন)। তিনি শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর খলীফা ছিলেন। তাঁর হাতে তারিকা সুহরাওয়ার্দীয়ার বিশেষ প্রসার হয়। তিনি মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শায়খ কামালের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি মদীনাতে ৫৩ বছর হাদীসের শিক্ষকতা করেছেন। পরে তিনি হিন্দুস্থানে ফিরে আসেন।

৪. বুরহানুদ্দীন মাহমুদ দেহলবী। তিনি ইমাম সানয়ানীর ছাত্র ছিলেন। তিনি হিদায়া প্রণেতার নিকট ফিকাহ্ পড়েছেন। গিয়াসুদ্দীন বলবনের সময় তিনি দিল্লী আসেন। তিনি মাশারিকুল আনওয়ারের দারস দিতেন।

৫. কামালুদ্দিন যাহিদ। তিনি বুরহানুদ্দীনের ছাত্র ছিলেন। তিনি দিল্লীতে হাদীসের দারস পেশ করতেন।

৬. সুলতানুল মাশায়েখ নিজামুদ্দীন (হিজরী ৭২৫ সন)। তিনি কামালুদ্দীনের ছাত্র ছিলেন। মাশারিক গ্রন্থটি তাঁর মুখস্থ ছিলো।

৭. শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা। তিনি একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। বাংলাদেশের সোনারগাঁওতে তিনি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন।

৮. মাখদুমুল মুলক শারফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া বিহারী (হিজরী ৭৭২ সন)। তিনি শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামার ছাত্র ছিলেন। সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আবু ইয়ালী তাঁর পাঠ্যবস্তু ছিলো।

৯. নাসিরুদ্দীন চিরাগ দেহলবী (হিজরী ৭৫৩ সন)। তিনি সুলতানুল মাশায়েখ দেহলবীর খলীফা ছিলেন।

৭—

১০. শামসুদ্দীন উধী। তিনিও সুলতানুল মাশায়েখের খলীফা ছিলেন। তিনি মাশারিকুল আনওয়ার-এর শরাহ লিখেছেন।

১১. ফখরুদ্দীন যারাভী। তিনিও সুলতানুল মাশায়েখের খলীফা ছিলেন। হিদায়া পড়াবার সময় সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে প্রমাণ পেশ করতেন।

১২. আখি সিরাজ বাঙালি। তিনি সুলতানুল মাশায়েখের খলীফা এবং যারাভীর ছাত্র ছিলেন।

১৩. আবদুল আযীয আরদেবেলী। হাফিয ইউসুফ মযী, ইমাম যাহাবী ও ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ছিলেন। তিনি ভারতে এলে মুহাম্মাদ শাহ তুগলক তাঁকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। সুলতান তাঁর নিকট হাদীস শুনেন।

তৃতীয় যুগ

এই যুগের সূচনা হিজরী ৮১৩ সনের পর। সেই সময় আহমাদ শাহ (প্রথম) গুজরাটের অধিপতি ছিলেন। তিনি আরব-ভারত সামুদ্রিক পথের প্রতিষ্ঠাতা।

এতে আলিমদেরও যাতায়াত সহজ হয়। এই সময় ইরানে শিয়াগণ প্রাধান্য লাভ করে। তাই বহু মুহাদ্দিস হিজরত করে ভারতে আসেন। তাঁরা হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার সাথে নিয়ে এসেছিলেন। এই যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ হচ্ছেন ঃ

১. নূরুদ্দীন সিরাজী। তিনি সাইয়িদুস্ সনদ জুরজানীর (হিজরী ৮১৬ সন) ছাত্র ছিলেন। হাদীসের ভাণ্ডার ইরান থেকে তিনিই প্রথম ভারতে নিয়ে আসেন।

২. শায়খ জালালুদ্দীন দাওয়ানী (হিজরী ৯০৮ সন)। তিনি সাখাভীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় ভারতে আসেন। ফিরোজের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ও মাকূলাতের দারস দিতেন।

৩. শায়খ জালালুদ্দীন কিরমানী। ফিরোজ শাহের শাসনকালে তিনি শরীয়াহ ও জ্ঞানচর্চায় পারদর্শী ছিলেন।

৪. রাজন ইবনে দাউদ গুজরাটি (হিজরী ৯০৪ সন)। তিনি সাখাভীর ছাত্র ছিলেন। গুজরাটে হাদীসের দারস পেশ করতেন।

৫. ওজীহ গুজরাটি (হিজরী ৯২৯ সন)। তিনি সাখাভীর ছাত্র ছিলেন। গুজরাটের মুহাদ্দিস ছিলেন।

৬. আলাউদ্দীন নহরওয়ালী। তিনি হাফিয ফাহদ এবং নূরুদ্দীনের ছাত্র ছিলেন। তিনি মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে দারসে হাদীস দিতেন।

৭. শায়খ জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে উমার (হিজরী ৯৩১ সন)। তিনি সাখাভীর ছাত্র ছিলেন। গুজরাটের অধিপতি তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেছেন।

৮. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযদান বখশ শিরওয়ানী বাঙালি। ঢাকার এক-ডালার এক গ্রামে পুরো সহীহুল বুখারী কপি করে সোনারগাঁওয়ে সাইয়েদ আলাউদ্দীন শাহের (হিজরী ৯০৫-৯২৭ সন) নিকট পেশ করেন। আলাউদ্দীন ছিলেন বাংলার সুলতান। এই কিতাবটি বাঁকীপুর খোদা বখশ খানের লাইব্রেরীতে মওজুদ আছে।

৯. সাইয়িদ রফিউদ্দীন সাফাভী (হিজরী ৯৫৪ সন)। তিনি একজন অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সাখাভীর ছাত্র ছিলেন। সুলতান লুধী দারসে হাদীসের জন্য তাঁকে দিল্লী ডেকে পাঠান।

১০. আবুল ফাত্হ থানেশ্বরী (হিজরী ৯৬০ সন)। তিনি সাইয়িদ সাফাভীর স্থলাভিষিক্ত হন।

১১. সাইয়িদ জালাল। তিনি সাফাভীর ছাত্র ছিলেন।

১২. সাইয়িদ আবদুল আউয়াল জৌনপুরী গুজরাটি (হিজরী ৯৬৮ সন)। তিনি ফাত্হের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি আরবে গিয়ে হাদীস শিক্ষা করেন। হিন্দুস্থানে এসে দারসে হাদীসের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। আকবরের শাসনকালে খানান তাঁকে গুজরাট থেকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় মুহাদ্দিস যিনি সহীহুল বুখারীর ব্যাপক ভাষ্য ফয়যুল বারী লিখেছেন। তিনি সাফারুস সায়াদাতের সারসংক্ষেপ তৈরি করেন।

১৩. শায়খ তাইয়েব সিন্ধী। তিনি আবদুল আউয়ালের ছাত্র ছিলেন। তিনি তিরমিযীর ব্যাখ্যা লিখেছেন। তিনি বুরহানপুরে দারসে হাদীস পেশ করতেন।

১৪. আবদুল মালিক গুজরাটী (হিজরী ৯৭০ সন)। তিনি অন্য একজনের মাধ্যমে সাখাভীর ছাত্র ছিলেন। তিনি সহীহুল বুখারীর হাফিয ছিলেন।

১৫. শায়খ ভিকারীর কূরী (হিজরী ৯৮১ সন)। তিনি যিয়াউদ্দীন মাদানীর ছাত্র ছিলেন।

১৬. শায়খ আবদুল মুতী মাক্কী। তিনি যাকারিয়া আনসারীর ছাত্র ছিলেন। ভারতে এসে দারসে হাদীস পেশ করতে থাকেন।

১৭. শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ গুজরাটী (হিজরী ৯৯২ সন)। তিনিও যাকারিয়া আনসারীর ছাত্র ছিলেন। তিনি গুজরাটের মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৮. মোল্লা আবদুল কাদের বদাউনী (হিজরী ১০০৪ সন)। তিনি শায়খ আবুল ফাত্হের ছাত্র ছিলেন। তিনি দিল্লীতে বাদশাহ আকবরের ইমাম ছিলেন।

১৯. মোল্লা কামালুদ্দীন হুসাইনী। তিনিও শায়খ আবুল ফাত্হের ছাত্র ছিলেন।

২০. মীর সাইয়িদ আমরুহী। তিনি শায়খ জালালের ছাত্র ছিলেন। আকবরের শাসনকালে তিনি আদালতের মীর ছিলেন।

২১. শায়খ আবদুন্ নবী গাংগুহী। তিনি উচ্চ শ্রেণীর মুহাদ্দিস ছিলেন। আকবরের শাসনামলে শায়খুল ইসলাম ছিলেন।

চতুর্থ যুগ

এই যুগের সূচনা হাফিয ইবনে হাজার হাইসুমীর হিন্দুস্থানী ছাত্রদের মাধ্যমে শুরু হয়। এই যুগের সবচে' বেশি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব দু'জন। এক. শায়খ আহমাদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী, দুই. শায়খ আবদুল হক দেহলবী। মুজাদ্দিদে আলফেসানীর সংস্কার প্রয়াসের বুনিয়াদ ছিলো হাদীস ও উসওয়ায়ে রাসূল (সা)। তিনি নিজেই দারসে হাদীস পেশ করতেন। সুন্নাহ্‌র অনুসৃতির ওপর তিনি জোর দিতেন। মাকতুবাতে তিনি ঐই ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী সম্পর্কে তিনি লিখেন যে হিন্দুস্থানে হাদীসের বীজ বপন করেন আবদুল হক দেহলবী।

আবদুল হক দেহলবী দিল্লীতে দারসে হাদীস পেশ করতেন। তিনি সাধারণ লোকদের সুবিধার্থে ফারসী ভাষায় মিশকাতের ব্যাখ্যা লিখেন। তাঁর পুত্র নূরুল হক সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ফারসী ব্যাখ্যা লিখেন। ভারত বা হিন্দুস্তানে হাদীস চর্চার ব্যাপকতা এই সময় হাসিল হয়। এই কাজে খানকাহ ও মাদ্রাসা সমানভাবে কাজ করেছিলো। ইলমুল হাদীস অন্যান্য বিদ্যার প্রতিযোগীর স্থান দখল করে। হাদীস শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদ করা হয়। এই যুগের অন্যান্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ঃ

১. শায়খ আলী মুত্তাকী (হিজরী ৯৭৫ সন)। তিনি ইবনে হাজার হাইসুমী ও আবুল হাসান বাকরীর ছাত্র ছিলেন। তিনি আরবে দারসে হাদীস দিতেন। তিনি কানযুল উম্মাল গ্রন্থের প্রণেতা।

২. শায়খ ইয়াকুব শারফী (হিজরী ১০০৩ সন)। তিনি হাইসুমী, বাকরী ও মোল্লা জামীর ছাত্র ছিলেন। তিনি সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যা লিখেছেন। মাগাযী সম্পর্কিত গ্রন্থও লিখেছেন।

৩. আবদুর রাহমান সরহিন্দী।

৪. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ (হিজরী ৯৯২ সন)। তিনি হাইসুমী ও বাকরীর ছাত্র ছিলেন। তিনি গুজরাটের মুহাদ্দিস ছিলেন।

৫. সাইয়িদ আবদুল্লাহ্ ঈদরুস (হিজরী ৯৯০ সন)। তিনি হাইসুমী ও বাকরীর ছাত্র ছিলেন। গুজরাটে তিনি দারসে হাদীস দিতেন।

৬. শায়খ সাঈদ হুসাইনী আশ্ শাফিঈ। তিনি হাইসুমীর ছাত্র ছিলেন। তিনিও গুজরাটে দারসে হাদীস পেশ করতেন।

৭. সাইয়িদ মুর্তাজা শরীফী জুরজানী। তিনিও হাইসুমীর ছাত্র ছিলেন। তিনি আগ্রায় দারসে হাদীস দিতেন।

৮. মীর কাঁলা মুহাদ্দিস। তিনি মীরক শাহের ছাত্র ছিলেন। তিনি জামালুদ্দীন ও মোল্লা কুতুবুদ্দীন নহরওয়ালীরও ছাত্র ছিলেন।

৯. জওহার নাথ কাশ্মীরী। তিনি নও মুসলিম ছিলেন। তিনি হাইসুমী ও মোল্লা আলী কারীর ছাত্র ছিলেন। তিনি কাশ্মীরের মুহাদ্দিস ছিলেন।

১০. মুহাম্মাদ লাহোরী। তিনি লাহোরের মুফতী ছিলেন। তিনি হাদীসের দারস দিতেন। মিশকাত ও সহীহুল বুখারী খতমের উপলক্ষে শানদার মজলিসের ব্যবস্থা করতেন।

১১. শায়খ আহমাদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (মৃত্যু হিজরী ১০৩৪ সন)। তিনি ইয়াকুব সারাফীর ছাত্র ছিলেন। সরহিন্দের মুহাদ্দিস ছিলেন।

১২. শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকী (হিজরী ১০০৮ সন)। তিনি আলী মুত্তাকীর ছাত্র ছিলেন। আরবে হাদীসের দারস দিতেন।

১৩. শায়খ মুহাম্মাদ তাহের ফাতানী (হিজরী ৯৮৬ সন)। তিনি আলী মুত্তাকীর ছাত্র ছিলেন। তিনি গুজরাটে হাদীসের দারস দিতেন। তিনি হাদীস অভিধান মাজমাউল বিহার, আলমুগনী, তাযকিরাতুল মাওযুয়াত, কানুনুল মাওযুয়াত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

১৪. শায়খ আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ। তিনি আলী মুত্তাকীর ছাত্র ছিলেন এবং গুজরাটের মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৫. শায়খ রাহমাতুল্লাহ্ সিন্ধী। তিনিও আলী মুত্তাকীর ছাত্র এবং গুজরাটের মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৬. শায়খ বরখোরদার সিন্ধী। তিনি আলী মুত্তাকীর ছাত্র ছিলেন। আরবে তিনি দারসে হাদীস পেশ করতেন তাঁর মাদ্রাসায়।

১৭. শায়খ হামীদ। তিনিও আলী মুত্তাকীর ছাত্র ছিলেন। তিনি আরবে দারসে হাদীস দিতেন।

১৮. শায়খ মুহাম্মাদ ফাযলুল্লাহ্ জৌনপুরী। তিনি তুহফায়ে মুরসালাহ গ্রন্থ প্রণেতা।

১৯. সাইয়িদ ইয়াসিন গুজরাটী। হিন্দুস্থান ও আরবে হাদীস অধ্যয়ন করেন। লাহোরে কিছুকাল হাদীসের দারস দিয়ে বিহারে গমন করেন এবং সেখানে হাদীসের অধ্যাপনা করেন।

২০. হাজী ইবরাহীম। তিনি আরবে গিয়ে হাদীস পড়েন। আগ্রায় দারসে হাদীস দিতেন।

২১. শায়খ মুহাম্মাদ কাসেম সিন্ধী। তিনি আরবে গমন করেন। তিনি রঈসুল মুহাদ্দিসীন বলে পরিচিত ছিলেন।

২২. হাজী মুহাম্মাদ কাশ্মীরী (হিজরী ১০০৬ সন)। তিনি মাওলানা সাদেকের ছাত্র ছিলেন। ইবনে হাজার হাইসুমী এবং জামালুদ্দীনেরও ছাত্র ছিলেন। তিনি তিরমিযীর ভাষ্য লিখেন।

২৩. শায়খ আবদুল হক দেহলবী (হিজরী ১০৫৩ সন) তিনি শায়খ মুত্তাকীর ছাত্র ছিলেন। তিনি মিশকাতের ফারসী ব্যাখ্যা আশ্‌শায়াতুল লুমুয়াত, মিশকাতের আরবী ব্যাখ্যা আল লুমুয়াত শরহে সাফারুস্‌ সায়াদাত, মাদারেজুন্‌ নবুওয়াত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

২৪. খাজা মুহাম্মাদ মাসুম উরওয়াতুল উসকা (হিজরী ১০৭০ সন)। তিনি মুজাদ্দিদে আলফেসানীর বংশধর ছিলেন। তিনি পিতার নিকট হাদীস পড়েন। মক্কার মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে তিনি সনদ লাভ করেন। তাঁর নয় লাখ ছাত্র ছিলো। বাদশাহ্‌ শাহজাহান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মিশকাতের টীকা লিখেন।

২৫. শায়খ নূরুল হক (হিজরী ১০৭৩ সন)। তিনি আবদুল হক দেহলাবীর পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার নিকট হাদীস পড়েন। উরওয়াতুল উসকার শিষ্য ছিলেন। তিনি সহীহুল বুখারীর বিস্তারিত ফারসী শরাহ তাইসীরুল বারী এবং সহীহ মুসলিমের ফারসী শরাহ ইয়ামবাউল ইলম লিখেন।

২৬. খাজা খারেন্দ মুঈনুদ্দীন ওরফে ঈশান। তিনি শায়খ আবদুল হক দেহলবীর ছাত্র ছিলেন।

২৭. মোল্লা সুলাইমান আহমাদ আবাদী। তিনি শায়খ আবদুল হক দেহলবীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাদীস চর্চার ধারাবাহিকতা আহমদাবাদে এখনো বিদ্যমান।

২৮. মুহাম্মাদ হুসাইন খানী। তিনি শায়খ আবদুল হক দেহলবীর ছাত্র ছিলেন।

২৯. ফরখশাহ ইবনে খাজা মুহাম্মাদ সাঈদ ইবনে আহমাদ সরহিন্দী। সনদ ও মতনসহ সত্তর হাজার হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিলো।

৩০. হাফিয ইউসুফ হিন্দী। তিনি সুরাটের অধিবাসী ছিলেন। বার শতকে হিন্দুস্থানের হাফিযে হাদীস ছিলেন।

৩১. হাজী আফজাল শিয়ালকোটী। তিনি খাজা মুহাম্মাদ সাঈদ খাযীনুর রাহমাতের ছাত্র ছিলেন। তিনি মাযহার শহীদ ও শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উস্তাদ ছিলেন।

৩২. মীর্যা মাযহার শহীদ। তিনি আফজাল শিয়ালকোটীর ছাত্র ছিলেন।

৩৩. শাহ ঈসা। তিনি রঈসুল মুহাদ্দিসীন মুহাম্মাদ কাসেমের বংশধর ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।

৩৪. ফাত্‌হ মুহাম্মাদ বুরহানপুরী। তিনি শাহ ঈসার সন্তান ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।

৩৫. শায়খ আবদুর রাযযাক। তিনি শায়খ ইয়াসীন গুজরাটীর ছাত্র ছিলেন। তিনি বিহারে দারসে হাদীস প্রতিষ্ঠিত করেন।

৩৬. আবদুন্ নবী। তিনি শায়খ আবদুর রাযযাকের ছাত্র ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তিনি বিহারের মুহাদ্দিস ছিলেন।

৩৭. আবদুল মুকতাদির। তিনি আবদুন্ নবীর ছাত্র ছিলেন। তিনিও বিহারের মুহাদ্দিস ছিলেন।

৩৮. আতীক বিহারী। তিনি শায়খ আবদুল মুকতাদির ও নূরুল হক দেহলাবীর ছাত্র ছিলেন। তিনিও বিহারের মুহাদ্দিস ছিলেন।

৩৯. ওজীহ্ ফুলওয়ারী। তিনি মাওলানা আতীকের ছাত্র ছিলেন। তিনি বিহারে দারসে হাদীস দিতেন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম সনদ সহকারে পড়বার কথা উল্লেখ আছে। এছাড়া মাশারিকুল আনওয়ার, হিসনে হাসীন, কিতাবুল আযকার, মুয়াত্তা, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদ শাফিঈ ও মুসনাদে আবূ হানিফার আলোচনা দারসের সময় পেশ করতেন।

৪০. খাজা ইমাদুদ্দীন কলন্দর। তিনি নূরুল হক দেহলবীর ছাত্র ছিলেন। তিনি ফুলওয়ারীর মুজীবিয়া খানকাহ্‌র প্রধান ওয়ারিস ছিলেন।

৪১. মোল্লা ওয়াহিদুল হক ফুলওয়ারী। তিনি মাওলানা ওজীহ্ ফুলওয়ারীর বংশধর ও ছাত্র ছিলেন।

৪২. শায়খ ফখরুদ্দীন মুহাদ্দিস দেহলবী। তিনি শায়খ নূরুল হকের বংশধর ও ছাত্র ছিলেন। তিনি হিসনে হাসীনের ব্যাখ্যা লিখেছেন।

৪৩. শায়খ সালামুল্লাহ্ দেহলবী। তিনি শায়খ ফখরুদ্দীন দেহলবীর বংশধর ও ছাত্র ছিলেন। তিনি মুহাল্লা নামে মুয়াত্তার শরাহ্ লিখেছেন।

৪৪. মোল্লা হায়দার কাশ্মীরী। (হিজরী ১০৫৬ সন)। তিনি খাজা খাবেন্দের ছাত্র ও কাশ্মীরের মুহাদ্দিস ছিলেন।

৪৫. মোল্লা মিশকাতী কাশ্মীরী। তিনি মোল্লা হায়দারের ছাত্র ছিলেন। তিনি মিশকাতের হাফিয ছিলেন।

৪৬. খাজা মুহাম্মাদ ফাযিল কাশ্মীরী। তিনিও মোল্লা হায়দারের ছাত্র ছিলেন।

৪৭. মোল্লা ইনায়াতুল্লাহ্ কাশ্মীরী। তিনি মোল্লা হায়দারের ছাত্র ছিলেন। তিনি ৩৬ বছর দারসে হাদীস পেশ করেন।

৪৮. মীর সাইয়িদ মুবারক বিলগিরামী। তিনি শায়খ নূরুল হক বিলগিরামীর ছাত্র ছিলেন। তিনি বিলগিরামীর মুহাদ্দিস ছিলেন।

৪৯. মীর আবদুল জলীল বিলগিরামী। তিনি সাইয়িদ মুবারকের ছাত্র ছিলেন।

৫০. গোলাম আলী আযাদ বিলগিরামী। তিনি মীর আবদুল জলীলের ছাত্র ছিলেন। তিনি শায়খ হায়াত সিন্ধীর নিকটও হাদীস পড়েছেন। তিনি আয্ যুউদ দুরারী নামে সহীহুল বুখারীর শরাহ্ লিখেছেন।

৫১. আবদুন্ নবী আকবরাবাদী। তিনি যবীয়াতুন্ নাজাত নামে মিশকাত ও নুখবাতুল ফিকরের শরাহ লিখেছেন।

৫২. আবদুল্লাহ্ আল্লবীব। তিনি পাঞ্জাবের মোল্লা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটীর বংশধর ছিলেন। তিনি পিতার নিকট হাদীস পড়েছেন। আর মাওলানা শিয়ালকোটী শায়খ আবদুল হক দেহলবীর ছাত্র ছিলেন।

৫৩. শায়খ আবদুল্লাহ্ লাহোরী। তিনি মক্কায় হাদীস শিক্ষা দিতেন।

৫৪. আবুত্ তাইয়েব সিন্ধী। তিনি সিহাহ সিত্তাহ্র ওপর টীকা লিখেছেন।

৫৫. শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী। তিনিও সিহাহ সিত্তাহর ওপর টীকা লিখেছেন। তিনি মদীনায় হাদীসের দারস দিতেন।

৫৬. শায়খ হায়াত সিন্ধী। তিনি শায়খ আবুল হাসান সিন্ধীর ছাত্র ছিলেন।

৫৭. শাহ মুহাম্মাদ ফাখির এলাহাবাদী (হিজরী ১১৬৪ সন)। তিনি শায়খ হায়াত সিন্ধী ও মুহাদ্দিস আহমাদ ইবনে সালামের ছাত্র ছিলেন।

৫৮. শায়খ নূরুদ্দীন গুজরাটী (হিজরী ১১৫৫ সন)। তিনি গুজরাটের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নূরুল কারী নামে সহীহুল বুখারীর শরাহ লিখেছেন।

৫৯. শায়খ মুহম্মাদ আসয়াদ হানাফী মাক্কী। তিনি মাদ্রাজের উস্তাদুল হাদীস ছিলেন।

৬০. শায়খ হাশিম ইবনে আবদুল গফুর সিন্ধী। তিনি সাহাবাদের ধারাবাহিকতা অনুসারে সহীহুল বুখারী বিন্যস্ত করেন।

৬১. শাহ নূরী বাঙালি ঢাকুভী। তিনি স্বীয় পুস্তক কিবরিতে আহমারে নিজ হাদীস শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন।

৬২. মোল্লা ইনায়েত কাশ্মীরী (হিজরী ১১২৫ সন)। তিনি সহীহুল বুখারীর দারস প্রদান করেছেন ছত্রিশ বার।

পঞ্চম যুগ

পঞ্চম যুগটি ভারত উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের উৎকর্ষের পূর্ণতার যুগ। এই যুগের শুরু হয় যুগের ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র সময় থেকে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ হিজরী ১১১৪ সনে জন্মগ্রহণ এবং ১১৭৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

সেই সময়টি ছিলো ভারত বা হিন্দুস্থানের জন্য শোচনীয় যুগ। মোগল শাসনের দুর্বলতা, রাজনৈতিক ফিতনা-ফাসাদ এবং ধর্মীয় দুর্বলতা সীমা ছাড়িয়ে যায়। বিদআত ব্যাপকতা লাভ করে। যদিও ইতোমধ্যে হাদীস চর্চা মর্যাদার আসন লাভ করে, কিন্তু তখনো সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রতি আগ্রহের মাত্রা কম ছিলো। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রচেষ্টায় সুধী সমাজ ও ছাত্র সমাজ ব্যাপকভাবে এর প্রতি মনোযোগী হতে থাকে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ হাজী আফজালের নিকট মিশকাত পড়েন। তিনি হিজরী ১১৪৩ সনে আরবে যান এবং শায়খ আবূ তাহের কুর্দী, আহমাদ ইবনে সালেম বসরী প্রমুখের নিকট সিহাহ সিত্তাহ অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীস অধ্যাপনার অনুমতি লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি দারসে হাদীস দিতে শুরু করেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাফসীরের মূলনীতি নির্ধারণ করেন। তিনি ফারসী ভাষায় আল কুরআনের ভাষ্য লিখেন। কুরআন বোঝার মূলনীতি হিসেবে আল ফাওযুল কবীর পুস্তিকা লিখেন। শারীয়াহ্‌র গুরুত্ব সম্বলিত গ্রন্থ হুযযাতুল্লাহিল বালিগাহ সহ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দর্শন এবং ফিকাহ্‌র সংশোধিত রূপ উম্মাহ্‌র সামনে পেশ করেন। শিয়া সম্প্রদায়ের অনাচার ও অন্যান্য বিদআত উচ্ছেদের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এই যুগে হাদীস চর্চার মধ্যমণি হচ্ছেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌। তাঁর অগণিত ছাত্রের মাধ্যমে ইলমুল হাদীসের প্রসার ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন ফকীহ্‌ শায়খ নূর মুহাম্মাদ বডহাবী, হাফিযে হাদীস সাইয়িদ মুর্তাজা হুসাইন বিলগিরামী, শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস, কুরআনের অনুবাদক রফীউদ্দীন, মুযিহুল কুরআন প্রণেতা শাহ আবদুল কাদির, তৎকালীন বায়হাকী কাযী সানাউল্লা পানিপত্তি, তাফসীরে মাযহারী, মানারুল আহকাম প্রভৃতি প্রণেতা শাহ আশেক ইলাহী ফুলতী, দারসদাতা শায়খ মুঈন সিন্ধী, শায়খ মুহাম্মাদ বিলগিরামী, মুহাম্মাদ ইবনে পীর মুহাম্মাদ, শায়খ আবুল ফাত্‌হ বিলগিরামী, খাজা মুহাম্মাদ আমীন কাশ্মীরী, মাওলানা রফীউদ্দীন মুরাদাবাদী, কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মজদুদ্দীন মাদানী প্রমুখ। বাহরুল উলুম আবদুল আলী লক্ষ্ণৌভী ও আবদুল আযীয বুরহারদীকেও এই যুগের মধ্যে গণ্য করা যায়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পর তাঁর পুত্র আবদুল আযীয মুসনাদে ওয়াক্ত বা যুগশ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর ছাত্র বহু। কয়েকজন হচ্ছেন ঃ শাহ্‌ রফীউদ্দীন, শাহ্‌ আবূ সাঈদ মুজাদ্দেদী, শাহ্‌ মুহাম্মাদ ইসহাক, মুফতী সাদরুদ্দীন, শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল, শাহ্‌ মুহাম্মাদ ইয়াকুব, শাহ গোলাম আলী দেহলবী, হাফিযে হাদীস শায়খ আবিদ সিন্ধী, মাওলানা মাহবুব আলী, মাওলানা আবদুল খালেক দেহলবী, মুফতী ইলাহী বকশ কান্দালভী, মাওলানা ফযল হক খায়রাবাদী, হাসান আলী লক্ষ্ণৌভী,

৭ —

হুসাইন আহমাদ মালিহাবাদী, নূরুল হক পতানবিহারী (শাহ সাহেব তাঁর জন্য উজালায়ে নাফিয়াহ্ গ্রন্থ লিখেছিলেন), হায়দার আলী টুনকী, সালামাতুল্লাহ্ মুরাদাবাদী, শাহ রউফ আহমাদ মুজাদ্দেদী, মুহাম্মাদ আমীন আযিমাবাদী, সাইয়িদ কুতুব রায়বেরেলভী, খুররম বুলহওয়ারী, মাওলানা আলে রাসূল (আহমাদ রেযা খান বেরেলভীর উস্তাদ ছিলেন) প্রমুখ। শাহ মুহীউদ্দীন বিলওয়ারী, মোল্লা মুবীনের বংশধর মোল্লা হায়দার ও নঈম হাফীদ বাহরুল উলুমও এই যুগের অন্তর্ভুক্ত।

শাহ্ আবদুল আযীযের পরে তাঁর নাতি শাহ্ ইসহাক যুগশ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রসিদ্ধি পান। তাঁর ছাত্র ছিলো অগণিত। প্রখ্যাত কয়েকজন হচ্ছেন শাহ্ আহমাদ সাঈদ মুজাদ্দেদী, শাহ আবদুল গণী মুজাদ্দেদী, সাইয়েদ নাযীর হুসাইন, সহীহুল বুখারীর টীকাকার আহমাদ আলী সাহারানপুরী, আলম আলী নগীনভী, মিশকাতের ভাষ্য মাযাহেরে হকের প্রণেতা নওয়াব কুতুবুদ্দীন খান, শায়খ মুহাম্মাদ থানভী, কারী আবদুর রাহমান পানিপত্তি, শায়খ মুহাম্মাদ আনসারী সাহারানপুরী, শায়খ ইবরাহীম নগর নহসভী বিহারী, সুবহান বখশ মুযাফফরনগরী, আলী আহমাদ টুংকী, মুফতী ইনায়েত আহমাদ কাকুরভী, ফখরুদ্দীন দেহলবী ও ফযলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী।

মাওলানা সাখাওয়াত আলী, শাহ্ ইসমাঈল ও শাহ্ আবদুল হাই-এর ছাত্র শায়খ হুসাইন ইবনে মুহসিন আনসারী, সাঈদ আযীমাবাদী প্রমুখ এই যুগের আলিম।

শাহ্ ইসহাকের পরবর্তীকালে দারসে হাদীসের কেন্দ্রগুলো বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর ছাত্রগণ বিভিন্ন স্থানে হাদীস শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত হন।

শাহ্ আবূ সাইদ মুজাদ্দেদীর বংশধর শাহ আবদুল গণী এবং প্রখ্যাত ছাত্রবৃন্দ হচ্ছেন আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (হিজরী ১৩০৪ সন), রশীদ আহমদ, মুহাম্মাদ কাসেম, মুহাম্মাদ ইয়াকুব, মাওলানা মাযহার, আবদুল হক এলাহাবাদী, মুহসিন তরহনী, হাবীবুর রহমান রুদওলভী, মুহাম্মাদ হুসাইন এলাহাবাদী, শায়খ মুহাম্মাদ মাসূম মুজাদ্দেদী, মুহাম্মাদ জাফরী, আলীমুদ্দীন বলখী, খাযির ইবনে সুলাইমান হায়দরাবাদী, শায়খ মানসূর আহমাদ হিন্দী, শায়খ মুহাম্মাদ মাযহার মুজাদ্দেদী এবং শায়খ মাহমুদ ইবনে সিবগাতুল্লাহ্।

মাওলানা আব্দুল হাই দারস দিতেন ফিরেঙ্গীমহলে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বড় বড় আলিম ছিলেন। আবদুল হাই সেকালের উস্তাদুল উলামা ছিলেন। তাঁর প্রখ্যাত কয়েকজন ছাত্র হচ্ছেন আসারুস্ সুনান প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা মাযহার আহসান শওকনিমভী, আবদুল হাদী আযীযাবাদী, মুহাম্মাদ হুসাইন এলাহাবাদী, হাফিযে হাদীস ইদ্রিস সাহসারামী, আবদুল গফুর রমযানপুরী, আবদুল করীম পাঞ্জাবী, শাহ্ সুলাইমান ফুলওয়ারী, আইনুল কুযাত, হাফীজুল্লাহ্, সদর মুদাররিস—কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা,

আবদুল হাই এবং কিতাবুর্রদ্দ আলী ইবনে শাইবাহ্র প্রণেতা আবদুল ওয়াহ্হাব বিহারী, শরহে কিতাবুল আসার প্রণেতা আবদুল বারী। তিনি সরাসরি আবদুল হাই সাহেবের ছাত্র ছিলেন।

যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ্ মাওলানা আহ্মাদ রেযা খান বেরেলভীর অনেক ছাত্র ছিলো। তাঁর প্রখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন আমজাদ আলী ও জামে রিযভী প্রণেতা যাফরুদ্দীন বিহারী।

মাওলানা সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলবীর দ্বারা হাদীসের ব্যাপক প্রচার সাধিত হয়। তিনি আহলে হাদীস জামায়াতের নেতা ছিলেন। তাঁর হাজার হাজার ছাত্র ছিলেন। তাঁর কয়েকজন প্রখ্যাত ছাত্র হচ্ছেন গায়েতে মাকসূদ প্রণেতা শামসুল হক দাহালভী, উনুল মা'বুদ প্রণেতা আশরাফ আলী, শরহে তিরমিযী তুহফাতুল আহওয়াযী প্রণেতা আবদুর রহমান মুবারকপুরী, আবদুল্লাহ্ গাযীপুরী, আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক সায়াদাত হুসাইন, মুহাম্মাদ মংগলকোটী বর্ধমানী, হেদায়ার টীকাকার আমীর আলী মালিহাবাদী ও সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী। মাওলানা আমীর আলীর ছাত্র ও আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক জামীল আনসারীর নিকট আমি মুয়াত্তা পড়েছি।

মাওলানা আলম আলী নগীনভী রামপুরের মুহাদ্দিস ছিলেন। যুগশ্রেষ্ঠ আলিম আকরাম আরভী তাঁর ছাত্র ছিলেন। পীর মাওলানা সাইয়িদ আবূ মুহাম্মাদ বরকত আলী শাহ্ তাঁর নিকট হাদীস পড়েছেন। আমি সাইয়িদ আবূ মুহাম্মাদ বরকত আলীর শাহ্র নিকট সহীহুল বুখারীর প্রাথমিক অধ্যায়সমূহ শ্রবণ করেছি। রামপুরে মাওলানা আলম আলীর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন হাসান শাহ্। তারপর তাঁর বংশধর মুহাম্মাদ শাহ্। মুহাদ্দিস মুনাওয়ার আলী তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি রামপুর ও ঢাকায় হাদীস পড়িয়েছেন। আলীয়া মাদ্রাসার সদর মুদাররিস আমার উস্তাদ শামসুল উলামা বেলায়েত হুসাইন তাঁর ছাত্র ছিলেন। আমি মাওলানা বেলায়েত আলীর নিকট সুনানু আবী দাঊদ পড়েছি।

মাওলানা শাহ্ আবদুল গণীর ছাত্র মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম ও মাওলানা রশীদ আহমদ দেওবন্দের মতো বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন যা ইসলামী জগতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালয় হিসেবে স্বীকৃত। হাজার হাজার আলিম ও মুহাদ্দিস এই মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা লাভ করে বের হয়েছেন।

তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান, আহমাদ হুসাইন আমরুহী এবং ফখরুল হাসান।

মাওলানা রশীদ আহমদের ছাত্রদের মধ্যে বযলুল মজহুদ প্রণেতা খলীল আহমাদ, ইয়াহ্ইয়া কান্ধলুভী ও আমার উস্তাদ শামসুল উলামা মাজেদ আলী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মাওলানা মাহমুদুল হাসান দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেওবন্দ মাদ্রাসার সদর মুদাররিস পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর ছাত্রসংখ্যা অসংখ্য। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েকজন হচ্ছেন আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, হুসাইন আহমাদ মাদানী, উবাইদুল্লাহ্ সিন্ধী, মুফতী কিফায়াতুল্লাহ্, ইজায আলী, শাব্বির আহমাদ, আবদুল আযীয পাঞ্জাবী (নাবরাসুস সারী নামক গ্রন্থ প্রণেতা), ইব্রাহীম বিলইয়াভী, সাইয়িদ আসগার হুসাইন দেওবন্দী, সহুল বিহারী এবং মাদ্রাসা আলীয়ার সদর মুদাররিস শামসুল উলামা ইয়াহ্ইয়া সাহ্সারামী। আমি মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার নিকট সহীহুল বুখারী ও সুনান ইবনে মাজাহ পড়েছি।

মাওলানা শাহ আবদুল গণীর ছাত্র মাওলানা ইয়াকুবের নিকট হাকীমুল উম্মাহ আশরাফ আলী থানভী হাদীস পড়েছেন। তাঁর অনেক ছাত্র ছিলো। স্বনামধন্য ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশে মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী। তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন।

মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী হাদীসের কিতাবাদির টীকাকার ছিলেন। বিশেষত সহীহুল বুখারীর দীর্ঘ টীকার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার সদর মুদাররিস মুফতী আবদুল্লাহ্ টুংকী, মাওলানা ওয়াসি আহমাদ সুরতী এবং নাযির হাসান দেওবন্দী প্রখ্যাত ছিলেন। মাওলানা নাযির হাসান কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

তাঁর ছাত্র মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হুসাইন সিলেটীর নিকট আমি তিরমিযী ও নাসাঈ পড়েছি। তাসারুফ ও কারামাতের অধিকারী মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী সেকালের বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর খানকাহতে হাদীসও পড়ানো হতো। বড় বড় আলিমগণ তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাঁর কাছে মাওলানা আহমাদ হাসান কানপুরী সিহাহ সিত্তাহ পড়েছেন। মাওলানা মুশতাক আহমাদ কানপুরীর (যিনি মাওলানা আহমাদ হাসানের বংশধর ছিলেন) নিকট আমি সহীহ মুসলিম পড়েছি।

এখানে পঞ্চম যুগের কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসের উল্লেখ করা হলো। এর বাইরে রয়েছেন অসংখ্য মুহাদ্দিস। এই যুগে এই উপমহাদেশের প্রতিটি বড় শহর ও উপশহরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এগুলোতে দারসে হাদীসের সিলসিলা জারী রয়েছে। বহু আলিম কিতাব সংকলন ও প্রণয়নে মশগুল রয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ইফা-২০১২-২০১৩-প্র/২৭৪-(উ)-৩,২৫০